প্রকাশক—শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

উৎসর্গ

পরমারাধ্য

শ্রীলশ্রীমদ্ সারদানন্দ স্বামী মহারাজ

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু

দেব !

আপনার আশীর্ব্বাদ অবলম্বন করিয়াই "রামানুজ" নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হই ; অকিঞ্চিৎকর হইলেও এই গ্রন্থ আপনার চরণে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইলাম। ইতি

কলিকাতা
৩১শে আষাঢ়, ১৩২৩

চিরানুগত সেবক
শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

শ্রীবরদরাজ

লক্ষ্মণ (রামানুজাচার্য্য)	...	অনন্তের অবতার।
গোবিন্দ	... ...	লক্ষ্মণের মাতৃস্বসৃপুত্র।
যাদবপ্রকাশ	... ...	জনৈক অধ্যাপক।
যামুনাচার্য্য	...	দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নেতা, শ্রীরঙ্গমের মঠাধিকারী।
কাঞ্চীপূর্ণ	...	যামুনাচার্য্যের শিষ্যগণ।
মহাপূর্ণ	...	
গোষ্টীপূর্ণ	...	
মাল্যধর	...	
বররঙ্গ	...	
অম্বর		যাদবপ্রকাশের শিষ্যদ্বয়।
শৌম্বী		
কাঞ্চীরাজ	... ...	চোলাধিপতি।
রাজেন্দ্রভূপ	... ...	ঐ পুত্র।
কার্পাসারাম	... ...	দরিদ্র বৈষ্ণব গৃহস্থ।
জয়শীল	... ...	ধনী শ্রেষ্ঠী।
যজ্ঞমূর্ত্তি	... ...	দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত।
কুরেশ	... ...	রামানুজের জনৈক শিষ্য।
সম্রাট্	... ...	দিল্লীর অনার্য্য অধীশ্বর।

শিষ্যগণ, নাগরিকগণ, চোলরাজমন্ত্রী, পারিষদ্‌গণ, রাজকর্ম্মচারিগণ, ব্যাধ, ব্রাহ্মণগণ, ভিখারী, কাঙ্গালীগণ, শ্রীরঙ্গমূর্ত্তির অর্চ্চকদ্বয়, পণ্ডিতগণ, অন্ধ, জল্লাদ ইত্যাদি।

স্ত্রী

কান্তিমতী	...	...	লক্ষ্মণের মাতা।
দ্যুতিমতী	...	...	কান্তিমতীর ভগিনী।
চন্দ্রপ্রভা	...	...	লক্ষ্মণের পত্নী।
রাণী	...	...	কাঞ্চীরাজ-মহিষী।
রাজকুমারী	...	...	কাঞ্চীরাজের কন্যা।
লক্ষ্মী	...	...	কার্পাসারামের পত্নী।
লচিমার	...	...	দিল্লীর সম্রাট্-দুহিতা।

কাঠুরিয়াস্ত্রীগণ, ব্যাধপত্নী, গ্রাম্যস্ত্রীগণ, মহাপূর্ণের পত্নী, বালিকা, প্রতিবেশিনী ইত্যাদি।

রামানুজ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

যাদবপ্রকাশের চতুষ্পাঠী

লক্ষ্মণ ও শিষ্যগণ

অম্বর। হাঁহে লক্ষ্মণ, ক্রমশঃ তোমার যে বাড়াবাড়ি দেখছি! গুরুদেবের ব্যাখ্যা তোমার মনোনীত হয় না। এক কাজ কর, এখানে পাঠ নিতে আমার আর তোমার প্রয়োজন কি? নিজেই একটা টোল খোল, আমরা গিয়ে না হয় তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রব!

লক্ষ্মণ। ভাই, এরূপ অসঙ্গত কথা কেন বলছ? গুরুদেব যখন কোন শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন, তখন মনে হয় ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত! কিন্তু শান্তিলাভই যদি শাস্ত্রালোচনার উদ্দেশ্য হয়, সত্য কথা বলতে কি, আমি নিতান্ত দুর্ভাগ্য, গুরুদেবের ব্যাখ্যায় আমার অশান্তি বিদূরিত হয় না। আমি পাপাত্মা, এ আমার কর্ম্ম-ফল, গুরুদেবের ব্যাখ্যার দোষ নয়।

শৌম্বী। হাঁ হাঁ, তুমি খুব বাক্‌কুশল। ঘুরিয়ে স্তুতির ছলে গুরুদেবের নিন্দা ক'রছ!

লক্ষ্মণ। না ভাই, গুরুনিন্দা আমার উদ্দেশ্য নয়। কল্পনায়ও এ চিন্তা আমার মনে স্থান পায়নি। আমার উদ্দেশ্য সত্যের উপলব্ধি। সত্য কি, যদি শান্তিলাভই না হ'ল, শাস্ত্রালোচনা বিফল।

বর্ণ আদিত্য-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী পুরুষের চক্ষু দুইটী কেমন ?—না, সূর্য্যের দ্বারা বিকসিত পদ্মের ন্যায় ; তা'হলে দেখুন হীন উপমাদুষ্ট ভক্তিশূন্য ব্যাখ্যা অনায়াসেই সংশোধিত হয়।

যাদব। (স্বগতঃ) দুর্ম্মদ বালক! বৃহস্পতির ন্যায় মেধাবী! এর ব্যাখ্যায় আমি চমৎকৃত! আচার্য্য শঙ্করওতো এরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই! কিন্তু একি অপমান! শিষ্যবর্গের সম্মুখে আমার ব্যাখ্যা খণ্ডন—যে আমি আচার্য্য শঙ্করের মতের প্রতিবাদ ক'রে অভিনব পন্থার প্রবর্ত্তক, তার এরূপ পরাজয়—শুধু কলঙ্ক নয়, আমার সাধনা পণ্ড, উদ্দেশ্য পণ্ড, আত্মপ্রতিষ্ঠা পণ্ড! কৌশলে বালককে আমার মতাবলম্বী করা ভিন্ন উপস্থিত অন্য উপায় নাই। (প্রকাশ্যে) হাঁ হাঁ, তোমার ব্যাখ্যা মন্দ নয়। আমি তোমার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হলেম। এইতো আমার শিষ্যের উপযুক্ত ব্যাখ্যা! কিন্তু তুমি যে বলছ আচার্য্য শঙ্করের ব্যাখ্যা ভক্তিশূন্য, তা নয়, আমি পরে তোমায় প্রমাণ করে দেব। ভক্তি দ্বৈত-বাদীর পক্ষে, কিন্তু অদ্বৈতবাদীর পক্ষে নয়। জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, ভক্তি নয়। বালক!—পরে বুঝবে, পরে বুঝবে। "আমি ব্রহ্ম" এইরূপ উপলব্ধি হলে, আর এ হীন উপমা বলে বোধ হবে না। উপমা ভাবাংশ লয়ে, আর উপমা-উপমেয় তো নাই, সবই তো তিনি!

লক্ষ্মণ। হে গুরু, ক্ষম অপরাধ,
মনোভাব আর গোপন করিতে নারি।
অন্ধকার নেহারি সংসার,
সংশয়-দোলায় আলোড়িত নিয়ত এ চিত,
ত্রাসে কাঁপে প্রাণ!
শাস্ত্রপাঠে অশান্তির উদয় কেবল।
"আমি ব্রহ্ম" এ ধারণা নহে সাধারণ!

কষ্টসাধ্য জ্ঞানের অর্জ্জন
সুলভ তো নহে সকলের ;
দীন হীন নর মায়ামোহে নিয়ত কাতর—
বিনা জ্ঞানলাভ যদি মুক্তি নাহি পায়,
বিশ্বব্যাপী অশান্তির নিবারণ কেমনে হে হবে,
সমগ্র মানব বল কেমনে তরিবে,
মহামার হাহাকার ত্রিতাপদহন
অনায়াসে কেমনে হে হইবে বারণ ?
বিশ্ব হবে আনন্দ ভবন—
অজ্ঞ বিজ্ঞ সমভাবে মুক্তিরত্ন করিবে হে লাভ !

যাদব। বৎস লক্ষ্মণ, এই যে তোমার কাতরতা, এ আর কিছুই নয় মায়ার বিকারমাত্র ! নানামূর্ত্তি ধ'রে মায়া মানবহৃদয় অধিকার করে। তুমি বালক, কাঞ্চীপূর্ণ প্রভৃতি হীন দ্বৈতবাদীর সহবাসে তোমার চিত্ত এরূপ মলিন হয়েছে ! আর কিছুকাল আমার নিকট অবস্থান কর, তোমার এ সংশয় আমি অপনোদন ক'রব। শিষ্যগণ, চল, বেলা অধিক হয়েছে, আমরা স্নানার্থে গমন করি। লক্ষ্মণের এরূপ আচরণে তোমরা রুষ্ট হ'য়োনা। লক্ষ্মণ মেধাবী, অচিরেই আমার প্রভাব দেখে বুঝতে পারবে, "আমিই সেই" ; এই দিব্যজ্ঞান ভিন্ন মুক্তির অন্য পন্থা নাই।

জনৈক রাজকর্ম্মচারীর প্রবেশ

রাজ। প্রণাম।

যাদব। জয়োঽস্তু ; কি প্রয়োজন ?

রাজ। আমি রাজদূত। কাঞ্চীরাজ আপনার চরণ-দর্শন প্রার্থী। আমি আপনার দাস।

মাংসের শরীর। (বাতাস করিতে আরম্ভ) একটু চন্দন এনেছি, দিই পরিয়ে; ফিরিয়ে নিয়ে গেলে কি হবে বল? (চন্দন লেপন)

(গীত)

কেন বল এত অভিমান।
আমার কপাল দোষে বুঝি হয়েছ পাষাণ।
পায়ে ধরি সাধি কথা কও
তৃষিত তাপিত চিত্ত বারেক জুড়াও,
নেচে এস কোলে, বনমালা গলে,
তুমি যে আমার প্রাণের প্রাণ!
পায়ে-ঠেলা হ'য়ে, আছি সব স'য়ে,
(ওই) মুখ চেয়ে ওহে করুণা নিদান॥

বৈষ্ণব নরনারীগণের প্রবেশ

১ম পু। হায় হায়, কি সর্ব্বনাশ হ'ল! কি সর্ব্বনাশ হ'ল! বিনা মেঘে বজ্রাঘাত!

১ম স্ত্রী। হাঁগা সত্যি নাকি? সত্যি নাকি? এমন হয়?

২য় পু। আর কি! এইবারেই কলি পূর্ণ হ'ল! সর্ব্বনেশে রাজা এমন আদেশ দিলে?

২য় স্ত্রী। ওগো আমার যে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা কচ্ছে। সত্যি সত্যি ঠাকুরকে আর দেখতে পাবনা?

৩য় পু। দেখ, এ রাজার দোষ নয়, কারো দোষ নয়, আমাদের অদৃষ্টের দোষ! আমরা পাপী, পাপীর রাজ্যে ঠাকুর থাকবেন কেন?

৩য় স্ত্রী। না না, কখন না। আমি বুকের ভিতর ঠাকুরকে লুকিয়ে রাখব। এ মন্দির থেকে কখন এ মূর্ত্তি সরাতে দেবনা। ঠাকুর!

ঠাকুর ! আমরা কি এতই পাপী ? কেন আমাদের ছেড়ে যাচ্ছ ? তুমিতো সব পার। রাজাকে সুমতি দাও।

১ম পু। রাজার ঘাড়ে চেপেছে ব্রহ্মদত্যি যাদবপ্রকাশ ! সে নিজে পাষণ্ড, রাজাকেও তার দলে টেনেছে। বলেছে, বরদরাজের মূর্ত্তির বদলে শিবের মূর্ত্তি বসাবে।

২য় পু। চল আমরাও দেশ ছেড়ে যাই ! কিসের দেশ ? কিসের মায়া ? যেথানে ঠাকুরের অপমান, সেথানে থাকতে নেই।

৩য় পু। তাই চল, তাই চল। এ ভূতের দেশের মুখে ছাই দিয়ে চল শ্রীরঙ্গপত্তনে যাই। সেথানে যামুনের পায়ের তলায় গিয়ে পড়ি।

১ম স্ত্রী। ওগো একটু দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও, একবার জন্মের শোধ ঠাকুরকে দেখে যাই। হে ঠাকুর, হে ঠাকুর ! কেন এ সর্ব্বনাশ করলে ?

(সকলের সমবেত গীত)

এবার জন্মের মত বিদায় নিতে এসেছি হে।
(ওহে) তুমি যদি চলে যাবে, প্রাণ কি আর দেহে রবে,
কেন এমন নিদয় হবে ওহে দয়ার ঠাকুর !
তোমার রাঙ্গা পায়ে কি দোষ মোরা ক'রেছি হে॥
তুমি যদি না বোঝ ব্যথা
কারে ব'ল্‌বো প্রাণের কথা,
(ওহে ব্যথাহারী হরি)
(ওহে দীনের সহায় হরি)
আমরা সকল ভুলে এ অকূলে, তোমায় দেখে মজেছি হে॥

জনৈক নাগরিকের প্রবেশ

১ম নাগ। খুব চেঁচিয়ে নে, খুব চেঁচিয়ে নে। আর বেশীক্ষণ এখানে ভিরকুটী চলছে না। কেঁদে ককিয়ে নাট দেখ ! এত চেঁচায়, বুক ফেটে মরেনা ? মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে না ? দম আটকায় না ?

অন্যান্য নাগরিকগণের প্রবেশ

২য় নাগ। সরে যা সরে যা, ছুঁসনি, ছুঁসনি। এই নেয়ে আসছি, বৈষ্ণব ছুঁলে আবার গিয়ে নাইতে হবে। একে শ্লেষ্মাধিক্যের ধাত, দু'বার নাইলে আর বাঁচব না।

১ম নাগ। আর ছোঁয়াছুঁয়ি যা আজকের দিনটে দাদা। রাস্তা চলবার যো নেই! তেমনি বেশ হয়েছে, রাজা আদেশ দিয়েছেন, দেশে বৈষ্ণবদের ঠাকুর আর রাখবেন না। সব বিষ্ণু মন্দির শিবের মন্দির হবে।

৩য় নাগ। চল চল, এখানে আর দেরী ক'রে কাজ নেই। আজ রাজার বাড়ী ভারি ধূম। স্বয়ং যাদবাচার্য্য এসেছেন রাজকুমারীকে ব্রহ্ম-রাক্ষস থেকে মুক্ত করবার জন্য। আজ রাক্ষসের পরমায়ু শেষ, আর এই বেটাদের বরদরাজেরও মুণ্ডপাত। নিক্ বেটারা দু'দণ্ড নেচে কুঁদে—পাশ কাটিয়ে চলে এস হে, পাশ কাটিয়ে চলে এস।

২য় নাগ। ওরে দেখ্ দেখ্, পাগলাটার ঢং দেখ্, পাখার বাতাস করছেন!

১ম নাগ। হাতে একখানা কুলো দাওনা হে!

৩য় নাগ। চল চল, আর পাপস্থানে বেশীক্ষণ নয়। রাজবাড়ীর দিকে চল, দেখা যাক্ ব্রহ্মরাক্ষসের দর্প কেমন ক'রে চূর্ণ হয়! মেয়ে ভাল হ'লেই রাজা আজ নিজে এসে এই মন্দিরে মহাদেবের বিগ্রহ স্থাপন করবেন।

২য় নাগ। হাঁ হাঁ, বড় বড় ক্ষীরের লাড্ডু, বড় বড় ক্ষীরের লাড্ডু! "সোঽহং" বল আর গালে দাও, জল খেতে হবে না, গালে দিলে আপনিই নেবে যাবে। [নাগরিকগণের প্রস্থান।

১ম পূ। ঠাকুরের নিন্দে শুনতে হ'ল। অদৃষ্টে এতও ছিল! হে ঠাকুর, অপরাধ নিওনা, তুমিও চল্লে, আমরাও দেশ ছাড়লুম।

২য় পু। কাঞ্চীপুরী আজ সত্যই ভূতের পুরীতে পরিণত হ'ল।

[সকলের প্রস্থান।

কাঞ্চী। সত্যই কি যাবে? তবে আমারি বা কিসের জন্য এ দেশে থাকা? তা, তুমিই যাও আর আমিই যাই, একবার একটী কথা কও। তোমার নিজের মুখে শুনি, যাবে, না এ তোমার রঙ্গ?

শ্রীমূর্ত্তি। তোমার কি ইচ্ছে? যাই, না, থাকি?

কাঞ্চী। যদি যাও, আমায় বলে যেও কোথায় যাবে। বাতাস করবার লোক তো চাই। গরম যে সইতে পার না।

শ্রীমূর্ত্তি। তুমি যাবে কেন? এখানেই থাক না। আমি যাব, শঙ্করের মূর্ত্তি বসবে, আমার মত তাঁকে বাতাস কোরো। তাঁতে আমাতে তো অভেদ।

কাঞ্চী। তোমাকে পরামর্শ দেবার জন্য বলিনি।

(গীত)

শ্রীমূর্ত্তি।— আমি যাব ব'লে যেতে পারি কই।
ঠাঁই বল আর আছে কোথায়, তোমার হৃদয়-কমল-আসন বই।
আমি ত আর নইক আমার
যা ছিল সব বিলিয়ে দিয়ে হ'য়েছি তোমার,
আদরে কিনেছ মোরে অনাদর আর কি সই!
(আমায়) পাগল হ'য়ে ক'রেছ পাগল, তোমায় ছেড়ে কোথায় রই॥

ঐ লক্ষ্মণ আসছে। যাই না যাই, এখন তো যাই।

(অন্তর্দ্ধান)

লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। অশান্তির ছায়া দিন দিন গাঢ়তর যেন!
সত্য—সবই যদি মায়া,
সৃজন তাহার কিবা প্রয়োজন?

মায়া যদি দুঃখের আকর,
কার শক্তিবলে এ প্রভাব জগতে তাহার ?
প্রয়োজন বিহীন সৃজন—নহে যুক্তিগ্রাহ্য কভু।
সমস্যা দারুণ! কে করিবে মীমাংসা ইহার।

কাঞ্চী। শাস্ত্র কি জান? গ্রন্থ ঘাঁট। যত ঘাঁটবে, ততই জড়াবে। মীমাংসা—মনে, সরল বিশ্বাসে।

লক্ষ্মণ। হে মহাপুরুষ! বহুদিন আপনার শ্রীমুখের কথা শুনিনি। অনেক দিন পরে যদি আপনার দর্শন পেলেম, অনুগ্রহপূর্ব্বক আজ আমার গৃহে অতিথি হ'ন, আমি বৈষ্ণবের সেবা ক'রে ধন্য হই।

কাঞ্চী। বেশ. ধন্য তুমিও হও, আমিও হই। যখন তোমার আট বছর বয়স, তখন পথে তোমার সঙ্গে দেখা—বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে পরম যত্নে অমৃত খাওয়ালে. তার আস্বাদ এখনো ভুলিনি। পাগল ব'লে সবাই দূর-ছাই করে, তুমিই ডেকে ডেকে নিয়ে যাও। তোমার নিমন্ত্রণ কি অগ্রাহ্য করতে পারি? এখনি যাবে? না, দেরী আছে?

লক্ষ্মণ। আমি গুরুদেবের আদেশে একবার রাজবাড়ীতে যাচ্ছি, আপনি আমার গৃহে গিয়ে অপেক্ষা করুন, আমি এখনি আসছি।

কাঞ্চী। হাঁ হাঁ, যাদবপ্রকাশ আজ পরের ঘাড়ের ভূত নিজের ঘাড়ে চেলে নেবে, শুনেছি বটে শুনেছি বটে। তা যাও, ভুতুড়ে কাণ্ড একবার দেখে এস। ভূত হ'য়ে ভূত ছাড়াতে যায়, আবার বলে "সব মায়া"!

লক্ষ্মণ। বলতে পারেন এ মায়ার হাত হ'তে কি ক'রে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়?

কাঞ্চী। দরকার কি? তোমার শাস্ত্র বলে তো "বিচার কর"? এ মায়া, ও মায়া, সে মায়া—বিচার কর। পরে মায়াকে মায়া বোধ

হ'লে পরম জ্ঞান লাভ কর। জ্ঞান কি ? না, ব্রহ্মকে জানা। তা বিচার করতে করতে শেষে না এগিয়ে, শেষ থেকে ধ'রে বিচারের শেষ কর না ?

লক্ষ্মণ। কিরূপ ?

কাঞ্চী। মায়া বাদ দিয়ে "ব্রহ্ম" "ব্রহ্ম" না ক'রে সোজা কথায় বল না, মায়াও তোমার, তুমিও তোমার। অত যোগ বিয়োগে আবশ্যক কি ? মায়া তো স্ত্রী পুত্র পরিজন ? তা 'আমার' স্ত্রী 'আমার' পুত্র না ব'লে—ধ'রে নিলেই ত হয় 'তাঁরই' স্ত্রী 'তাঁরই' পুত্র। তাদের সেবা করছি, তাতে তাঁরই সেবা করছি।

লক্ষ্মণ। সত্য, এই তো শান্তিলাভের সহজ পন্থা ! তবে শাস্ত্রপাঠে কেবল সন্দেহের বৃদ্ধি করি কেন ?

কাঞ্চী। ঘুরে এস, সন্দেহ কি একদিনে যায় রে ভাই ? তুমি আমি চেষ্টা করলে কি হবে ? বরদরাজকে জানাও, তিনিই সন্দেহ দূর ক'রে দেবেন। যাও, ঘুরে এস। কে জানে কি হতে কি হয়, যাও ঘুরে এস। আমি তোমার বাড়ীতেই যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কাঞ্চী—রাজপ্রাসাদ

কাঞ্চীরাজ ও মহারাণী

রাণী। মহারাজ ! নিষ্ঠুর আদেশ কর প্রত্যাহার।
দেখেছি স্বপনে—স্মরণেও কণ্টকিত কায় !
জাগ্রত বরদমূর্ত্তি—

নারায়ণ শৈল-কলেবরে,
নিগ্রহে তাঁহার বংশনাশ হইবে নিশ্চয় !
হে ধীমান্—দেখহ প্রমাণ,
যেই দিন করিলে সংকল্প
করি' দূর বরদবিগ্রহ
শিবমূর্ত্তি করিবে স্থাপন,
অভিভূতা দুহিতা আমার
জ্ঞানহারা উন্মাদিনী রাক্ষস প্রভাবে !
সূচনায় বুঝ সর্ব্বনাশ,
সময় থাকিতে কর বিহিত ইহার ;
দেহ আজ্ঞা, রহুন বরদমূর্ত্তি আছেন যেমন,
ভিন্ন সুবর্ণ মন্দিরে
শঙ্কর-বিগ্রহ নাথ করহ স্থাপন।

রাজা। রাণি ! শুনি অসঙ্গত বাণী তব মুখে
মনে হয়—নহে তনয়ার,
বিলুপ্ত তোমারো জ্ঞান রাক্ষসী মায়ায়।
নহে হেন হীন বুদ্ধি
কেন আজি হইবে তোমার !
আমি শঙ্করের দাস, বিষ্ণু নাহি জানি,
গুরুবাক্যে সঙ্কল্প করেছি দৃঢ়,
হীনচেতা দ্বৈতবাদী করিব উচ্ছেদ,
বিগ্রহ তাদের মম রাজ্যে স্থান না পাইবে কভু।
ইথে যদি বংশনাশ হয়, নাহিক উপায় ;
কিন্তু স্থির জেনো রাণি,

অমূলক আশঙ্কা তোমার !
এখনি দেখিবে কন্যা মুক্ত হবে,
রাক্ষস পলাবে দূরে।
গুরু মোর শক্তির আকর,
শিব স্বপ্রকাশ নিত্য মুক্ত দেহে যাঁর !

রাণী। কিন্তু যদি গুরুর প্রভাবে
কন্যা মম মুক্তি নাহি পায় !
দেখ, নামমাত্র উচ্চারণে যাঁর
পলাবে রাক্ষস, আছিল ধারণা—
ব্যর্থ তাহা নাহি জানি কি কুহকে আজি !
তাই কাঁদে জননীর প্রাণ,
তাই গুরুবাক্যে হই সন্দিহান,
তাই পুনঃ পুনঃ কহিছে তোমায়
হিতাহিত না করি গণনা,
জননীর সরল অন্তর-ভাষ।

রাজা। চিন্তা ত্যজ, দেখহ কৌতুক,
সন্দেহ ভঞ্জন এখনি হইবে তব।

সশিষ্য যাদবপ্রকাশ ও নাগরিকগণের প্রবেশ

আসুন, আসুন, আমার পরম সৌভাগ্য, রাজগৃহে আপনার পদার্পণ হ'ল।

যাদব। উত্তম সুযোগ ! আজ শঙ্করোৎসব। তৎপূর্ব্বে রাজকুমারীকে নিরাময় ক'রে উৎসবের আনন্দ শতগুণে বর্দ্ধিত ক'রব। আজ নগরবাসীরা প্রত্যক্ষ করুক শঙ্করের কি মহিমা !

রাজা। আপনি সাক্ষাৎ শঙ্কর !

শিষ্যগণ। জয় নরকলেবরে সাক্ষাৎ শঙ্কর শ্রীগুরু মহারাজের জয় !!

যাদব। রাজন্! রাজকুমারীকে এখানে আনয়ন করতে আদেশ কর। মহারাণি, বিষণ্ণ কেন? এখনি কন্যা পূর্ব্ববৎ হবেন, ভয় কি মা?

রাণী। আপনার শ্রীচরণ ভরসা।

রাজা। রাণি, রাজকন্যাকে আনয়ন কর।

[রাণীর প্রস্থান।

১ম নাগ। ভূতে-পাওয়া মেয়ে আসছে, পালাব নাকি?

২য় নাগ। নাহে না, ভয় কি, আমাকে ধারণ ক'রে থাক। এই দেখছ ব্রহ্ম-মাদুলী, এতৎ প্রভাবে ভূতপ্রেত দৈত্যাদির প্রভাব একেবারেই নিষ্প্রভ হয়ে যাবে! এ মাদুলীর ইতিহাস জান? আমার জননী যখন ভূতগ্রস্তা হন—

৩য় নাগ। নইলে তোমার মত সন্তান তাঁর গর্ভে জন্মায়!

২য় নাগ। থাম থাম বেল্লিক! এই ব্রহ্ম মাদুলীর প্রভাবে—

৩য় নাগ। তোমার ন্যায় প্রেতের উদ্ভব!

২য় নাগ। থাম থাম বেল্লিক! এখনি এই ব্রহ্ম-মাদুলীর আঘাতে—

৩য় নাগ। থাক্, আর বিদ্যাপ্রকাশে কাজ নেই।

রাণী, রাজকুমারী ও সহচরীগণের প্রবেশ

রাজকু। আমায় এখানে নিয়ে এলে কেন? এখানে নিয়ে এলে কেন? আমি কোলাহল ভালবাসি না,—তাকি জান না?

রাণী। স্থির হও মা, স্থির হও। হায় হায়, আমার সোণার মেয়ে কেন এমন হ'ল।

রাজকু। কান্না নেই, হাসি নেই, সুখ নেই, দুঃখ নেই, আছি অথচ নেই, বিরোধী ভাব,—সম্ভব কি না কে জানে!

১ম নাগ। ঠাকুরদা, ব্রহ্ম-মাদুলী ভাল ক'রে বাগিয়ে ধর। ভূতে পাওয়া কথা শুনছ? বুকের ভিতর যে কাঁপুনী ধরছে।

২য় নাগ। ভয় কি? আমাকে ধারণ ক'রে থাক। কোন আশঙ্কা নাই।

রাজকু। সবই যদি সেই, তবে একের মুক্তিতে সকলের মুক্তি হয় না কেন? কেন আমি এখানে? কি প্রপঞ্চ? সাপও ছিল, দড়ীও ছিল, নইলে কিসের বিভ্রম? মাথা না থাকলে কি মাথার ব্যথা হয়? মাথাও আছে, ব্যথাও আছে, সাপও আছে, দড়ীও আছে, আমিও আছি, সেও আছে, কখনও এক, কখনও দুই। হাঃ হাঃ হাঃ!

১ম নাগ। দাদা, সরে এস সরে এস, তোমায় ভাল ক'রে ধারণ করি। ব্রহ্মদত্যির হাসি দেখছ?

২য় নাগ। ভায়া এস, পরস্পর ধারণ করি, আমিও বুঝি আর বেগ ধারণ করতে পারিনি।

৩য় নাগ। বড় আস্থা ক'রে যে মাদুলী দেখাচ্ছিলে? এখন কাঁপছ কেন?

যাদব। আরে দুর্বৃত্ত রাক্ষস, এখনি রাজকুমারীকে পরিত্যাগ ক'রে স্বস্থানে গমন কর্!

রাজকু। হাঃ হাঃ! স্থান কোথা? স্থান কোথা? পণ্ডিত হ'য়ে মূর্খের ন্যায় কথা! আমি ব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্ম, যাবেই বা কে, থাকবেই বা কে? নিত্য মুক্ত যে, তার আবার মুক্তি কেন? হাঃ হাঃ! কি ধাঁধা কি ধাঁধা!

যাদব। ও সব বাচালতার স্থান এ নয়। এই মন্ত্রঃপূত জল সেচন ক'রে পুনরায় আদেশ করছি—দূরমপসর!

রাজকু। ওহে নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্ম, আমায় দূরীভূত করবার চেষ্টা না

ক'রে নিজে দূরীভূত হ'লেই ভাল হয়। তুমিও যা, আমিও তা, ভিন্ন আকারে বইতো নয়।

যাদব। কি, এত বড় স্পর্দ্ধা! তুই সামান্য ব্রহ্মরাক্ষস, আর আমি যাদবপ্রকাশ—আমার সম্মুখে এ সকল কথা উচ্চারণ করতে তোর সাহস হ'চ্ছে?

রাজকু। হে ব্রহ্ম, অত কুপিত কেন? এই দেখ তোমার মন্ত্রশক্তি পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ। অধিক শ্রমে নিজেই ক্লান্ত হয়ে পড়বে।

রাজা। (স্বগতঃ) একি অসম্ভব ব্যাপার! গুরুদেবের মন্ত্র হীনশক্তি।

রাণী। রাজন্!

রাজা। স্থির হও রাণি! বিচলিত চিত,
বুঝিতে না পারি কি প্রপঞ্চ এই!

যাদব। স্পর্দ্ধা তোর দেখি চলে সীমা অতিক্রমি'।
সদাচারী নিষ্ঠাবান্ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ
আশৈশব ব্রহ্ম উপাসনা,
ধ্যান জ্ঞান ব্রহ্মমাত্র সার,
আমি ব্রহ্ম—স্বরূপ তাঁহার,
নিত্য সত্য নিত্যমুক্ত অনন্ত আধার,
বিশ্ব লয় বিশ্বের উদ্ভব
পুনঃপুনঃ হয় যাহারে আশ্রয় করি',
জ্ঞাতৃ জ্ঞেয় একাধারে প্রকট যাহায়,
সিদ্ধ মন্ত্র করিয়া প্রয়োগ,
আকর্ষণ করি তোরে হীনচেতা রাক্ষস অধম
পুনঃপুনঃ অবহেলা করিস্ আমায়?
আরে মূঢ়! নাহি জান,

স্বর্য্যোদয়ে হয় যথা তিমির বিনাশ,
তেমনি করিব ধ্বংস তোরে।
ত্যজ স্থান বিলম্ব না কর,
স্থির জেনো—আজি নাহিক নিস্তার তোর।

রাজকু। কাণা কাণাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়! বলে, "আমার সঙ্গে এস ঠিক নিয়ে যাব", শেষে দু' জনেই খানায় পড়ে। ওহে অধ্যাপক, তোমারও আজ সেই দশা। আমায় তাড়াতে এসেছ, নিজের খবর রাখ কি? তুমিই ব্রহ্মের স্বরূপ, আমিই কি ফেল্‌না? নিজেকে যদি ভাল ক'রে চিনতে, আমাকে তাড়াতে আস্‌তে না। তোমার মন্ত্রশক্তি আমার অবিদিত নেই। আমায় তো তাড়াতে এসেছ, কিন্তু বল দেখি আমি পূর্ব্বে কি ছিলেম?

যাদব। (স্বগতঃ) অসম্বন্ধ শাস্ত্রবাক্য কহিছে রাক্ষস!
বিস্মিত করেছে মোরে।

(প্রকাশ্যে) উত্তম, তুমিই না হয় বল পূর্ব্বজন্মে তুমিই বা কি ছিলে, আর আমিই বা কি ছিলাম?

রাজকু। একান্তই শুনবে? বেশ। শোন—পূর্ব্বজন্মে তুমি ছিলে গো-সাপ।

সকলে। সে কি! সে কি!

১ম নাগ। (স্বগত) ও বাবা, শুধু সাপ নয়—গোরু আর সাপ—এক সঙ্গে দুই!

যাদব। বেশ, তুমি কি ছিলে?

রাজকু। আমি ছিলেম ব্রাহ্মণ, যজ্ঞের ক্রটী হওয়ায় ব্রহ্মদৈত্য-যোনি প্রাপ্ত হয়েছি। আর তুমি এক বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করেছিলে ব'লে এ জন্মে ব্রাহ্মণ হয়েছ।

যাদব। তাহ'লে তো দেখছি তুমি সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মদৈত্য। তবে আমাদের আর ক্লেশ দিচ্ছ কেন? তুমিই বল না, কি করলে তুমি রাজকুমারীকে পরিত্যাগ কর্‌বে?

রাজকু। মূর্খের সঙ্গ অসহনীয়; তুমি মূর্খ, তোমার সহিত বাদানুবাদ করা অপেক্ষা আমার চলে যাওয়াই মঙ্গল। শোন মূর্খ, তোমার ঐ শিষ্য, পরম ভাগবত, পরম বৈষ্ণব, পরম ভক্ত লক্ষ্মণ যদি আমার মস্তকে পদস্পর্শ করে, তাহ'লে আমি মুক্ত হ'য়ে আনন্দধামে গমন করি। আমার কর্ম্মফল শেষ হয়েছে, আজ আমার মুক্তির দিন।

রাজা। গুরুদেব কি অনুমতি করেন?

যাদব। ও—তাহ'লে তুমি শুধু রাক্ষস নও, তুমি বৈষ্ণব রাক্ষস!

অম্বর। ও বৈষ্ণবও যা রাক্ষসও তা—একই কথা!

যাদব। ওহে লক্ষ্মণ, তুমি তো কাঞ্চীপূর্ণ প্রভৃতি বৈষ্ণবের সাহচর্য্যে আমার শিষ্য হ'য়েও গোপনে গোপনে একজন পরম বৈষ্ণব হয়ে দাঁড়িয়েছ শুনতে পাই। এ তোমার স্বজাতীয় রাক্ষস, তুমিই একবার রাজকুমারীর মস্তকে পদার্পণ করে দেখ রাক্ষস অপসারিত হয় কিনা! তোমার বৈষ্ণবমাহাত্ম্য একবার জনসাধারণে দেখিয়ে দাও। ভাল, আজ হ'তে অদ্বৈতভূমি কাঞ্চী দ্বৈতবাদীর পীঠস্থান হ'ক্! কি বলহে নাগরিকগণ?

১ম নাগ। আমরা শিবোঽহং, আমরা বৈষ্ণব মানিনা।

অম্বর। গুরুদেবের পদরেণুতে ব্রহ্মরাক্ষস পরাস্ত হ'ল না, লক্ষ্মণের ওরূপ গোষ্পদে দূরীভূত হবে? প্রগল্‌ভতা!

যাদব। (স্বগতঃ) যেখানে আমি পরাজিত, সেখানে বালক লক্ষ্মণ কি করবে? একসঙ্গে ব্রহ্মরাক্ষসকে ও লক্ষ্মণকে অপদস্থ করার উত্তম সুযোগ! (প্রকাশ্যে) বেশ বেশ, ওহে লক্ষ্মণ, এদিকে এস, রাজকুমারীর

মস্তকে পদপ্রদান কর। তোমার বৈষ্ণব মাহাত্ম্য একবার দেখিয়ে দাও।

লক্ষ্মণ। গুরুদেব, আপনি বিদ্যমানে—

অম্বর। (অপরের প্রতি) বিনয়ের ভান দেখছ ?

শৌম্বী। (জনান্তিকে) যদি লক্ষ্মণ মাথায় পা দিলে ভূত ছাড়ে, তো আমি নিজের পদদ্বয় কেটে ফেলব।

যাদব। আমি অনুমতি প্রদান করছি, তুমি চিন্তিত কেন ?

লক্ষ্মণ। হে গুরু, শ্রীচরণ করিয়া স্মরণ,
উদ্যত এ দাস, আজ্ঞা তব করিতে পালন।—
নারায়ণ নিত্য নিরঞ্জন !
দীন ব্রাহ্মণ-নন্দন সকাতরে ডাকে হে তোমায়,
করুণায় এস দেব হৃদ্‌পদ্মে মোর,
দাও শক্তি শক্তিময় শক্তির আকর !
উদ্বোধিত কর মোরে তব শক্তি দানে।
পিতা মোর আছিলেন পরম বৈষ্ণব,
তাঁহার ঔরসে জন্ম করিয়া গ্রহণ
বৈষ্ণবের মহাশক্তি
যেন ক্ষুণ্ণ নাহি হয় আমা হ'তে ;
রেখো হে বংশের মান,
অখিলের মানের নিদান,
দেখো রেখো অকৃতি অধমে।
তব নাম করি' উচ্চারণ
পদরেণু করি হে প্রদান—
মুক্ত কর ভূতগ্রস্তা রাজার কুমারী,

মুক্ত কর ব্রহ্মদৈত্যে মহাপাশ হ'তে,
পরিহরি' ইন্দ্রিয়ের অগোচর রাক্ষসীয় দেহ,
যেন মহাশান্তি করে লাভ তোমার প্রসাদে! (পদস্পর্শ)

রাজকু। মা, মা! (মূর্চ্ছা)

(অলক্ষ্যে) ব্রহ্মরাক্ষস। হে লক্ষ্মণ, তুমিই ধন্য! তোমার প্রসাদে আজ আমি মুক্ত, তোমার পুণ্যে আমি রাজকুমারীকে পরিত্যাগ করে বৈকুণ্ঠ ধামে চল্লেম। হে রাজন্! বৈষ্ণব-বিদ্বেষ পরিত্যাগ কর। শ্রীবরদরাজের মূর্ত্তি স্থানচ্যুত কোরোনা। জেনো হরি-হর অভেদ—ভেদবুদ্ধি নাশের কারণ।

নাগরিকগণ। কোথা হ'তে কে কথা কয়হে দেখ দেখ, কোন্ দিকে? কোন্ দিকে?

অম্বর। কি ভেল্‌কী দেখালে বলতো হে?

রাণী। মা মা, ওঠ!

রাজা। একি দৈববাণী? গুরুদেব, আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। কি ক'র্‌ব আদেশ করুন।

১ম নাগ। না না বরদরাজের মূর্ত্তি থাক্; মহারাজ, বিশ্বনাথের স্বতন্ত্র মন্দির নির্ম্মাণ করুন।

রাণী। হে রাজন্! স্বপ্ন মোর করহ স্মরণ,
চাহ যদি পুত্রের কল্যাণ,
পুনঃপুনঃ পদে ধরি' করি অনুরোধ,
প্রত্যাহার করহ আদেশ।

রাজকু। আমি কোথায়? কোথায়? মা মা, এতদিন কোথায় ছিলে, তোমাদের দেখিনি কেন?

রাজা। (লক্ষ্মণের প্রতি) হে ব্রাহ্মণ, আমার পরম সৌভাগ্য যে

আমার রাজ্যে তোমার বাস! তোমার পিতা আম্মুরী কেশবাচার্য্য পরম নিষ্ঠাবান্ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। লোকে এই নিমিত্ত তাঁকে "শতক্রতু" বল্‌ত। তুমি তাঁর উপযুক্ত সন্তান। তোমার আশ্চর্য্য প্রভাব! তুমি আমাদের সকলকেই চমৎকৃত করেছ। তোমারই কৃপায় আমার কন্যা ব্রহ্মরাক্ষস হ'তে মুক্ত। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলেম যে আমার কন্যাকে মুক্ত কর্‌তে পারবে তাকে সহস্র সুবর্ণ প্রদান কর্‌ব। আমার প্রতিশ্রুত স্বর্ণ আজ তোমার চরণে প্রদান করছি, তুমি গ্রহণ ক'রে আমায় চরিতার্থ কর।

লক্ষ্মণ। নরেশ, আমি দীন ব্রাহ্মণ; সুবর্ণে আমার কি প্রয়োজন? আমার শক্তি কি বলছেন? শক্তি গুরুদেবের, আমি উপলক্ষ্য মাত্র।

রাণী। না ব্রাহ্মণ, আমরা উভয়েই প্রতিজ্ঞা করেছিলেম; এই কাঞ্চন গ্রহণ ক'রে আমাদের উভয়কে ঋণমুক্ত করুন।—মা, এই ব্রাহ্মণকে প্রণাম কর, যাঁর কৃপায় তুমি রোগমুক্ত।

লক্ষ্মণ। (সুবর্ণ থালা লইয়া) হে গুরু, হে কল্পতরু, আপনারই আশীর্ব্বাদে আমি আজ রাক্ষসবিজয়ী। এ কাঞ্চনের অধিকারী আমি নই, গুরুদক্ষিণার স্বরূপ এই সুবর্ণ আপনার চরণে অঞ্জলি প্রদান করছি গ্রহণ করুন।

সকলে। সাধু লক্ষ্মণ, সাধু লক্ষ্মণ!

২য় নাগ। আমরাও তো ব্রাহ্মণ এখানে রয়েছি, আমাদের দিলে কি হাতে আগুন লাগত!

যাদব। লক্ষ্মণ, তুমি আমার উপযুক্ত শিষ্য, তোমার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হয়েছি।

(স্বগতঃ) হলাহল—হলাহল চারিধারে!

হলাহলে জর্জ্জরিত প্রাণ,

অপমান কেমনে বা সহি,
দহি দহি, তুষানলে দগ্ধ হৃদিতন্ত্রী মোর
প্রতি শ্বাসক্ষেপে হয় ধূম উদ্গীরিত,
পরাজিত ক্ষুদ্র বালকের কাছে !
মৃত্যু শ্রেয়ঃ ইহা হ'তে !
আজি দেখি পণ্ড হয় সব।
জীবনের কঠোর সাধনা আজীবন শাস্ত্র আলোচনা
দ্বৈতবাদী উচ্ছেদ কারণ—
সে সঙ্কল্প ব্যর্থ আজি মোর।
প্রতিরোধ কি করি ইহার !

(প্রকাশ্যে) মহারাজ ! আমি এখন বিদায় গ্রহণ করলেম। আশীর্ব্বাদ করি তোমার মঙ্গল হ'ক্। এস শিষ্যগণ, এস লক্ষ্মণ !

[সশিষ্য প্রস্থান।

অম্বর। (জনান্তিকে) কাঞ্চনের থালা !

শৌম্বী। লয়ে চল, লয়ে চল, গুরুর সমৃদ্ধিতে শিষ্যের সমৃদ্ধি, কাঞ্চনে অবহেলা অকর্ত্তব্য। লয়ে চল।

[কাঞ্চনের থালা লইয়া প্রস্থান।

রাজা। রাণি, তোমার কথাই রাখব। আমি এখনি আদেশ প্রচার করছি বরদরাজমূর্ত্তি স্থানান্তর করবার আবশ্যক নাই, ভিন্ন মন্দিরে শ্রীশঙ্করের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা ক'রব। প্রজাবর্গ, তোমরা আনন্দ কর—আজ রাজগৃহে তোমাদের সকলের নিমন্ত্রণ।

[প্রস্থান।

সকলে। জয় মহারাজের জয় ! জয় মহারাজের জয় !

২য় নাগ। দেখলে, ব্রহ্ম-মাদুলীর প্রভাব দেখলে? রাজবাটীতে ফলাহার!

১ম নাগ। শেষটা বেগ ধারণ করতে পারলে হয়!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

শ্রীরঙ্গপত্তন—মঠ

যামুনাচার্য্য, মহাপূর্ণ, গোষ্ঠীপূর্ণ, মাল্যধর ও বররঙ্গ।

(গীত)

শিষ্যগণ।—

শ্বেতাম্বর পরিহিত শ্বেত মাল্যধর, শ্বেত চন্দন চর্চ্চিত কায়!
জয় গুরু নর নারায়ণ।
গর্জ্জে ক্ষুব্ধ সাগর ফেনিল নীল তরঙ্গ ভঙ্গে,
ঘোর ঘন ঘটা আঁধারে আবরি দিশা ভীষণ রঙ্গে;
হুঙ্কারি বহে পবন মত্ত ত্রাসিত ভীত চিত্ত বিহীন উপায়।
এ ঘোর বিপদে তারণ শ্রীগুরু চরণ,
ভবাব্ধি পার যাঁহার কৃপায়—
জয় গুরু নর নারায়ণ॥

যামুন। বররঙ্গ, আজ কি তিথি?

বর। কৃষ্ণাষ্টমী।

যামুন। আগামী পূর্ণিমায় শ্রীরঙ্গনাথের মহা উৎসবের আয়োজন

কর। পরম শুভদিন আগত। আনন্দ—আনন্দ! আনন্দসাগরের গভীর কল্লোল বহুদূর হ'তে নিয়ত কর্ণে সুধাবর্ষণ করছে। তোমরা বিষণ্ণ কেন?

মহা। গুরুদেব, উত্তরোত্তর আপনার পীড়া বৃদ্ধি হওয়ায় আমরা সকলেই কাতর। দেখুন—গোষ্ঠীপূর্ণ, মাল্যধর, বররঙ্গ নির্ব্বাক্‌। সকলেই ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা করছে। আমরা আপনাকেই অবলম্বন ক'রে জীবিত আছি, আপনি আমাদের প্রাণ, আপনি নিরাময় না হলে আমাদের জীবনই বৃথা।

যামুন। বৎসগণ, আমি তোমাদের মনোভাব জানি। আমি তোমাদের অবলম্বন কি বলছ, তোমরাই আমার অবলম্বন। তোমাদের সাহায্যেই আমি শৈবপ্রধান দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণবধর্ম্মকে সঞ্জীবিত রাখতে পেরেছি। তোমাদের কল্পনা, আমি দেহত্যাগ করলে তোমরা আত্মহত্যা করবে। কিন্তু না, আমার বাক্য শোন। দেহ ক্ষণস্থায়ী, এর নাশই প্রকৃতির ধর্ম্ম। যতদিন দেহধারী আত্মার কার্য্য থাকে, ততদিন দেহীর দেহ বিনষ্ট হয় না। কার্য্যের অবসানেই মৃত্যু। আমার কার্য্য শেষ হয়েছে, সুতরাং আমার জন্য তোমরা আক্ষেপ কোরোনা। স্বেচ্ছায় আত্মপ্রাণ নাশের বাসনা পরিত্যাগ কর।

মাল্য। গুরুদেব, আপনি ত্রিকালজ্ঞ, জ্ঞানভক্তিময় বিগ্রহ, মহাসত্য; আপনার অপরিজ্ঞাত কি আছে? আমাদিগের সকলেরই মনোভাব আপনি ব্যক্ত করলেন। আপনার বিরহে আমাদের বেঁচে থাকা, সেও তো মৃত্যুর নামান্তর।

যামুন। না বৎস, যতদিন জীবিত থাকবে, মৃত্যুচিন্তা রহিত হয়েই জীবিত থাকবে, মৃত্যুর চিন্তাও মহাপাপ। যেরূপ পুষ্পের সার মধু, গাভীর সার ঘৃত, সেইরূপ ত্রিলোকের সার নারায়ণ। এই মহাবাক্য

সর্ব্বদা স্মরণ রেখো, সর্ব্বদা এই নারায়ণের শ্রীমূর্ত্তির সেবা কোরো, তাহ্'লেই জীবন অমৃতময় হবে।

বর। গুরুদেব, শ্রীমন্নারায়ণ বাক্যমনের অতীত, কিরূপে তাঁর সেবা করতে হয়?

যামুন। বৎস, ভক্তের সেবা করলেই ভগবানের সেবা করা হয়। ভক্তের জাতিকুল নাই তিনি ঈশ্বরের দৃশ্যমান বিগ্রহ। তোমরা সকলে চণ্ডালকুলোদ্ভব তিরুপ্পান আলোয়ারের অর্চ্চামূর্ত্তির সেবা কোরো, তাতেই নারায়ণের সেবা হবে। শ্রেষ্ঠ ভক্তগণ নিষ্ঠাভক্তিসহকারে নিরন্তর নারায়ণ ও তদীয় ভক্তগণের অর্চ্চামূর্ত্তির সেবা করে থাকেন। আমি পূর্ব্বেই বলেছি সুদিন আগত। এই সেবার মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য ভগবান্ নিজেই দাস হ'য়ে নিজের সেবা করেন

মহা। আমাদের সকলেরই আশঙ্কা আপনার সঙ্গে এই বৈষ্ণবের একনিষ্ঠ ভক্তি তিরোহিত হবে।

যামুন। যা নিত্য, তা কখনও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। আমার দেহ যাবে, কিন্তু আমার প্রাণ কাঞ্চীপূর্ণ, গোষ্ঠীপূর্ণ, মাল্যধর, মহাপূর্ণ ও বররঙ্গ এই পাঁচজনকে আশ্রয় ক'রে নিত্য এখানে অবস্থান করবে। আমি তোমাদের এই পাঁচজনকে এক মহাকার্য্যের ভার অর্পণ ক'রে আনন্দধামে গমন করব। এখনও পূর্ণিমার বিলম্ব আছে, ইতিমধ্যে মহাপূর্ণ, তুমি কাঞ্চীনগরীতে গমন কর। সেখানে কেশবাচার্য্যের পুত্র লক্ষ্মণের সহিত সাক্ষাৎ ক'রে আমার রচিত কতিপয় শ্লোক তাকে শ্রবণ করিও। তাকে দেখবার জন্য প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে।

মাল্য। গুরুদেব, একবারতো শ্রীবরদরাজ-মন্দিরে আপনি লক্ষ্মণকে দেখেছিলেন, কিন্তু তার সঙ্গে তো বাক্যালাপ করেন নি।

যামুন। তখন সময় হয়নি; আমি তাকে দেখেছিলেম, সেও আমায়

দেখেছিল। সে জানত না যে কে আমি, কিন্তু তার সেই দৃষ্টি এখনও আমার হৃদয়ে অঙ্কিত। আমি দেখেছিলেম তার সেই দৃষ্টির অন্তরালে এই বিশ্বের বেদনা নিহিত আছে। আমি মৃত্যুর পূর্ব্বে আর একবার তাকে দেখতে চাই।

মহা। গুরুদেব, পদধূলি দিন, আমি এখনি আপনার আদেশ পালনে গমন করলেম।

যামুন। বৎস, আশীর্ব্বাদ করি তুমি সফলকাম হও। লক্ষ্মণকে আমার শ্লোক শুনিও, কিন্তু তাকে আসবার জন্য অনুরোধ কোরোনা।

মহা। গুরুদেব, আপনার মনোভাব আমি বুঝেছি। আমি চল্লেম।

[মহাপূর্ণের প্রস্থান।

যামুন। বৎসগণ, আজ হ'তে আগামী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত নিয়ত ভগবানের নাম কীর্ত্তনের ব্যবস্থা কর। তোমরা পরে বুঝবে, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের অতি সুসময় উপস্থিত। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি এই দাক্ষিণাত্য হ'তে যে আনন্দধারা প্রবাহিত হবে, সে ধারা একদিন সুদূর বঙ্গে মহাসমুদ্রে পরিণত হবে। তাতে বঙ্গের কল্যাণ, ভারতের কল্যাণ, বিশ্বের কল্যাণ। আমার পরম আনন্দ—এই অশেষ কল্যাণের সূচনা আমাদের জন্মভূমি দাক্ষিণাত্যে।

পঞ্চম দৃশ্য

যাদবপ্রকাশের বাটী

যাদব। হত্যা!—কিবা দোষ তাহে?
জীবন মরণ, মাত্র মায়ার সৃজন;
অজ্ঞ জীব ত্রাসে ভাসে, শিহরে মরণ শুনি',

জ্ঞানী হেরে—মৃত্যু শুধু অবস্থার ভেদ।
পঞ্চভূতে গঠিত এ দেহ,
পান্থবাস সম
অবিনশ্বর এ আত্মার ক্ষণেকের বিশ্রাম-আগার;
কিবা পাপ, যদি ধ্বংস করি তারে,
মহা ইষ্ট করিতে সাধন!
বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ করিব প্রচার
জগতের কল্যাণ সাধন হেতু,
অন্তরায় তাহে বালক লক্ষ্মণ।
ক্ষুদ্র বীজ—বিষবৃক্ষের উদ্ভব কারণ—
শ্রেয় তার উচ্ছেদ বিধান।

অম্বর ও শৌম্বীর প্রবেশ

অম্বর। গুরুদেব আমাদের স্মরণ করেছিলেন?

যাদব। হাঁ, তবে এই সংকল্পই স্থির?

অম্বর। আমরা চিরদিনই গুরুভক্ত; আপনার আদেশ আমাদের বেদবাক্য।

যাদব। স্বদেশে হবেনা, তাই ব্যবস্থা করেছি গঙ্গাস্নানে যাত্রা ক'রব। লক্ষ্মণকে সঙ্গে নেব। লক্ষ্মণকে মুখে খুব আত্মীয়তা দেখিয়ে বশীভূত করেছি। আমাদের সঙ্গে যেতে সে সম্মত হয়েছে। পথে গোণ্ডারণ্যে রাত্রিকালে তাকে হত্যা ক'রব। তোমরা দু'জন আমার অতি বিশ্বাসী শিষ্য। তোমাদের নিকট মনোভাব ব্যক্ত করেছি, তোমাদের সাহায্য নিতান্ত প্রয়োজন। সাবধান, অপর শিষ্যবর্গকে বিন্দুমাত্রও জানতে দিওনা।

শৌম্বী। গুরুদেব আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন্। আপনি যদি অনুমতি

করেন, আমিই লক্ষ্মণকে স্বহস্তে বধ করি। সেদিন রাজগৃহে আপনার অপমান দেখে তখনি মনে হচ্ছিল লক্ষ্মণের গলা টিপে ধরি!

যাদব। বেশ বেশ, তোমার উৎসাহে আমি পরম আনন্দিত হলেম। অধিক উত্তেজিত হ'য়োনা। এখানে নয়—লোকে জানবে, নিন্দা হবে—রাজদণ্ডেরও ভয় আছে। পথে—অরণ্যে—রাত্রিকালে—কেউ সন্দেহ করবেনা—কেবল আমি আর তোমরা দুইজন খণ্ড খণ্ড ক'রে দেহ মাটীতে পুঁতে রাখলেই চলবে—রটিয়ে দেব হিংস্র পশুতে বধ করেছে।

অম্বর। যাত্রার দিন কবে?

যাদব। আজই। আমি লক্ষ্মণকে প্রস্তুত হতে আদেশ করেছি। দুর্ব্বৃত্ত, দাম্ভিক, গুরুদ্রোহী, বারবার আমায় অপমানিত করেছে! শিষ্যবর্গের সমক্ষে, রাজার সমক্ষে, নগরবাসীর সমক্ষে আমার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করেছে! আমি শঙ্করকেও গ্রাহ্য করি না—তাঁর মত খণ্ডন করে নূতন ধারা আবিষ্কার করেছি—আমিই ভারতে অদ্বিতীয় আদর্শ মহাপুরুষ রূপে নরনারীর হৃদয়ে চিরকাল বিরাজ ক'রব! স্পর্দ্ধা তার—ক্ষুদ্র বালক হ'য়ে আমার এ মহা সাধনায় বাধা দেয়! তার বিনাশ ভিন্ন আমার প্রতিষ্ঠার আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

শৌম্বী। আজ্ঞে, তাকি আর বুঝিনি? সেইদিন হ'তে তো আমাদেরও অন্তরে আগুন জ্বলছে! আমরা তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ পাঠ করলেম, বেদান্তের চর্চ্চা করলেম, আপনার নিকট সর্ব্বশাস্ত্রে দীক্ষিত হলেম,—নরাধম আমাদেরই সম্মুখে আপনার ব্যাখ্যার খণ্ডন করে!

যাদব। গঙ্গাস্নানোপলক্ষে পথে হত্যা করবার আমার আর এক উদ্দেশ্য—ব্রহ্মহত্যাজনিত যে মহাপাপ হবে, গঙ্গাস্নানে সে পাপ ক্ষালন ক'রব, কেননা শাস্ত্রেই বলেছে গঙ্গা সর্ব্বকলুষনাশিনী।

অম্বর। শাস্ত্রের কি মহিমা! শাস্ত্রের কি মহিমা! ব্রহ্মহত্যা পাপ ব'লে নির্দ্দেশ করছে, আবার তার ক্ষালনেরও সুগম ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট রয়েছে!

শৌম্বী। বেল্লিক এমন শাস্ত্রের অর্থ বুঝলেনা, তার বিকৃত ব্যাখ্যা ক'রে নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই আহ্বান করলে! বলে "কপ্যাসং" কিনা "সূর্য্যের দ্বারা বিকসিত"! কং অর্থে জল, তা কি আমরাও জানিনা, না গুরুদেবও জানতেন না? কৈ, আমাদের ওরূপ ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্তিই হ'ল না, কারণ আমরা জানি গুরুবাক্য বেদবাক্য।

যাদব। সমস্ত শিষ্যকে প্রস্তুত হতে বল, আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই। চল, লক্ষ্মণকে তার বাটী হ'তে লয়ে যাই। কি জানি পাষণ্ডের যদি আবার দুর্ম্মতি হয়, যেতে না চায়!

অম্বর। একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা আমি সংগ্রহ করে রেখেছি; যাই, গোপনে বন্ধন করে লইগে।

যাদব। উত্তম, চল। [সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

লক্ষ্মণের বাটী

কান্তিমতী ও দ্যুতিমতী

দ্যুতি। তা দিদি, তুমি বউকে কিছু বল না কেন?

কান্তি। কি বলবো বোন্! তিনি গেলেন, সংসারে ভুগতে আমিই রইলেম। কিন্তু আমারই বা আর কদিন? আর ব'লে কেন লোকের মনে কষ্ট দিই? ছেলে মানুষ, একটু বড় হলেই নিজের ভাল বুঝবে।

এখন যা করে, মনে করি ছেলে-বুদ্ধি, আবদার করে—তাই কিছু বলিনি। আর বলতে কষ্টও হয়। পরের মেয়ে, মা বাপ ছেড়ে এখানে এসেছে; লক্ষ্মণ তো আমার পুঁথী নিয়েই থাকে, তার আদর যত্ন পায় না, তার উপর যদি আমি বকাবকি করি—আবাগী দাঁড়ায় কোথা?

দ্যুতি। না না, তোমার আস্কারা পেয়েই তো এই রকম হয়েছে। বেয়াড়া বৌ! তা ব'লে স্বামীর মুখের উপর উত্তর করবে? শাশুড়ীর ঠেস্ সইবে না? আমি এই তিন দিন এসেছি, দেখে দেখে আমিই জ্বালাতন হয়েছি।

কান্তি। যাক্ বোন্, আর ওসব কথায় কাজ নেই, আজ লক্ষ্মণ বাড়ী থেকে আসবে, আজ আর ওসব নিয়ে মন খারাপ ক'রে কাজ নেই।

দ্যুতি। তোমার কেমন স্বভাব, সবাইকে আস্কারা দাও। বৌ ঝগড়া করবে, তাকে কিছু বলবে না—সে পরের মেয়ে! ছেলে বায়না নিলে গঙ্গাস্নানে যাবে তাকে বারণ করবে না—মনে দুঃখ করবে! দুরূহ পথ, ছেলেমানুষ, তাকে যেতে দেওয়া কেন?

কান্তি। যে বংশে জন্মেছে, গুরুসেবা—গুরুর আদেশ পালনই তো তার কাজ! তোমার ভগ্নীপতিকে দেখনি, নিত্য যাগ যজ্ঞ, নিত্য পূজা, এই নিয়েই তো থাকতেন। আমি বছরে কদিন তাঁর চরণ দর্শন করতে পেতুম? সেই পরম যাজ্ঞিকের বংশে লক্ষ্মণ আমার জন্মেছে।

দ্যুতি। তা আর আমি জানিনি? অনেক বয়েস পর্য্যন্ত তোমার ছেলে হয়নি। তার পর আচার্য্য মশাই পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলেন, সেই যজ্ঞের ফলেই তো লক্ষ্মণকে কোলে পেলে। লক্ষ্মণ জন্মাবার একমাস পরেই তো আমার গোবিন্দ হ'ল। সে তো সে দিনের কথা—এখনও জ্বল্ জ্বল্ করছে।

কান্তি। যজ্ঞ ক'রে ছেলে, তাই তো কিছু বলিনি। যজ্ঞান্তে রাত্রে

তোমার ভগ্নীপতি স্বপ্ন দেখেন, যেন ভগবান তাঁকে ডেকে বলছেন—"আমিই তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ ক'রব।" আমার সেই ছেলে! ভূমিষ্ঠ হ'ল, দাদা এসে খড়ী পেতে দেখলেন সর্ব্ব-সুলক্ষণ পুত্র! বল্লেন, "কান্তিমতি! এই ছেলের কোন কাজে কখনও বাধা দিও না; এ ছেলে হ'তে বংশ পবিত্র হবে, এর নাম রেখো লক্ষ্মণ।" তিনিও কখনও কিছু লক্ষ্মণকে বলেন নি, আর আমি?—সে বল্লে গুরুর সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যাব—আর কি বারণ করতে পারি?

গোবিন্দের প্রবেশ

গোবিন্দ। কেন মা? দাদার সঙ্গে যে আমিও যাব। একা দাদাকে কি যেতে দিতে আছে? মা, তুমি আমায় অনুমতি দাও আমিও গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে আসি।

দ্যুতি। সেকি রে? তুইও এর মধ্যে ক্ষেপলি নাকি? এঃ—যাদবপ্রকাশ দেখ্ছিতো সকলকেই পাগল করেছে!

গোবিন্দ। না মা, ও ক্ষেপাক্ষেপি বুঝিনি, তুমি বল, আমি দাদার সঙ্গে যাই। মাসীমা, তোমার চুপ ক'রে থাক্‌লে হবে না, তুমি মাকে বল। তুমি দাদাকে তো বেশ যাবার জন্য অনুমতি দিলে, মা আমায় ছাড়তে চায় না কেন বল দেখি?

দ্যুতি। আর বাবা ছাড়তে চাইনি কখন বল্? মুখে যাই বলি, তুইও যখনি যা বায়না নিচ্ছিস্, তখনি তো তাই করছি। এই ছিলি দেশে—বায়না নিলি দাদার জন্যে মন কেমন করছে, দাদাকে দেখতে যাব। ঘর সংসারের কিছু গুছোতে দিলিনি, শালগ্রাম-শিলা পুরুত ঠাকুরের বাড়ী রেখে, গরু দুটো ছিদেম গয়লাকে দিয়ে পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে এলুম এখানে। আবার তিন দিন না যেতে বল্‌ছিস্ "যাব গঙ্গাস্নানে"! আমি জানিনি বাছা, তোদের যা মনে আছে তাই কর্।

গোবিন্দ। মাসীমা তুমি কথা কচ্ছনা যে? যাব আর আসব, কদিনই বা লাগবে? দুই ভাইয়েতে গল্পগুজব ক'রব, পথে কত কি দেখতে দেখতে দুই ভাইয়েতে যাব—সে ভাল, না দাদা যাবে আমি এখানে একা পড়ে থাকব? না মা, তোমার পায়ে পড়ি মা আমায় অনুমতি দাও মা।

দ্যুতি। তা দেখ্ তোর দাদা কি বলে? সে আবার তোকে সঙ্গে নেয়, তবে তো?

গোবিন্দ। সে দাদার ভার আমার। ঐ দাদা আসছে, আমি বলি।

লক্ষ্মণের প্রবেশ

দাদা, আমি মাসীমাকে আর মাকে বলেছি, এখন তোমার মত হ'লেই হয়।

লক্ষ্মণ। গোবিন্দ, ভাই, আমার মনে হয় আমি যতদিন না ফিরে আসি তুমি এখানে থাকলেই ভাল। আমরা দু'জনেই যদি যাই, মা আর মাসীমা—এদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে কে?

গোবিন্দ। ওঃ বড্ড বল্লে! ও সব রক্ষণাবেক্ষণ বুঝিনি। ঘরে চাল আছে, মাচায় শাক আছে, বৌদিদি পাক করবে আর দুই বুড়ীতে খেয়ে অজর অমর হ'য়ে থাকবে! কিছু ভাবতে হবে না, কিছু ভাবতে হবে না। দাদা, ছেলেবেলা থেকে দুই ভাইয়ে এক সঙ্গে খেলে এলুম, এক সঙ্গে পড়লুম, এক সঙ্গে উপনয়ন হ'ল—আর তুমি মনে করছ এই দুর্গম পথে তোমাকে একলা ছেড়ে দিয়ে আমি ঘরে বসে থাকব! তুমি যদি আমায় না সঙ্গে নাও, নিশ্চয় জেনো—আর তোমাদের বাড়ী মাড়াব না, এখানে জলগ্রহণ ক'রব না, তোমাদের সঙ্গে কথাও রাখব না। মা, কোথায় কি কাপড় চোপড় আছে বেঁধে নাও, দাদা যখন সঙ্গে

নেবে না, তখন চল আমরা দেশে ফিরে যাই। কেন? আমাদের কি বাড়ী ঘর নেই?

দ্যুতি। লক্ষ্মণ, বাবা, গোবিন্দ যা বলছে শোন। ও ক্ষেপলে তো আর রক্ষা নেই। বিদেশে যাবে—তোমায় তো একা ছেড়ে দিতে মন চাচ্ছেনা! দিদির কি? এই কচিছেলেকে একা গঙ্গা নাইতে অনুমতি দিলে! তবু দুইভাই একসঙ্গে থাকলে অনেকটা ভরসা।

গোবিন্দ। এই ঠিক বলেছ। এই দেখ দেখি, এমন নইলে মা? মাসীমা, মাথায় পাটা বুলিয়ে দাও মা, পায়ের ধূলো দাও। আমি দাদার আর আমার কাপড়চোপড়গুলো গুছিয়ে নিইগে। গুরুদেবের আদেশ আজ রাত্রে তাঁর গৃহে আমাদের থাকতে হবে, প্রত্যুষেই আমরা যাত্রা ক'রব।

কান্তি। এরা দুই ভাই যেন রাম আর লক্ষ্মণ! একজন এক জনকে ছেড়ে থাকতে পারে না।

গোবিন্দ। রাম লক্ষ্মণই তো। ভাতের সময় দাদার নাম "লক্ষ্মণ" না রেখে "রাম" রাখলেই হ'ত। দাদা, তুমি দেরী কোরোনা, এস, আমি সব গুছিয়ে নিইগে। বৌদিদি, তুমি সম্পর্কে বড় হলেও বয়েসে ছোট, ঘরের ভিতর আছ, পায়ের ধূলোটা আর নেবনা, এইখান থেকেই গড় করলুম। [গোবিন্দের প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। মা, গোবিন্দ যেন আমার সহোদর।

দ্যুতি। সহোদরই তো, মা আর মাসী কি ভিন্ন? কিন্তু বাবা, তোমরা কি নিষ্ঠুর, অনায়াসে দুই বুড়ীকে একলা রেখে চলে যাচ্ছ?

লক্ষ্মণ। মাসীমা, চিন্তা কি? নারায়ণ রইলেন। আচার্য্যের সঙ্গে গঙ্গাস্নান—মহাপুণ্যের কথা, মহাভাগ্যের কথা! আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমরা ভাগ্যবান্, তাই আমাদের এ সুযোগ উপস্থিত।

কান্তি। এস বাবা, বরদরাজকে প্রণাম ক'রে যাত্রা করবে এস; চল, তাঁর পূজোর ফুল তোমায় দিইগে। বৌমা, তুলসীতলায় প্রদীপ দাওগে।

[সকলের প্রস্থান।

সন্ধ্যার প্রদীপ হস্তে চমম্বার প্রবেশ

চমম্বা। আমারি দোষ দেখে! বলে, আমি ঝগড়াটে। উচিত কথা বল্লেই ঝগড়া—আমি মানুষ খারাপ! শাশুড়ী তবু ভাল মানুষ, কোন কথায় কথা কননা। আবার মাস্‌শাশুড়ী এসেছেন জ্বালার উপর জ্বালা বাড়াতে। কতদিন থাকবেন তা জানিনি—রোজ রোজ কাঁড়ি কাঁড়ি পিণ্ডি রাঁধ আর গেলাও! একটা দাসী নেই, চাকর নেই, উদয় অস্ত খেটেও ঘরের কাজ শেষ করতে পারি না—তারপর—অতিথ বৈষ্ণবের কাঁড়ি জোগাতে জোগাতে কালি বেটে গেল! চল্লেন গঙ্গা নাইতে, কবে আসবেন জানিনি, মার কাছে বিদেয় নেওয়া হ'ল, মাসীর কাছে বিদেয় নেওয়া হ'ল, বরদরাজের ফুল নিতে গেলেন—কৈ, যাত্রার আগে আমায় একটা কথা বলে গেলেই কি যত সর্ব্বনাশ হ'ত? আমি দাসী আছি কি কেবল কন্না করতে? (তুলসীমঞ্চে প্রদীপ রাখিয়া প্রণাম করিতে করিতে) হ'ক্—লোকের ভাল হ'ক্, লোকের ভাল হ'ক্, লোকের ভাল হ'ক্! যদি দেখতেই না পারবে, তবে বিয়ে করেছিলে কেন? দূর হ'ক্! (প্রণাম করিতে করিতে) লোকের ভাল হ'ক্—লোকের ভাল হ'ক্—লোকের ভাল হ'ক্—আমি তো মন্দ আছিই।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

গোণ্ডারণ্য পথ

কাঠুরিয়া স্ত্রীলোকগণ

(গীত)

সাঁঝের আলো ঝিক্‌মিকুচ্ছে ঘরকে চ'লে আয়।
ঘাসের ফাঁকে ঝিঁঝিয়া ডাকে, চিড়িয়া মিঠি গায়॥
বাজছে মাদল ঝাঁগুড় ঝাঁগুড় ঝাঁ,
মায়ের সাথে পালায় ছুটে বন-হরিণের ছাঁ,
পাহাড় ফুঁড়ে, চাঁদটী উঠে, ফুলটী ফোটে তায়;—
পা নাচে আর প্রাণটী নাচে ফুরকুরে হাওয়ায়॥

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

গোণ্ডারণ্য

যাদব ও শিষ্যদ্বয়

যাদব। ক্লান্ত হয়ে সকলেই ঘুমিয়েছে। রাত্রিও ত্রিযাম অতীত। সমস্ত দিন পথ পর্য্যটনের পর সকলেই মৃতপ্রায়। হঠাৎ কেউ জাগবে না। লক্ষ্মণ পর্ব্বতের গুহায় শুয়ে আছে—ঠিক আছে?

অম্বর। হাঁ আমি তার পার্শ্বে শুয়েছিলেম। সে অভিভূত হয়ে নিদ্রা যাচ্ছে। আসুন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

শৌন্বী। আমি থাকতে আবার গুরুদেব কেন? অস্ত্র আমায় দাও। আমিই কার্য্য শেষ ক'রে আস্‌ছি।

যাদব। তুমি এক কাজ কর। আর একবার ভাল ক'রে দেখে এস সকলে নিদ্রিত কি না। দেখো কেউ না জান্‌তে পারে, খুব সতর্ক হও। প্রত্যেক গুহার মুখে যে অগ্নি প্রজ্বলিত আছে তাহা নির্বাপিত ক'রে দাও, অন্ধকার আরও ভীষণ হ'ক্‌।

শৌন্বী। গুরু-অপমানের প্রতিশোধ অন্ধকারেই ভাল!

যাদব। এস, ধীরপদে এস, যেন নিঃশ্বাসেরও শব্দ না হয়।

শৌন্বী। কি ভয়ঙ্কর রাত্রি! একটুও বাতাস নেই, গাছপালা পাহাড় পর্ব্বত সব যেন মরে রয়েছে!

যাদব। এস।

[সকলের প্রস্থান।

অপর পার্শ্ব হইতে গোবিন্দের প্রবেশ

গোবিন্দ। যা সন্দেহ করেছিলেম, তাই! প্রথমবার যখন শুনি, তখন বিশ্বাস হয়নি। গুরুদেবকে সন্দেহ করতে মন চায়নি, কিন্তু এ যা কথা শুনলেম, তাতে তো আর কালবিলম্ব করা চলে না! কি ক'রে দাদাকে বাঁচাই? এখনি তো হত্যা করবে! যেমন ক'রে হ'ক্‌ বাঁচাতেই হবে! কেমন ক'রে? কেমন ক'রে? কি জানি কেমন ক'রে! ভগবান্‌! তুমি পথ বলে দাও—তুমি পথ বলে দাও।

[প্রস্থান।

যাদবের প্রবেশ

যাদব। একি দুর্ব্বলতা! একি আতঙ্ক উদ্বেগ!
যেন আশে পাশে শুনি অশরীরী বাণী,
অস্ফুট বিকট কণ্ঠে কহিছে আমায়,
"ফের ফের—হত্যা নহে কার্য্য মানবের।"
একি প্রহেলিকা!

তীক্ষ্ণ জিহ্বা বায়ু কোথা পেলে ?
প্রতিপদে কেবা যেন গতিরোধ করিছে আমার ;
কি প্রপঞ্চে আজ অন্ধকার করিল এ আকার ধারণ,
দৃঢ়পদে ঠেলিতে না পারি তারে ;
রুদ্ধশ্বাস ক্ষণে ক্ষণে !
দূর হও হৃদয়-দৌর্ব্বল্য আজি,
ক্ষণেকের তরে ত্যজ হিয়া পাষাণে গঠিত,
কর্ত্তব্যের আবরণে সুকঠিন লৌহবর্ম্ম হ'তে !
নিশ্চিন্ত নহিক আমি
যতক্ষন কার্য্য নাহি হয় শেষ।
কোথায় অম্বর শৌম্বি
মহাকার্য্যে সহায় আমার ?
ঐ আসে বুঝি—না—না
বন্য জন্তু ভয়ে স্থান করিছে বর্জ্জন !
কে ও ?—রুক্ষ বায়ু স্পর্শে মর্ম্মস্থল !
কে ? অম্বর ?

অম্বরের প্রবেশ

অম্বর। গুরুদেব, সর্ব্বনাশ! লক্ষ্মণকে দেখতে পাচ্ছিনা।

যাদব। সে কি ?

অম্বর। শৌম্বী এখনও তার খোঁজ করছে। যে পর্ব্বতগুহায় সে শুয়েছিল সেখানে কেউ নেই।

যাদব। বল কি ? এই কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় যাবে ? এইমাত্র তুমি দেখে এসেছিলে সে নিদ্রিত ছিল ; ভুল করনিতো ?

শৌম্বীর প্রবেশ

শৌম্বী। আজ্ঞে না, ঠিকই দেখে এসেছিলেম, কিন্তু এখন দেখছি সেখানে আর নেই।

যাদব। কি! ব্যর্থ হবে এত আয়োজন!

নহেক সম্ভব কভু!

রে ভীরু—মতিভ্রম ঘটেছে নিশ্চয় তোর!

এই ছিল—যাবে কোথা?

স্থচীভেদ্য অন্ধকার—

ডরে সিংহ ব্যাঘ্র নাহি ত্যজে আবাস আপন,

শিহরে পিশাচ—

হেরি' বিভীষণা প্রকৃতির করাল মূরতি,

সংজ্ঞাহীন শির লুটে পদতলে তার!

কোথা যাবে এ সময়?—চল, দেখি পুনঃ।

[সশিষ্য প্রস্থান।

অপর দিক দিয়া গোবিন্দ ও লক্ষ্মণের প্রবেশ

গোবিন্দ। এই বৃক্ষ আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনলে? আমার কথা বিশ্বাস করছিলে না—এখন বিশ্বাস হ'ল? আর বিলম্ব কোরো না—পালাও—পালাও। যদি দেখতে পায়—তোমায় আমায় দু'জনের কাউকে রাখবেনা! আকাশে যেন নীলবড়ী ঢেলে দিয়েছে—এই অন্ধকারের সাহায্যে পালাও—আর বিলম্ব কোরো না।

লক্ষ্মণ। তুমি?

গোবিন্দ। আমি যে লুকিয়ে এদের কথা শুনেছি, তা এরা জানে

না। আমি আমার স্থানে কপট নিদ্রা দিইগে। আমার উপর এদের আক্রোশ নেই, আমি নিরাপদ।

লক্ষ্মণ। অন্ধকারে পথ দেখতে পাচ্ছিনি, কোন্ দিকে যাব ?

গোবিন্দ। আমরা দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর মুখে এসেছিলেম, তুমি দক্ষিণ মুখেই যাও। যেখানে হয়—বনে হ'ক্—পাহাড়ে হ'ক্—পালাও পালাও—আর দেরী কোরোনা।

লক্ষ্মণ। তুমিও চল।

গোবিন্দ। না, দু'জনে গেলে সন্দেহ করবে, মনে করবে পালিয়েছে। অন্ধকারে কতদুর যাব, খুঁজে বার করবে, দু'জনকেই মারবে! পালাও!

লক্ষ্মণ। তবে তাই হ'ক্। যা করেন বরদরাজ!

গোবিন্দ। তোমার উত্তরীয় আমায় দিয়ে যাও।

লক্ষ্মণ। কেন ?

গোবিন্দ। প্রয়োজন আছে।

লক্ষ্মণ। এই নাও। জয় বরদরাজ!

[লক্ষ্মণের প্রস্থান।

গোবিন্দ। হে বরদরাজ! হে নারায়ণ! দাদাকে পথ দেখাও, দাদাকে পথ দেখাও—এ রাক্ষসেরা যেন তা'কে খুঁজে না পায়! আমি যাই, ঘুমিয়ে যেমন ছিলেম তেমনি থাকিগে। এরা সন্দেহ করলেই সর্ব্বনাশ!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গোণ্ডারণ্য

যাদব। গোবিন্দকেও দেখতে পাচ্ছ না ?

অম্বর। আজ্ঞে না। গুহা মধ্যে লক্ষ্মণকেও না দেখে সে আর দ্বিতীয় কথা না ক'য়ে তাকে খুঁজতে গেল।

যাদব। কোথা থেকে কি হ'ল কিছুই বুঝতে পারছিনি ! লক্ষ্মণ গেল কোথায় ? তোমরা চারিদিকে ভাল ক'রে অনুসন্ধান করেছ ?

শৌম্বী। যথাসাধ্য করেছি। গভীর বন, সূর্য্যের আলোও প্রবেশ করতে ভয় পায়, চারিদিকে হিংস্র জন্তু, কিন্তু তবু চেষ্টার ত্রুটী করিনি।

যাদব। গোবিন্দ এখনও ফিরছে না কেন ? কি জানি সে তো কোন সন্দেহ করেনি, লক্ষ্মণকে সাবধান করেনি ! কিন্তু তাও অসম্ভব। এ কথা আমরা তিন জন ভিন্ন আর কেউ জানে না। তুমি এক কাজ কর, উচ্চকণ্ঠে সকলকে জাগাও। সকলে জানুক লক্ষ্মণকে পাওয়া যাচ্ছে না, কৃত্রিম উৎকণ্ঠা দেখাও। যদি না পাওয়া যায়, কৃত্রিম শোকে গগন ছেয়ে ফেল।

অম্বর। ভাই সব—ওঠ—জাগ—লক্ষ্মণকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। গোবিন্দ তার অনুসন্ধানে গেছে সেও ফিরছে না। সকলে দেখ, পাতি পাতি ক'রে বন অন্বেষণ কর।

রক্তাক্ত বস্ত্র লইয়া গোবিন্দের প্রবেশ

গোবিন্দ। গুরুদেব ! গুরুদেব ! আর কোথা অন্বেষণ করবে ? হিংস্র পশুতে দাদাকে ভক্ষণ করেছে।

সকলে। সে কি ! সে কি ! কেমন ক'রে ? কোথায় ?

গোবিন্দ। লক্ষ্মণকে গুহায় না দেখে আমি তার খোঁজে যাই ; খুঁজতে খুঁজতে এক স্থানে গিয়ে দেখি, একখানি রক্তাক্ত বস্ত্র একটা কাঁটার ঝোপে আটকে আছে। নিকটে গেলেম, দেখলেম দাদারই উত্তরীয়। গুরুদেব গুরুদেব, এই দেখুন এই সেই। নিশ্চয় দাদাকে বাঘে নিয়ে গেছে। হায় হায় দাদা, তোমার অদৃষ্টে এই ছিল !

যাদব। আমায় ধর আমায় ধর। আমার মস্তিষ্ক ঘূর্ণায়মান হচ্ছে। ওহো আমার প্রিয় শিষ্য লক্ষ্মণ ব্যাঘ্র-কবলিত !

শৌম্বী ও অম্বর। গুরুদেবকে ধর, গুরুদেবকে ধর। গুরুদেব বুঝি সংজ্ঞাহীন হ'য়ে পড়লেন।

গোবিন্দ। ওগো দাদা গো তোমায় শেষে বাঘে খেলে গো ! আমি কেমন ক'রে এ মুখ মাসীনাকে দেখাব গো !

শৌম্বী। গোবিন্দ গোবিন্দ, ভাই স্থির হও, স্থির হও।

যাদব। (স্বগতঃ) কি আনন্দ কি আনন্দ, ব্যাঘ্র দেখছি আমার পরম মিত্রের কাজ করেছে ; ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপে আর লিপ্ত হ'তে হ'ল না। (প্রকাশ্যে) তোমরা সকলে গোবিন্দকে শান্ত কর। আমি বাঙ নিষ্পত্তি-রহিত।

গোবিন্দ। ওগো দাদা গো !

যাদব। গোবিন্দ, বাপ, ধৈর্য্য ধারণ কর। কর্ম্মফল অলঙ্ঘ্য, মৃত ব্যক্তির নিমিত্ত শোক করা বৃথা। শিষ্যবর্গ ! আজ আমাদের মহা দুর্দ্দিন, আমার দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ লক্ষ্মণের অপঘাতজনিত মৃত্যুতে সকলেই মর্ম্মাহত। চল, আমরা এখনি এ পাপস্থান ত্যাগ করি। গোবিন্দ ! বৎস ! শোক পরিহার পূর্ব্বক আমাদের সঙ্গে চল। বারাণসী ধামে গঙ্গাস্নান ও বিশ্বেশ্বর দর্শন ক'রে ভ্রাতৃশোকাগ্নি নির্ব্বাপিত ক'রবে।

গোবিন্দ। বাঘ দাদাকে না খেয়ে আমাকে খেলে না কেন?

অম্বর। (জনান্তিকে) না, খাবে না? ঠিকই হয়েছে। গুরু-অপমান মহাপাপ; তাই ব্যাঘ্ররূপী ব্রহ্ম লক্ষ্মণকে উদরসাৎ করেছেন!

শৌরী। গুরুদেবের কি অপার মহিমা—কি তেজ! এমন নইলে গুরু?

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

আরণ্য প্রদেশ

লক্ষ্মণ

লক্ষ্মণ। এ বনের শেষ নেই! সমস্তদিন কোথা দিয়ে যে অতিবাহিত হয়ে গেছে তা জানিনি। আর চলতে পারছিনি। ক্ষুৎ-পিপাসায় শরীর অবসন্ন, কোন্ দিকে যে লোকালয় কাউকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানবারও উপায় নেই। চারিদিকে হিংস্র পশু—এখনও পর্য্যন্ত যে বেঁচে আছি এই আশ্চর্য্য। গোবিন্দের কি হ'ল? তার উপর কোন সন্দেহ করেছে কিনা কে জানে! আর চিন্তা করতেও পারছিনি, মাথা ঘুরছে। দিনের বেলায় তবু একরকম ক'রে পথ চলেছি, কিন্তু ক্রমশঃ রাত্রি হয়ে আসছে; এই অন্ধকারে এই বনের মধ্যে কোথায় পথ পাই? গোবিন্দ! অপঘাত মৃত্যু নিবারণ কল্লে, কিন্তু এই বনে সঙ্গীশূন্য অসহায়—মৃত্যুর গ্রাস থেকে কে রক্ষা করবে! সব মাথা থেকে সরে যাচ্ছে—চোখের উপর যেন কুয়াসার জাল পড়েছে! সব যাক্, গৃহ—জননী—আত্মীয়—সব চিন্তা মন থেকে সরে যাক্। বরদরাজ!

এ আসন্ন কালে তুমি আমায় ত্যাগ কোরোনা। তোমার চিন্তা যেন বিলুপ্ত হয়না—তুমি থাক—তুমি থাক—সব যাক্ সব যাক্! বরদরাজ! বরদরাজ! (সংজ্ঞাশূন্য)

ব্যাধ ও ব্যাধপত্নীর প্রবেশ

(গীত)

ব্যাধপত্নী।—

এমনি আঁধার রেতে এমনি গহন বনে।
বাজ ডাক্‌ছে রুকে, বাজ হান্‌ছে বুকে,
ঝর ঝর বহে বারি কি গগনে কি নয়নে।
তাথিয়া তাথিয়া থিয়া নিশীথিনী নাচে,
ঝমকে চমকে প্রাণ নারী মরণ যাচে,
যাতনা বেদনা সেই জাগিছে মনে।

ব্যাধ। কি আঁধার রে কি আঁধার! ওরে কোন্ বিগে গেলিরে, কোন্ বিগে গেলি? লে লে হামার হাত ধরিয়ে লে। আঁধারে কাঁটা-বনে পড়ি কি কুথায় পড়ি, বুঢ়া মানুষ, লে হাত ধরিয়ে লে।

ব্যাধপত্নী। কেনে, হাত ধরবো কিসের লেগে? তুই পুরুষ, বনের বিছে তুই হামার হাত ধরবি, না হামি তোর হাত ধরব?

ব্যাধ। বাপ রে বাপ, কি আঁধার!

ব্যাধপত্নী। এমনি বনে, এমনি আঁধারে, চারিদিকে বাঘ, চারিদিকে সাঁপ, পোয়াতী—কেমনটী হয় বল্ দেখি? প্রাণ কাঁপে, না কাঁপে না? রাজার বিটীকে রেখে এসেছিল, হাত ধরবার কেউ ছিল না, কেউ ছিল না। হাত ধরতে বলছিস্ কেনে? এ বনের বিছে ছেড়ে দিয়ে চলিয়ে যানা।

ব্যাধ। না না, যাব কুথারে, যাব কুথা? তুই যে হামার পরাণ, তোকে ফেলিয়ে যাব কুথায়?

ব্যাধপত্নী। তবে এ রাত্রে বনে ঢুক্‌লি কেনে রে?

ব্যাধ। আর কেনে? হামার আধখানা কলিজা বনের বিছে পড়িয়ে আছে। দেখ্ দেখ্, কোথায়, খুঁজিয়া দেখ্।

ব্যাধপত্নী। এই যে ইখানে!

ব্যাধ। আহা দেখ্ দেখি, আছে—না নেই! এই যে এখনও শ্বাস পড়ছে! বাঁচিয়ে আছে রে, বাঁচিয়ে আছে। ভাঙ্—ভাঙ্—একটা গাছের পাতা ভাঙ্, একটু বাতাস কর্।

লক্ষ্মণ। (মূর্চ্ছাভঙ্গে) কি স্নিগ্ধ মধুর বায়ু! কৈ আর তো ক্লান্তি নেই!—একি, কে তোমরা এই জনশূন্য অরণ্যে আমায় বাতাস কর্‌ছ?

ব্যাধ। বুঢ়ারে, ব্যাধ রে—বন্‌কে আসি, বন্‌কে থাকি, বনের বিছেই ঘর করি।

ব্যাধপত্নী। বেবাক্ মিছেরে, বেবাক্ মিছে। হামায় বন্‌কে পাঠিয়ে ঘর্‌কে ঘুমায় রে।

লক্ষ্মণ। একি! অকস্মাৎ দেখি শ্রান্তি বিদূরিত!
নবোল্লাসে নবীন উৎসাহে ভাসে প্রাণ,
কত অস্ফুট আলোকরেখা প্রকাশে যামিনী,
ঝিম ঝিম ঝিল্লীরবে দূরাগত বংশীধ্বনি সম
স্বপ্ন বিজড়িত কত করুণ কাহিনী
আসে ভেসে মর্ম্মরিত পত্রের কম্পনে!
এমনি গহন বনে—এমনি নিশীথে
সীতাহারা সীতাপতি
পম্পার সৈকতে ধূলি-বিলুণ্ঠিত-কায়
দরবিগলিত অশ্রুধারে ভাসায়ে মেদিনী
"হা সীতা হা সীতা" ব'লে কাঁদিয়া আকুল!

পাশে বসি' অনুজ লক্ষ্মণ
নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ দেহ জ্যেষ্ঠ অনুগামী—
সেই চিত্র যেন জীবন্ত নেহারি আজ ।
একি অসম্বদ্ধ মোহিনী কল্পনা
স্ফুরে অন্তরে আমার !
মৃত্যুচিন্তা নাহি আর
নাহি আর আতঙ্ক উদ্বেগ
নাহি শ্রান্তি নাহি ক্লান্তি
নাহি জানি জীবিত কি মৃত আমি,
স্বপ্ন আর জাগরণে কিবা ব্যবধান !

ব্যাধ। কে তুই রে, কে তুই ? কোন্ দেশে তুহার ঘর ? তুই কোন্ দেশের মানুষ রে কোন্ দেশের মানুষ ?

লক্ষ্মণ। ছিল ঘর, আছে কিম্বা নাই,
কোন্ দেশে বসতি আমার,
জন্ম মম কোন্ মহাকুলে
কেন আজি এসেছি এখানে—
বিস্মৃতির মাঝে সব যেন গিয়াছে ডুবিয়া ।

হে ব্যাধ ব্যাধপত্নি, তোমরা কে ? বোধ হয় আমার রক্ষার্থ ঈশ্বর-প্রেরিত হয়ে এখানে এসেছ। এ জনশূন্য বনে যখন তোমাদের সঙ্গ পেয়েছি, বোধ হয় এ যাত্রা আমার প্রাণ রক্ষা হবে।

ব্যাধ। কে কাকে মারে রে, কে কাকে মারে ! কোন ভয় নেই, শুয়ে থাক্, শুয়ে থাক্, রাতটী পোহাক, হামরা বি আপনার কাজে যাব, তুই বি ঘরকে যাবি। আরে মাগী, তুইও একটু শুয়ে লে, শুয়ে লে। হামি আর বসতে নারছি, একটু গড়াই।

ব্যাধপত্নী। আরে মিন্‌সে, সারাদিন পথ চলে পিয়াসে হামার ছাতি ফাট্‌ছে, শুবি কি? আগে হামাকে একটু জল আনিয়ে দে, আমি জল পিয়ে তবে শোব।

ব্যাধ। বড় সোজা কথাটি বল্লি দেখ্‌ছি! জল আনিয়ে দে! আরে ইথানে এ আঁধারে জল কুথা পাবরে?

ব্যাধপত্নী। দেখ্‌না, ইথানে কুয়াটুয়া কুথায় কি আছে খুঁজে দেখ্‌না। জল বিনে হামি বাঁচবে না, হামার ছাতি ফাট্‌ছে। দে—দে মিন্‌সে, একটু খুঁজে পেতে জল আনিয়ে দে।

ব্যাধ। তোর কুছু বুদ্ধি নেই! হামি বুঢ়া মানুষ, হামি কি রাত্রে ভাল দেখতে পাই? হামি কুথা খুঁজব? একটু চুপ করিয়ে থাক্‌, সকাল হ'লে জল আনিয়ে দিব।

ব্যাধপত্নী। আরে সকাল কি বল্‌ছিস্‌? জল বিনে হামি এখুনি মরব! দে দে মিন্‌সে একটু জল আনিয়ে দে, একটু জল আনিয়ে দে।

লক্ষ্মণ। সত্যই তো, বৃদ্ধ ব্যাধ এ অন্ধকারে কোথায় জলের সন্ধান করবে! তাইতো, পিপাসার্ত্তা রমণী! অন্ধকারে কোথায় জল পাই?

ব্যাধপত্নী। আরে মিন্‌সে, তুই যে মুড়ি দিয়ে শুলি, হামি যে আর থাকতে পারছি না রে!

ব্যাধ। হামার ঘুম আসছে।

লক্ষ্মণ। তাইতো মা, সন্তান কাছে থাকতে এ দারুণ তৃষ্ণায় তুমি জল পাবে না? আমি যে বনের কিছুই জানিনি, এবং নিকটে কি কোথাও জল আছে?

ব্যাধ। হাঁ হাঁ কুয়া আছে কুয়া আছে—ঐ পাহাড়ের ধারে। লেকেন্‌ বুঢ়া হয়েছি, যাই কি ক'রে, যাই কি ক'রে?

লক্ষ্মণ। ব্যাধ, তুমি আমায় শুধু পথ বলে দাও। মা, একটু অপেক্ষা

কর। নিকটে কূপ আছে, অথচ পিপাসার্ত্ত তুমি জল পাবে না ? আমি বেঁচে থাকতে তা কখনও হবে না। ব্যাধ, কোন্ দিকে কূপ, বল—বল।

ব্যাধ। আরে ভারি জ্বালায় ফেল্লে রে। এই ডান্‌দিক ধরে বরাবর গিয়ে একটা বড় গাছ দেখতে পাবি, সেই গাছটা পার হলেই একটা পাহাড়, সেই পাহাড়ের গায়েই কূয়ো। লেকেন্, তুই ভাল মানুষের ছেলে, কুথা যাবি ? বাঘে খাবে কি সাঁপে কাটবে !

লক্ষ্মণ। তা থাক্, তবু আমি জননীর এ ক্লেশ দেখতে পারব না। মা, একটু অপেক্ষা কর, আমি বৃক্ষপত্রের পুট নির্ম্মাণ ক'রে এখনি জল আনয়ন করছি।

[প্রস্থান।

ব্যাধপত্নী। সত্যি সত্যি জল আনতে গেল যে।

ব্যাধ। বেশত, সে জল আসুক, ততক্ষণ একটু গড়িয়ে নাও।

লক্ষ্মণের পুনঃ প্রবেশ

লক্ষ্মণ। মা, এই জল নাও।—কৈ কেউ তো উত্তর দেয় না। মা ! মা ! একি, গাত্রবস্ত্র রয়েছে, ব্যাধ ব্যাধপত্নী কোথায় ? কি আশ্চর্য্য ! মা ! মা !—কৈ কেউ তো নেই ! কি মহাপাপ করেছি যে পিপাসার্ত্তের পিপাসা নিবারণ করতে পারলেম না ! একি প্রহেলিকা ! মা ! মা !

বন পরিবর্ত্তিত হইয়া বরদরাজের মন্দির সম্মুখ

নরনারীগণ

লক্ষ্মণ। একি কুহকের খেলা !
অন্ধকার অন্তর্হিত চক্ষের পলকে !

নব রবি-ছবি হেরি' পুলকিত চরাচর,
কলরবে পাখী গায় সুমধুর গীতি,
ভীষণ অরণ্য ধরে নন্দনের শোভা !
কোথা হ'তে আচম্বিতে
ভাতিল এ মন্দির সুঠাম—
জনপূর্ণ রম্যস্থান শান্তির নিলয় !
বুঝিতে না পারি জাগ্রত কি নিদ্রিত এখনো,
কিম্বা ইহা স্বপ্নের বিকার !

লক্ষ্মণ। ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞকরণে ॥

লক্ষ্মণ। এ কোন্ স্থান? মহাশয় বলতে পারেন এ কোন্ স্থান? অরণ্যের মধ্যে হঠাৎ এ মন্দিরের আবির্ভাব কি ক'রে হ'ল?

ব্রাহ্মণ। অরণ্য !

লক্ষ্মণ। আজ্ঞে হাঁ, গভীর অরণ্য !

ব্রাহ্মণ। কোথায়?

লক্ষ্মণ। এইস্থানে।

ব্রাহ্মণ। কয় কলসী ভাং খেয়েছ? তোমার বাড়ী কোথায়?

লক্ষ্মণ। আজ্ঞে, কাঞ্চীনগরীতে।

ব্রাহ্মণ। যা যা বেল্লিক, সরে যা, এখনও দেখছি নেশা রয়েছে! কাঞ্চীতে বাড়ী, অথচ জিজ্ঞাসা করছে কোন্ স্থান!

লক্ষ্মণ। মহাশয় রাগ করছেন?

ব্রাহ্মণ। বাপু, তোমার মতন বেহায়া নেশাখোর তো কখনও দেখিনি! বলছ কাঞ্চীতে বাড়ী, অথচ এ মন্দির দেখে বুঝতে পাচ্ছনা যে এ বরদরাজের মন্দির।

লক্ষ্মণ। অ্যাঁ তাইত! (বসিয়া পড়িলেন)

ব্রাহ্মণ। ঘুরে পড়ল নাকি? বেল্লিক!

[প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। না—স্বপ্ন নয়—সত্যই তো, এই সেই শ্রীবরদরাজের মন্দির। কি কুহকে ঘোর অরণ্য অকস্মাৎ এই মন্দিরে পরিণত হ'ল? আমি যথার্থই পাপাত্মা, আমি চিনেও চিনতে পারিনি! বুঝতে পারিনি যে লক্ষ্মী-জনার্দ্দন ব্যাধ-ব্যাধপত্নীরূপে আমায় প্রতারিত করে গেলেন! নইলে কার কৃপায় বনমধ্যে চকিতে এই অঘটন ঘটল! ভগবান্! ভগবান্! দেখা দিয়েও চেনা দিলেনা? আমার সঙ্গে প্রতারণা করলে? হায় হায়, পেয়ে হারালেম—পেয়ে হারালেম! আমার এ জীবনধারণে আর ফল কি? [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপথ

মহাপূর্ণ ও শিষ্যদ্বয়

(গীত)

ন দেহং ন প্রাণান্ ন চ সুখমশেষাভিলষিতং
ন চাত্মানাং নান্যং কিমপি তব শেষত্ববিভবাৎ
বহির্ভূতং নাথ ক্ষণমপি সহে যাতু শতধা
বিনাশং তৎ সত্যং মধুমথন বিজ্ঞাপনমিদং॥
পিতা ত্বং মাতা ত্বং দয়িততনয় ত্বং প্রিয়সুহৃৎ
ত্বমেব ত্বং মিত্রং গুরুরসি গতিশ্চাসি জগতাম্
ত্বদীয় ত্বদ্ভৃত্য স্তব পরিজন ত্বদগতিরহং
প্রপন্নশ্চৈব সত্যহমপি তবৈবাস্মি হি ভবং॥

লক্ষ্মণ। (স্বগতঃ) অপূর্ব্ব সঙ্গীত—মনে হয় শ্রুত বহুবার।

পরিচিত কণ্ঠস্বর গায়কের।

যেন প্রিয় কোন জন

শান্তিধারা বরিষণে

শোকদগ্ধ হৃদয়ের ক্লান্তি করে দূর।

(প্রকাশ্যে) মহাশয় আপনি কে? এ সঙ্গীত কার রচনা?

মহা। আমি মহামুনি যামুনের অনুগত ভৃত্য। এ সঙ্গীত শ্রীগুরু যামুনাচার্য্যেরই রচিত।

লক্ষ্মণ। নইলে এমন ভক্তিপূর্ণ রচনা আর কার হ'তে পারে। মহামুনি যামুন নরকলেবরে স্বয়ং ভগবান—যিনি স্বেচ্ছায় রাজ্য ঐশ্বর্য্য ধূলিবৎ পরিত্যাগ ক'রে শ্রীরঙ্গনাথের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

মহা। মহাশয়, আপনার পরিচয় কি?

লক্ষ্মণ। দীন ব্রাহ্মণ নন্দন

আকিঞ্চন সত্যের সন্ধান,

ধ্যান জ্ঞান সদা, মুক্তি পন্থা কিবা করিব নির্ণয়।

গুরু উপদেশ শাস্ত্র আলোচনে

সন্দেহ-তিমিরে আচ্ছন্ন নয়ন,

বুঝিতে না পারি

সুলভ মুক্তির পথ নির্দ্দিষ্ট কোথায়—

যাহে জ্ঞান বিনে আচণ্ডাল মহাশান্তি পায়,

লভে পরাগতি;

মম সম হীন ঈশ্বর কৃপায় পায় দিব্যজ্ঞান।

মহা। মহাশয়, এ প্রশ্নের মীমাংসা করতে সমর্থ আমার গুরুদেব। আমি তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু, তত্ত্বজ্ঞ নহি। মহাশয়ের নাম?

লক্ষ্মণ। লক্ষ্মণ।

মহা। আসুরী কেশবাচার্য্য আপনার পিতা ?

লক্ষ্মণ। আজ্ঞে হাঁ।

মহা। (স্বগতঃ) বালকের দিব্যকান্তি দেখে পূর্ব্বেই সন্দেহ হয়েছিল ইনি অসাধারণ। গুরুদেবের কৃপায় যাঁর অন্বেষণে আমি এখানে এসেছি তিনিই আমার সম্মুখে।

লক্ষ্মণ। মহাশয়! বহুদিন হ'তে আমার সঙ্কল্প মহামুনি যামুনের শ্রীচরণ দর্শন করি। কিন্তু ভাগ্য আমার বিরূপ। ইচ্ছাসত্ত্বেও সে সুযোগ আমার হয়নি। দৈববশে আজ হঠাৎ আপনাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে আমার অভিলাষ পূর্ণ হলেও হতে পারে। আপনি যদি আমায় সঙ্গে নেন, আমি শ্রীগুরুচরণ দর্শন করে জীবন সার্থক করি।

মহা। এতো আমার ভাগ্যের কথা। আপনি যদি ইচ্ছা করেন এখনি আমার সঙ্গে আসতে পারেন। গুরুদেব পীড়িত। অনেক দিন আমি তাঁকে ছেড়ে এসেছি, এখানে আর অপেক্ষা করতে পারব না। আমি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে দেবদর্শনে যাচ্ছিলেম।

লক্ষ্মণ। বেশ চলুন। সাধু সঙ্গে পরমানন্দে গুরুদর্শনে যাত্রা করি।

কান্তি। (নেপথ্যে) কই কই বাবা লক্ষ্মণ, শুনলুম তুমি ফিরে এসেছ, সত্যি ? কই কই ?

কান্তিমতীর প্রবেশ

লক্ষ্মণ। মা মা, সত্যই আমি ফিরে এসেছি।

কান্তি। এরই মধ্যে ফিরে এলে যে বাবা! তোমার ত কোন অসুখ হয়নি ? তোমার ভাই গোবিন্দ কোথায় ?

লক্ষ্মণ। মা, গঙ্গাস্নান আমার অদৃষ্টে নাই। আমি পথ থেকেই ফিরে এসেছি। গোবিন্দ গুরুদেবের সঙ্গে গেছে।

কান্তি। কেন বাবা এমন হ'ল? তুমি স্নান না করে ফিরে এলে কেন? পথে কোন বিপদ আপদ হয়নি?

লক্ষ্মণ। মা, বিপদ কি সম্পদ জানিনি, তবে আমি ফিরে এসেছি। তোমার আশীর্ব্বাদে ভগবানের কৃপায় অক্ষতদেহে নিরাপদে ফিরে এসেছি।

কান্তি। বেশ বাবা, বাড়ী চল। সেখানে বসেই তোমার সমস্ত কথা শুনব। তোমার মাসীমা গোবিন্দকে না দেখে কাতর হবে। কেন তুমি তাকে ত্যাগ করে এসেছ, তোমার মুখে শুনেই সে আশ্বস্ত হবে। তুমি ক'দিন নেই, বউমা মলিন, আজ তার মুখে হাসি দেখব।

লক্ষ্মণ। মা, ভালই হয়েছে। গুরুদর্শনে যাত্রা করবার পূর্ব্বে তোমার চরণধূলি পেলেম, এ আমার পরম ভাগ্য। আমি শ্রীরঙ্গপত্তনে মহামুনি যামুনাচার্য্যকে দেখতে চলেছি। ফিরে এসে গৃহে যাব, এখন নয়।

কান্তি। সেকি বাবা! পথ পর্য্যটনে তুমি ক্লান্ত। যে কারণেই হ'ক যখন দেশে এসেছ, বাড়ীতে দু'দিন থেকে শ্রান্তি দূর করে তার পরে যেও।

মহা। এত' জানতেম না যে আপনি প্রবাস হ'তে প্রত্যাবৃত্ত। বেশ কথা! আপনি আপনার গৃহে যান; দু' একদিন বিশ্রাম ক'রে পরে শ্রীরঙ্গপত্তনে যাত্রা করবেন। আমি সঙ্কল্প করে বেরিয়েছি, আমি আর অপেক্ষা ক'রব না। আমায় বিদায় দিন, আপনি গৃহে যান।

লক্ষ্মণ। গৃহ? কোথা গৃহ?

গৃহে আর সাধ নাহি মম;

আমি নিতান্ত দুর্জ্জন,
গুরুদত্ত জ্ঞানাঞ্জনে নহে দীপ্ত নয়ন আমার—
তেঁই এই আঁখির বিভ্রম !
দেখেও না চিনিলাম তাঁরে,
অহেতুকী কৃপায় যাঁহার
পাই প্রাণ দারুণ সঙ্কটে !
শাস্ত্র কহে জ্ঞানময় সত্যময় ব্রহ্ম,
নির্ব্বিকার ক্রিয়াহীন,
কিন্তু প্রত্যক্ষ করেছি আজি
দয়ার পয়োধি তিনি—দীননাথ দীনের তারণ !
চরণ তাঁহার পেয়ে হারাইনু,
কিবা কাজ গেহে আর, কিবা কাজ দেহে ;
গুরু-কৃপাবলে
যতদিন নাহি পাই চরণ দর্শন তাঁর,
ততদিন নাহি কার্য্য আর।
মহাশয় ! করুণায় কর সাথী মোরে,
গুরুপদে মনোব্যথা জানাইব মম।
হে জননি ! শ্রীচরণে মাগি মা বিদায়,
কর আশীর্ব্বাদ, যেন পূরে মনোসাধ,
অভয় গুরুর পদে পাইগো আশ্রয়,
ফিরে আসি শমন-বিজয়ী হ'য়ে !

কান্তি। কি বল্‌ব বাবা তোমার শুভ ইচ্ছায় কখন বাধা দিইনি আজও দেব না। আয় বাবা কাছে আয়। কখন আছি, কখন নেই। ভাল ক'রে তোকে একবার দেখি—তোর মুখ-চুম্বন করি। আমার আর

কে আছে, আয় বরদরাজের হাতে তোকে সমর্পণ ক'রে দিই। বরদরাজ তোর মঙ্গল করুন।

লক্ষ্মণ। মা প্রণাম। মহাপুরুষ চলুন।

মহা। এমন আধার না হ'লে গুরুদেব একে দেখবার জন্য ব্যাকুল হন! এ মহাপুরুষের জননীকে দেখে আমি ধন্য।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

অষ্টসহস্র গ্রাম—কার্পাসারামের কুটীর

কার্পাসারাম ও লক্ষ্মী

কার্পাসা। তবে চল, দিনকতক তীর্থেই ঘুরে আসি।

লক্ষ্মী। তাই চল, আমারও এখানে একা থাকতে সাহস হয় না। তুমি ভিক্ষায় যাও, আমাকে একাই এই কুটীরে থাকতে হয়। পাষণ্ড নিয়ত লোক পাঠায়, লোভ দেখায়, অর্থ অলঙ্কারের প্রলোভনে নিয়ত আমায় যন্ত্রণা দেয়।

কার্পাসা। পৈতৃক ভিটে, সহজে ছাড়তে মায়া হয়, তাই এতদিন যাই যাই ক'রেও যেতে পারিনি। ভিক্ষা থেকে ফিরে এসে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ খেয়ে এই ভাঙ্গা কুঁড়েয় যখন শুই—তুমি পদসেবা কর—মনে হয় সসাগরা পৃথিবীর রাজাও বোধ হয় আমার চেয়ে সুখী নয়! আমার জন্মভূমির সেই ভিটে, সেই ভাঙ্গা কুঁড়ে, ছেড়ে যেতে পারিনি ব'লেই এতদিন দুর্ব্বৃত্তের এ অত্যাচার সহ্য করেছি। কিন্তু লক্ষ্মী, দিন দিন তোমার এ অপমান সহ্য করাও মহাপাপ। আর প্রতিনিয়ত অশান্তি, ভগবানের সেবায় ব্যাঘাত—চল—তীর্থে গিয়ে শান্তিলাভ করে আসি।

লক্ষ্মী। কবে যাবে ?

কার্পাসা। কবে কি ? কাল প্রভাতেই। প্রতিবেশীগণকে জানতে দেওয়া হবে না, তাহ'লে সকলে বাধা দেবে, যেতে দেবে না।

লক্ষ্মী। আর এক কাজ করলে তো হয়। প্রতিবেশীদের বলনা কেন, সকলেই তো স্ত্রীকন্যা নিয়ে বাস করে—আমাদের এ বিপদে তাদেরও তো ভয়ের কথা ; সকলে মিলে দুর্ব্বৃত্তকে শাস্তি দিতে পারে না ?

কার্পাসা। শাস্তি কে দেবে ? আমার প্রতিবেশী আত্মীয় কুটুম্ব সকলেই আমার মত গরীব ; আমার মত ভিক্ষাই অনেকের উপ-জীবিকা। জয়শীল শ্রেষ্ঠী ধনবান্, তাহাকে শাস্তি দেওয়া আমাদের মত লোকের পক্ষে অসম্ভব।

লক্ষ্মী। কি হবে ? বড়লোক গরীবের উপর অত্যাচার করে, গরীবের ক্ষেতের ধান জোর ক'রে কেড়ে নিয়ে যায়, গরীবের ঘরে সুন্দরী মেয়ে দেখলে তার উপর অত্যাচার করে, দেশময় এই অশান্তির আগুন ! হ্যাঁগা বড়লোক হোলে কি ধর্ম্মভয় থাকে না ?

কার্পাসা। তারাতো এটাকে অধর্ম্ম ব'লে মনে করে না। তারা বলে, মানুষমাত্রেই ব্রহ্ম ; ব্রহ্ম পাপপুণ্যের অতীত, তারাও তাই। ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে তারা সমাজের বুকে ব'সে যার যেমন ক্ষমতা তেমনি ইচ্ছামত অনাচার অত্যাচার করে। চোর চুরি করে, আর ধরা পড়লেই বলে "আমি ব্রহ্ম" – "আমি নিষ্পাপ !"

লক্ষ্মী। কি জানি, ধর্ম্ম কি তা বুঝিনি– বুঝি তোমার শ্রীচরণ, আর তুমি যাঁকে ডাক—সেই দয়াল ঠাকুর শ্রীমধুসূদন ! কোন্ তীর্থে যাবে মনস্থ করেছ ?

কার্পাসা। চল শ্রীরঙ্গমে যাই। শ্রীরঙ্গম এখন বৈষ্ণবদের মহাতীর্থ—

স্বর্গের দ্বার! মহামুনি যামুনের নিকট সেই দ্বারের চাবী, তিনি দাক্ষিণাত্যে সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের নেতা। চল, তাঁর চরণ দর্শন ক'রে সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা জুড়ুইগে।

লক্ষ্মী। বেশ, তাহ'লে আজ আর তুমি বেরিও না, ঘরে যা চাল আছে তাতে একদিন নারায়ণের সেবা চল্‌তে পারে।

কার্পাসা। অন্য উপকরণ তো কিছুই নেই!

লক্ষ্মী। নাই থাক্, ঐ তেঁতুল গাছে বেশ কচি কচি পাতা হয়েছে, আজ তেঁতুল পাতার ঝোল আর অন্ন ঠাকুরকে নিবেদন ক'রে দিও। তুমি গেলেই হয় তো শ্রেষ্ঠী আবার লোক পাঠাবে, আবার সেই কুকথা শুন্‌তে হবে।

কার্পাসা। ব্রাহ্মণি, ব্যঞ্জন ভিন্ন অন্ন ঠাকুরকে নিবেদন ক'রে দিতে মন সরবে না, ভিক্ষায় বহির্গত হই, দেখি কোথায় কি পাই। শ্রেষ্ঠীর লোক প্রায়ই তো আসে, আর একদিন বইতো নয়। মুকুন্দ-মুরারির মনে যা আছে তাই হবে, তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঠাকুরের পূজার আয়োজন কর।

[কার্পাসারামের প্রস্থান ;

লক্ষ্মী। এমন দেশও হ'ল! সোমত্ত বৌ-ঝি নিয়ে ঘর করা গরীব গৃহস্থের পক্ষে মহাবিপদের কথা!—রূপ! এই রূপেই যত জ্বালা! ঠাকুর! রূপে যদি এত জ্বালা, তবে মেয়েমানুষকে রূপসী কর কেন? এই পোড়া রূপ না দিলেই বা কি ক্ষতি হ'ত!

জয়শীল শ্রেষ্ঠীর প্রবেশ

লক্ষ্মী। কে তুমি?

জয়। সুন্দরি, বোধ হয় আমার নাম শুনে থাকবে। আমি জয়শীল শ্রেষ্ঠী।

লক্ষ্মী। এখানে কেন ?

জয়। কেন, তাকি জান না ? আমি নিত্য লোক পাঠাই, নিত্য আমার দূতী তোমার কাছে আসে, নিত্য বিফল-মনোরথ হয়ে ফিরে যায়। আমি নিত্য কল্পনায় তোমার মোহিনীমূর্ত্তি দেখি। আগুনে গড়া মূর্ত্তি ! তার কি উত্তাপ ! কি জ্বালা ! থাকতে পারি নি—জ্বালার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য আজ ছুটে এসেছি।

লক্ষ্মী। মহাশয়, আমি কুলস্ত্রী, পরপুরুষের মুখে এ কথা শোনাও আমার মহাপাপ। ভগবানকে ডাকুন, তিনিই আপনার জ্বালা জুড়াবেন। আমার স্বামী গৃহে নাই, আপনি এ স্থান ত্যাগ করুন।

জয়। স্থান ত্যাগ ক'রব ? কোথায় যাব ? আমি যেখানে যাই, তোমার চিন্তা আমার অনুসরণ করে। আমি শয়নে স্বপনে জাগরণে তোমায় দেখি। কবে, কোন্ গোধূলিতে, সিক্তবসনে তোমায় দেখেছিলেম, সময়ের পরিমাণ হারিয়েছি ; সেইদিন থেকে তোমার চিন্তাই আমার ধ্যান জ্ঞান। আমি লোকলজ্জা মানিনি, ধর্ম্মাধর্ম্ম মানিনি, উচিত অনুচিত বিবেচনা করিনি,—প্রাণের তাড়নায় তোমার কাছে লোক পাঠিয়েছিলেম, আজ আর থাকতে পারিনি, নিজে এসেছি—আমায় নিরাশ কোরোনা—আমায় আশ্রয় দাও—আমায় রক্ষা কর।

লক্ষ্মী। মহাশয়, আপনি কাকে কি বলছেন ? একি পাপ ! আমার স্বামী ভিক্ষায় গিয়েছেন। আপনি চোরের ন্যায় এখানে এসে তাঁর অপমান করবেন না।

জয়। সুন্দরি, পৃথিবীর মধ্যে রূপই শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ ; যে দরিদ্র, যে ভিখারী, যার কোন ঐশ্বর্য্য নাই, রমণীর রূপৈশ্বর্য্যে তার অধিকার কি ? তোমার স্বামী ভিখারী, ভিখারীর গৃহে তোমার মত রত্ন শোভা পায়

না। আমি চোর বটে, কিন্তু তোমায় আমি যোগ্যস্থানে নিয়ে যেতে চাই। তুমি আমার বৈভব আমার ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী হও।

লক্ষ্মী। তোমার ঐশ্বর্য্যে আমি পদাঘাত করি, তোমার সম্পদে আমি পদাঘাত করি, তোমার ঐ কুৎসিত মুখে পদাঘাত করি। রমণীর সৌন্দর্য্য যদি ঐশ্বর্য্য হয়, সে ঐশ্বর্য্যে দরিদ্রের অধিকার আছে কিনা সে বিচার করবেন তিনি—যিনি দরিদ্রকে সে ঐশ্বর্য্য দান করেছেন। তোমার মত কাপুরুষের সে বিচার করবার অধিকার নাই।

জয়। অধিকার থাক্ আর না থাক্, এখন তুমি আমার অধিকারে! এ নির্জ্জনে একা পেয়ে তোমায় পরিত্যাগ ক'রে যাব না। তুমি আমার সঙ্গে এস।

লক্ষ্মী। (স্বগতঃ) তাইত, কি ক'রে দুর্ব্বৃত্তের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই! চীৎকার করলেও ভয়ে কেউ আসবে না। সত্যই কি পাপীর পাপস্পর্শে দেহ কলঙ্কিত হবে? ভগবান্!

জয়। নীরব কেন? আমার গৃহে এস।

লক্ষ্মী। (স্বগতঃ) তাইত, পালিয়ে কতদূর যাব? মৃত্যু—মৃত্যু ভিন্ন গতি কি? যখন কোন উপায় নেই, তখন সম্মুখস্থ ঐ কূপই আমার শেষ আশ্রয় হ'ক্।—(প্রকাশ্যে) নরাধম! দুর্ব্বৃত্ত! কাপুরুষ! আমার স্বামীকে বলিস তোর পাপ কথা শোনার প্রায়শ্চিত্ত আমি করেছি, তিনি যেন ঐ কূপ থেকে আমার মৃতদেহ তুলে আমার সৎকার করেন।

[দ্রুত প্রস্থান।

জয়। না না, আমি তোমার মৃত্যুর প্রয়াসী নই, আমার জন্য তুমি আত্মহত্যা কোরোনা। আমি এখনি এ স্থান ত্যাগ করছি, আর আমি তোমায় বিরক্ত করতে আসব না। তুমি বেঁচে থাক, সেই আমার সুখ!

[অপর দিকে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কাবেরী তীর

যামুনাচার্য্য, বররঙ্গ, মাল্যধর, গোষ্ঠীপূর্ণ প্রভৃতি শিষ্যগণ

যামুন। শুন শিষ্যগণ,
বৃথা শোক কর পরিহার।
বহুকাল আছি পান্থবাসে,
আজি আনন্দের দিন—
স্বধামে হে করিব গমন
আনন্দ ভবন—
নিত্য সুখ বিরাজিত যেথা,
নিত্যানন্দে অখণ্ড মিলন,
প্রেম পারাবার—নাহি অবধি যাহার,
লীলার কারণ কভু স্থির, তরঙ্গ-তাড়িত কভু।

বর। বুঝিয়াছি দেব!
মন্দভাগ্য মোরা,
তাই ত্যজিয়া মোদের,
ত্যজি' সংসার আবর্ত্ত,
করেছ মনন দিব্যধামে করিতে গমন!

যামুন। বৎস, ত্যজিব কাহারে?
অনাদি অনন্তকাল হ'তে
গুরু শিষ্য অচ্ছেদ্য বন্ধনে আছি বাঁধা পরস্পরে;

ইহকালে কিংবা পরলোকে
জন্ম জন্মান্তরে কিবা
এ বন্ধন না হবে মোচন।
আমি যাব—আমি রব পুনঃ
অলক্ষ্য বন্ধনে বাঁধা,
নিত্য মুক্ত নিত্য যুক্ত,
রহস্য অপার—আনন্দের সেইত নিদান!
মৃত্যু নহে মৃত্যু মানবের—
মাত্র মোহের বিনাশ, চিদাকাশ স্বপ্রকাশ যাহে!
ওই শুনি দূরাগত সমুদ্র গর্জ্জন,
অসীম অনন্ত বারি করে চল চল
উঠে রোল অবিরাম নামের কল্লোল,
মত্ত প্রাণ সম্মোহন সুরে যার।
ওই নাম—ওই নাম—
নাহি আর নাম বিনা;
নামে বিশ্বের উদ্ভব, নামে পুনঃ লয়
সৃষ্টি স্থিতি নামের বিকাশ;
নাম অমৃত-আধার—নাম-নামী নাহি ভেদ আর!
বল রামকৃষ্ণ কৃষ্ণরাম হরেকৃষ্ণ হরেরাম;
গাও অবিরাম—বিরামবিহীন নাম—
প্রাণারাম এত দিনে মোর। (মহা সমাধি)

গোষ্ঠী। একি! একি! গুরুদেব কি অন্তর্দ্ধান হ'লেন? নিমিষে সব নিস্পন্দ হয়ে গেল!

মাল্য। না না, বোধ হয় সমাধিস্থ হয়েছেন।

বর। না না, এতো মহাসমাধির লক্ষণ দেখছি। দেখলে না? ব্রহ্মরন্ধ্র হ'তে দিব্যজ্যোতি যেন আকাশে মিশিয়ে গেল!

গোষ্ঠী। হায় হায়, কি হ'ল! কি হ'ল! গুরুদেব আমাদের ত্যাগ ক'রে কোথায় গেলেন?

মাল্য। স্থির হও, স্থির হও, গুরুদেব বোধ হয় সমাধিস্থ হ'য়েছেন, এ মহাসমাধি নয়। দেখছ না? সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হয়েছে, কিন্তু দক্ষিণহস্তের তিনটী অঙ্গুলি এখনও মুষ্টিবদ্ধ। মৃত শরীরে তো এরূপ সম্ভবে না!

গোষ্ঠী। তাইত তাইত, কি আশ্চর্য্য! তবে কি এখনও আশা আছে? তাই হ'ক্ তাই হ'ক্। গুরুদেব—গুরুদেব! আমাদের ত্যাগ ক'রে যাবেন না।

বর। গুরুদেবের সবই অলৌকিক, কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা।

গোষ্ঠী। আর বুঝবে কি, আজ আমাদের মস্তকে বজ্রাঘাত হ'ল!

অন্য শিষ্যদ্বয়ের প্রবেশ

১ম শিষ্য। কি সংবাদ? গুরুদেব নাকি—

গোষ্ঠী। ভাই, সর্ব্বনাশ হয়েছে, আজ আমরা পিতৃহীন হ'লেম।

মহাপূর্ণ ও লক্ষ্মণের প্রবেশ

মহা। বররঙ্গ, বররঙ্গ! একি শুনি? সত্যই কি গুরুদেব আমাদের পরিত্যাগ করে গেছেন?

বর। এই যে মহাপূর্ণ! মহাপূর্ণ, ভাই ভাই! সর্ব্বনাশ হয়েছে।

মহা। স্তম্ভচ্যুত হ'ল আজি বিশাল ব্রহ্মাণ্ড
কাল পূর্ণ—

আর কেন, চিতানল কর প্রজ্জ্বলিত,
সে অনলে দিব ছার প্রাণ বিসর্জ্জন।

বর। গুরুদেব—গুরুদেব! আপনার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় মহাপূর্ণ এসেছে, আপনি নীরব কেন?

মহা। আমাকে যে লক্ষ্মণকে আনতে অনুমতি করেছিলেন, সেই লক্ষ্মণ আপনার সম্মুখে। লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ, গুরুদেব ফাঁকি দিয়ে চলে গেছেন।

লক্ষ্মণ। মহাশয় বুঝতে পারছি, এ সকলই আমার অদৃষ্ট! মনে মনে কল্পনা ছিল মহামুনির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করব। সাধ ছিল এঁর পদসেবা ক'রে জীবন সার্থক ক'রব। আমার সে সাধে বাজ প'ড়ল? আমি মহাপাপী, আমার উদ্ধার নাই—এই নিমিত্তই আমাকে না দেখা দিয়ে চলে গেলেন!

বর। ইদানীং কেবল আপনার কথাই বলতেন। গুরুদেবেরও বড় সাধ ছিল আপনি তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইদানীং তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর দিন আগত; সেই জন্য বড় আগ্রহ ক'রে আপনাকে আনবার জন্য মহাপূর্ণকে পাঠিয়েছিলেন। গুরুদেব যাঁকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন তিনি অভাগ্য নন, আমরা এমন অভাগ্য যেন গুরু সেবায় বঞ্চিত হলেম!

লক্ষ্মণ। মহাশয়! আমি অভাজন
হারানিধি হারাইনু বনে—
বড় আশে আসিলাম গুরুর সকাশে,
ছিল আকিঞ্চন সেবি' গুরুর চরণ
পাপক্ষয় করিব আমার,
সে সাধে পড়িল বাদ,
পরমাদ এ হ'তে বা কিবা!

মহাপাপী—কোন কালে নাহিক নিস্তার মোর,
দুর্নিবার নরকের ঘোরে নাহি পরিত্রাণ,
কিবা কাজ এ প্রাণ রাখিয়ে!

মহা। বৎস, আমাদের দেখে শোকাবেগ সম্বরণ কর।

মাল্য। মহাপূর্ণ, আমি এখনও বুঝতে পারছিনা গুরুদেব সত্যসত্যই আমাদের পরিত্যাগ করেছেন কিনা।

মহা। }
লক্ষ্মণ। } কেন? কেন?

মাল্য। মৃত্যুকালে সকল অঙ্গই শিথিল ও বিস্তৃত হয়; কিন্তু দেখ ভাই, মহামুনির দক্ষিণ হস্তের তিনটী অঙ্গুলি এখনও মুষ্টিবদ্ধ।

মহা। সত্যইতো!

লক্ষ্মণ। তাইতো, যতক্ষণ সর্ব্বাঙ্গ শিথিল না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীবনের আশা থাকে। মহাশয়, বলুন বলুন, মুনিবরের অঙ্গুলি স্বভাবতঃ কি এইরূপ মুষ্টিবদ্ধ থাকত?

মাল্য। না, এ ভাব এঁর স্বাভাবিক নয়, মৃত্যুর পরই এ ভাব দেখছি।

লক্ষ্মণ। তাহ'লে আশ্চর্য্যের কথা বটে! তবে শুনেছি মৃত্যুকালে যদি কোন বাসনা অপূর্ণ থাকে, তাহ'লে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে এই ভাব প্রকাশ পায়। মহাশয়, বলতে পারেন এ মহাপুরুষের কি কোন বাসনা অপূর্ণ ছিল? আমার মনে হয় দেহত্যাগের সময় এঁর হৃদয়ে কোন বাসনার উদয় হয়েছিল, এবং সেই নিমিত্তই এখনও প্রাণ নিঃশেষে দেহত্যাগ করেনি।

বর। মহাশয়, আপনার অনুমানই ঠিক। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে তিনি প্রায়ই আক্ষেপ ক'রে বলতেন যে তাঁর তিনটী বাসনা

অপূর্ণ রইল। সমাধিলাভের পূর্ব্বেও তাহা আমাদের নিকট প্রকাশ করেছিলেন। আপনাকে না দেখে দেহত্যাগ করায় তাঁর আক্ষেপ ছিল। তাঁর শ্রীমুখেই শুনেছি আপনিই ভবিষ্যতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতা হবেন।

লক্ষ্মণ। মহাত্মন্, গুরুদেবের শেষ বাসনা তিনটী কি জানতে পারি কি ?

বর। গুরুদেবের প্রথম বাসনা—ব্রহ্মসূত্রের একটী স্বমতানুযায়ী ভাষ্য রচনা করেন। দ্বিতীয় বাসনা—দ্রাবিড় বেদ প্রচার। তৃতীয় বাসনা—মহামুনি পরাশরের নামে একজনের নামকরণ।

লক্ষ্মণ। নহে কার্য্য অসম্ভব মানবের।
গুরুর কৃপায় অজ্ঞ নর দিব্যজ্ঞান পায়,
জড়ে হয় চৈতন্ত উদয়,
মূকে করে শাস্ত্রের বিচার !
মনে মনে যাঁরে গুরু বলি' করিয়াছি স্থির,
অপূর্ণ বাসনা তাঁর—
তাঁহারি কৃপায় যদি পূর্ণ নাহি করিবারে পারি,
কিবা ফল এ দেহ ধারণে !
হে গুরু লীলাময় ভগবান্ নরকলেবরে !
প্রত্যক্ষ সেবায় তব দাসে যদি করিলে বঞ্চিত,
কৃপা করি' কর আশীর্ব্বাদ
জীবনের পরপার হ'তে,
মানবের মোহঘোর করিতে বারণ,
তব শক্তি যেন দেব স্ফূরে এ হৃদয়ে।
তব নাম করিয়ে স্মরণ করি অঙ্গীকার

সর্ব্ব কল্যাণ আকর ব্রহ্মসূত্র—
ব্রহ্মমাত্র বিজ্ঞাপিত যাহে—
করিব তাহার ভাষ্য প্রণয়ন ;
করি' প্রাণপণ করিব সাধন
অজ্ঞান মানব যাহে হয় বিষ্ণুপরায়ণ,
দুর্ল্লভ দ্রাবিড় বেদে হয়ে অধিকারী।
স্মরি' গুরুর চরণ করি পুনঃ পণ
মহামুনি পরাশর জ্ঞানের আকর
কৃপায় যাঁহার সুলভ দুর্ল্লভ ব্রহ্মজ্ঞান,
তাঁহার সে চির শুভ্র চিরপুণ্য নামে
অভিহিত করিব হে কোন এক বৈষ্ণব তনয়,
ক্ষুদ্র বীজ—আশীর্ব্বাদে তব
ভবিষ্যতে মহাদ্রুমে হবে পরিণত।

আকাশবাণী। বৎস! পূর্ণ সাধ, পূর্ণ মনস্কাম।
করি আশীর্ব্বাদ হও নিত্য জয়যুক্ত তুমি।
আসন আমার করিয়া গ্রহণ
হও তুমি বৈষ্ণব-পালক।

নর। আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য! আর গুরুদেবের অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ নাই। আপনারই প্রভাবে গুরুদেবের শেষ বাসনাগুলি পূর্ণ হবে। আপনিই আজ থেকে এ প্রদেশে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কর্ণধার হ'ন্।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

লক্ষ্মণের বাটীর নিকটস্থ কূপ

গ্রাম্য স্ত্রীলোকগণ

(গীত)

গোঁয়ার গোপ কুঙার হাম্‌সে অবলানারী।
মারহ কুঙ্কুম কালা না মার পিচ্‌কারী॥
তু শঠ লম্পট, না মান পথঘাট,
ননদী নাগিনী-বোল্ কেয়সে সামহারি॥

[প্রস্থান।

চমস্থা ও প্রতিবেশিনীর প্রবেশ

প্রতি। ওমা, আমি এই দুবছর ছিলুম না, এর ভেতর এত কাণ্ড হ'য়ে গিয়েছে! তোর শাশুড়ী গেল কিসে!

চমস্থা। মাগী মনের দুঃখে পুড়ে পুড়ে খাক্ হয়েই ছিল, কত আর সইবে বল? দু'দিনের জ্বরেই গেল।

প্রতি। আহা! তোর দুঃখ মনে কল্লে বুক ফেটে মরি। এমন সোণার বরণ, হাবেতের ঘরে পড়ে কালী বেটে গিয়েছে! ভাতারৃতির মাগ তোরা, হেসে খেলে নেচে কুঁদে বেড়াবি—না সোয়ামী থাকতে এই

ক্লেশ?—আমাদের যেন ভগবান হাত দু'খানা বেঁখারী করেছেন—সাধও নেই—আহ্লাদও নেই!

চমস্বা। পোড়া কপাল অদৃষ্টের! সোয়ামী! সোয়ামী ত দিন রাত পুঁথি আর পুঁথি, এই নিয়েই আছেন। মা ম'রে পর্য্যন্ত কিছু বাড়াবাড়ি। এক চাকরী জুটেছে—বরদরাজের মাথায় কলসী কলসী জল ঢালা! নিজের মাথায় ঢাললেও মাথা ঠাণ্ডা হ'ত। ঘর সংসার দেখা নেই—আমি একটা সোমত্ত মাগী—আমি মলুম কি বাঁচলুম তার একটা খবর নেওয়া নেই—খালি পুঁথির শ্রাদ্ধ আর বরদরাজের পিণ্ডি! আরও দুঃখের উপর দুঃখ মা—ঘরে এক গুরু পুষেছেন। তাও কি একলা—মিন্সেতে মাগীতে কি মন্তর দিয়েছে—দু'বেলা তাদের পিণ্ডি চট্‌কাও—সেবা কর! কথার ওপর কথা কবার যো নেই—হাড়ে নাড়ে জ্ব'লে মলুম মা, হাড়ে নাড়ে জ্ব'লে মলুম। এর চেয়ে বাপ মা ছেলেবেলায় নুন গিলিয়ে মারেনি কেন!

প্রতি। হাঁ ভাল কথা, ও মাগী মিন্সে দুটো কে?

চমস্বা। গুরু গো! গুরু! লোকেতো গরু পোষে চিরকাল শুনে আসছি, এমন কোথাও শুনেছ মা বাড়ীতে কেউ গুরু পোষে! ধর্ম্ম কি কাউকে করতে দেখিনি? আমরাও ত বামুনের মেয়ে, ধর্ম্ম ত আমাদের আঁচলে বাঁধা, কিন্তু মা—এমন বাড়াবাড়ি ত দেখিনি। আপনি খেতে ঠাঁই পায় না আবার শঙ্করা হ'ল সাথি—পোড়া কপাল অদৃষ্টের! খ্যাংরা মারি—খ্যাংরা মারি!

প্রতি। তা বাছা যাই বল, তোমার কিন্তু খুব সহ্যি গুণ! মুখটি বুজে এই আপদের পিণ্ডি চটকান। আমরা হ'লে এদ্দিন অমন গুরুর গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে আসতুম। গুরু কি আমাদের নেই? গুরু কাণে মন্তর দিলে, বছর অন্তর এল—টাকাটা সিকেটা, কাপড়টা চোপড়টা,

না হয় বড় জোর ছেরাদ্দের দান ঘট্‌টে বাট্‌টে দিলুম—পায়ের ধূলো নিলুম, ভক্তি করলুম, বাস্—গুরুর সঙ্গে রোক শোধ। তা নয়, শিষ্যের বাড়ীতে গোড়া গেড়ে বসা! দেশে বুঝি ছাই জোটে না, তাই মরতে এসেছেন এখানে!

চমম্বা। এই বলত মা বলত! আর কি সহ্যি হয়? সোয়ামীর আদর যে কি কিছুই বুঝলুম না। সম্পর্ক কেবল ভাত রাঁধবার সময় আর বাসন মাজবার সময়। তার উপরে শুধু কি এই হাড় জ্বালানে গুরু মা? এর ওপর অতিথি আছেন—ফকীর আছেন—নাগা আছেন—সন্ন্যাসী আছেন। রাস্তার পাগলগুলোকে ধ'রে নিয়ে এসে সে আদর কি! যত্ন কি! ঐ আছে এক মুখপোড়া কাঞ্চীপূর্ণ—

প্রতি। ওমা, সেই পাগলাটা? সে ময়না এখনও আছে?

চমম্বা। থাকবে না ত আমার মাথা চিবিয়ে খাবে কে? ঐ মিন্সে ত আমার কপালে আগুন জ্বালালে! ফিস্ ফিস্ ক'রে কি মন্তর দেয় আর ঘর সংসার ভাসিয়ে দিয়ে ধেই ধেই করে নেত্য করতে থাকে। সন্ন্যাসী হবেন—তপিস্যে করবেন—নে নে ক'রে নে—এমন পরিবার পেয়েছিলি—তাই সবই শোভা পাচ্ছে—পড়তেন আর কারও হাতে, ত মজাটা টের পেতেন।

প্রতি। তা আমি বলি এক কাজ কর্। সোয়ামী যখন হুড়কো তখন ওযুধ কর্—গুণ জ্ঞান কর্—নইলে কদ্দিন এমন ক'রে জ্বলবি বল্। আর বাড়ী থেকে সদাব্রত তুলে দে! মুখ ধরলে আর গুরু ক'দিন থাকে বল্।

চমম্বা। তোমার মত হিতৈষী কে আছে মা—যে আমার হ'য়ে টেনে দু'কথা বলে—কি একটা উপদেশ দেয়।

প্রতি। উচিত কথা না ব'লে থাকতে পারি নি, এর আবার হিতৈষী কি! আমার নাম কল্যাণী, আমি কাজেও কল্যাণী। আমি গাঁয়ে

এতদিন থাকলে লক্ষ্মণকে কি এতটা ব’য়ে যেতে দিতুম? যাই মা, কথায় কথায় বেলা হ’ল। জল নিয়ে যাব তবে ঠাকুর পূজো হবে।

[জল লইয়া প্রস্থান।

চমম্বা। আজ যা হয় এর একটা বিহিত ক’রব। সত্যিই ত, নিজের ঘরে নিজে চোর হ’য়ে থাক্‌ব কেন? যারা আমার স্বামীকে পর করেছে, তাদের সঙ্গে সম্বন্ধ কি? নিজের কথা যখন ভাবি, মাথায় আগুন জ্বলে! এরা পাঁচজনে আমার স্বামীকে পর করলে, আমার সুখের সংসারে আগুন জেলে দিলে! মনে হয় আমি যেমন পুড়ছি, সৃষ্টি সংসার তেমনি আগুন জেলে পুড়িয়ে দিই! এমন কপালও করেছিলুম! আমার এমন স্বামী পর হ’ল! কোন্ বিধাতা পুরুষ কপালে এমন লিখেছিল, একবার দেখা পাই ত খেঙ্‌রে তার বেটেরা পূজোর দিনের লেখা ঘুচিয়ে দিই।

মহাপূর্ণের স্ত্রীর প্রবেশ

মহা-স্ত্রী। বেলা হয়ে গিয়েছে। জল নিয়ে গেলে তবে তিনি স্নান করবেন। এই যে বউ মা জল নিতে এসেছে। চল মা তাড়াতাড়ি এক কলসী জল নিয়ে যাই। (কূপ হইতে জল তুলিলেন)

চমম্বা। দেখ দেখ এ সব মাটি করলে? এক কলসি জল গোল্লায় দিলে? আমি মরছি তাড়াতাড়ি ক’রে, তা নয় উনো কাজ দুনো! আবার নাইতে হবে তবে জল নিয়ে যাব।

মহা-স্ত্রী। কেন মা কি হ’ল?

চমম্বা। ঠেকারে যে চোখে দেখ্‌তে পাও না দেখছি। কি হ’ল চোখের মাথা খেয়ে দেখতে পেলে না? তোমার কলসীর জল চল্‌কে আমার কলসীতে পড়ল। ও জলে রান্না হবে, না ঠাকুর পূজো হবে?

মহা-স্ত্রী। কেন মা তাতে দোষ হ'ল কি? আমি ত অজাতের মেয়ে নই যে আমার কলসীর জল পড়েছে ব'লে তোমার কলসীর জল নষ্ট হবে। আমিও ত মা বামুনের মেয়ে বামুনের স্ত্রী। আমার স্বামী লক্ষ্মণের গুরু। আমার ছোঁয়া জলে তোমার রান্না হবে না? তোমার স্বামী ত' আমাদের পাতের প্রসাদ ভিন্ন কিছুই খায় না।

চমম্বা। ঐ পেসাদ খেয়ে খেয়েই ত মাথায় তুলেছে। অজাত কি না কে জানে? গলায় একগাছা দড়ি থাকলেই বুঝি বামুন হয়? আমার বাপের বাড়ীর দেশে মুচিতেও গলায় দড়ি দেয়। তাই ব'লে কি তাদের বামুন ব'লে মানতে হবে?

মহা-স্ত্রী। না মা আমরা মুচির বামুন নই। তোমরাও যে বামুন আমরাও সেই বামুন।

চমম্বা। ইস্ এ যে ভারি তেজের কথা দেখছি। আমরাও যে বামুন ওঁরাও সে বামুন। আমার বাপকে ছুঁলে লোকে বামুন হয়। তাঁর মত কুলীন এদেশে আছে কে? তাঁর সঙ্গে তুলনা!

মহা-স্ত্রী। মা তুমি অন্যায় রাগ ক'রছ। আমার ছোঁয়া জলে যদি তোমার জল নষ্ট হ'য়ে থাকে, কি করব মা যা হ'য়ে গিয়েছে তার আর উপায় নেই—তুমি কিছু মনে কোর না, আমায় মাপ কর।

চমম্বা। ইস্ আবার ঠাট্টা করা হচ্ছে। মাপ আমি ক'রব কি? মাপ করবার জন্যই ত তোমরা এসে জুটেছ। একটু সমিহ নেই? এত কিসের তেজ? দর্পহারী আছেন, এ তেজ থাকবে না, এ তেজ থাকবে না। দু'বেলা কাঁড়ি গিলছেন আর অহঙ্কারে মট্‌মট্ করছেন। কার খাস্ তা জানিস্?

মহা-স্ত্রী। এ আর বেশী কথা কি মা? তোমাদেরই ত খাই। তোমাদের অহঙ্কারেই আমার অহঙ্কার। তোমাদের তেজেই আমার

তেজ। তোমাদের বাড়বাড়ন্ত হ'ক। তোমাদের ভাল দেখে অহঙ্কারে আমার বুক দশ হাত ফুলে উঠুক। লক্ষ্মণ শুধু আমাদের শিষ্য নয়, সে আমার পেটের ছেলের চেয়েও বড়। তুমি ভাগ্যবতী তার স্ত্রী। তুমি আমার নিত্য আশীর্ব্বাদের পাত্রী, তোমার সঙ্গে কলহ করা আমার সম্বন্ধ নয়।

[প্রস্থান।

চমন্বা। মর্ মর্ মর্ আস্পর্দ্ধা দেখ। চামারের বামুন আমায় আবার আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছেন। এমন বেহায়া ত আর কখন দেখিনি! রাগে না? এমন পোড়া অদেষ্টও ক'রেছিলুম যে ঝগড়া করেও সুখী হলুম না? পোড়া কপাল বরাতের!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

লক্ষ্মণের বাটী

মহাপূর্ণ ও লক্ষ্মণ

লক্ষ্মণ। হে গুরু! নহে শান্ত অশান্ত হৃদয়
দাবানল দহে হৃদিস্থল।
বিষয় বাসনা, মায়ার তাড়না
নিত্য বল কত সহি আর।
নিত্য জপ যাগ ধ্যান—
সম হস্তী-স্নান বিফল সকলি।
বিফল এ জীবন ধারণ—বিফল প্রয়াস
হায় হায় নাহি হল ইষ্ট দরশন!

কৃষ্ণ নামে প্রেমে অশ্রু নাহি ঝরে নয়নে আমার,
আনন্দ হিল্লোলে কণ্টকিত নাহি হয় কলেবর,
আদরে সে নাম করিতে নারি!
আজি শুভদিন উৎসব হোলীর,
মনে মনে করেছি কামনা,
গুরু তুমি তব পদে সমর্পিব বিষয় বাসনা
সিদ্ধ মন্ত্র করিব গ্রহণ
হে গোঁসাই তোমার সদন,
ইষ্ট সিদ্ধি যাহে হয় মম।

মহা। বৎস! তোমার এই সরল আগ্রহই তোমার ইষ্টদর্শনের হেতু হবে। গুরুর কৃপায় আমি যে মন্ত্র জানি তা তোমাকে প্রদান করেছি, যদি সিদ্ধ মন্ত্রের অভিলাষী হও, গোষ্ঠীপূর্ণের নিকট গমন কর, তোমার উচ্চ কামনা পূর্ণ হবে। গুরুদেব অধিকারী ভেদে মন্ত্র প্রদান কর্ত্তেন। গোষ্ঠীপূর্ণ উচ্চ অধিকারী, সেই আমাদের মধ্যে গুরুদেবের নিকট সিদ্ধ মন্ত্র প্রাপ্ত হয়েছে।

লক্ষ্মণ। দেব, আর আমার সঙ্গে ছলনা করবেন না। আমি সংসারের বাতাস আর সহ্য কর্ত্তে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে, এই মুহূর্ত্তে যদি মরি—তাহ'লে আর ভগবদ্দর্শন হ'ল না। এ অসার মেদ-অস্থির সমষ্টি দেহ ধারণে কি ফল? পরম সুখের আস্বাদনেই যদি বঞ্চিত হলেম, তবে সংসারে অনিত্য সুখের আশায় বিব্রত হ'য়ে কি লাভ?

মহা। বৎস, এ সংসারে কিছুই বৃথা নয়! এই অনিত্য সংসার সুখ—অতৃপ্ত সংসার সুখ হ'তেই নিত্য সুখাস্বাদনের আগ্রহ জন্মায়। দেখ মানুষ জন্মেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হয় না। অনিত্য সংসারে—মায়ার ক্রোড়ে আশ্রয় পেয়েই তাকে বড় হ'তে হয়, ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে

সে জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়। অনিত্য সুখের আস্বাদ ক'রেই বোঝে, যে এই সুখ—আবার এই সুখের অভাবেই দুঃখ। এই দুঃখ থেকেই নিত্য সুখ লাভের জন্য মানুষের আগ্রহের উদ্দীপনা! তোমার এই সংসার-বিরাগজনিত দুঃখই পরম সুখধামের পথ প্রদর্শক হবে। তুমি সরল-চিত্ত—আমার বিশ্বাস অচিরেই তুমি ইষ্ট দর্শন করবে।

লক্ষ্মণ। আপনার আশীর্ব্বাদই আমার একমাত্র আশ্বাস। কিন্তু গুরু আজ শুভদিন, আজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ফাগুয়া উৎসব; আজ নব বস্ত্রে গুরু পূজা ক'রে গুরুর চরণে আবীর উৎসর্গ ক'রে ধন্য হব। গুরুদেব অনুমতি করুন, আমি গুরু পূজার আয়োজন করি।

মহা। বৎস, তোমার যেরূপ অভিরুচি।

[লক্ষ্মণের প্রস্থান

মহা। নহে বহুদিন আর!
উষার কনক-ছটা ধীরে ফোটে উদয় অচলে।
গৈরিক বসন পরি'
জাগে রবি ত্যাগের মূরতি,
বিদূরিত ভ্রান্তি রাতি,
মোহনিদ্রা দুরাশা স্বপন!
উচ্চ উদ্দীপন—
ইষ্ট দরশন সাধ
কৃষ্ণের কৃপায় অকপট হৃদে দেছে দেখা,
ধন্য আমি—গুরু আজি এ হেন শিষ্যের
বিশ্বের কল্যাণ নিহিত অন্তরে যার।
ধন্য ধরা অমূল্য রত্নের এই উদ্ভব আকর।

মহাপূর্ণের স্ত্রীর প্রবেশ

একি ব্রাহ্মণি, তোমার এমন ম্লান মুখ কেন? নীরব কেন? ও কি তুমি রোদন কচ্ছ? কি হ'য়েছে বল?

মহা-স্ত্রী। এ মায়া পাশ ছিন্ন করব মনে কর্ত্তেও ক্লেশ হচ্ছে। লক্ষ্মণ আমার পুত্রের অধিক। কিন্তু দেব, আর এখানে থাকা আমাদের উচিত নয়। অন্তর দুর্ব্বল! কথার আঘাতে সে এখনও ব্যথিত হয়। কিন্তু তাতে শিষ্যের অকল্যাণ। দেব, যত সত্বর হয় এ দেশ পরিত্যাগ করুন।

মহা। কেন, কি হ'য়েছে?

মহা-স্ত্রী। লক্ষ্মণের স্ত্রী বালিকা! লক্ষ্মণ সর্ব্বদা দেব-সেবায়, অধ্যয়নে, শাস্ত্র পাঠে ব্যস্ত থাকে, বৌমা মনে করেন আমাদেরই পরামর্শে লক্ষ্মণ এইরূপ করে। তাঁর মনে ধারণা, আমরাই তাঁর স্বামী-সঙ্গলাভের অন্তরায়। কথায় কথায় তিনি কলহ করেন—উচ্চ নীচ কথা বলেন; আজ প্রভাতে স্বামী-নিন্দা পর্য্যন্ত তাঁর মুখে শুন্‌তে হয়েছে। কিন্তু তাতেও আক্ষেপ ছিল না—আক্ষেপ আজ আমার মন আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। আমি অনেক কষ্টে দুর্ব্বল মনকে দমন করেছি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছি—স্ত্রীলোকের মন, এখনও সম্পূর্ণ বশীভূত নয়, তাই আমার চক্ষে জল! আমি আর একটু হ'লে হয়ত ক্রোধে তাকে কটু বলতেম—অভিশাপ দিতেম—তার মহা অনিষ্টের কারণ হতেম—দেব, এ স্থান ত্যাগ করুন।

মহা। হুঁ! লক্ষ্মণকে—

মহা-স্ত্রী। না, লক্ষ্মণকে জানতে দেওয়া হবে না। লক্ষ্মণ বারণ কল্লে হয়ত যেতে পারব না। কিন্তু আমরা এখানে আর থাকায় লক্ষ্মণের অমঙ্গল সম্ভাবনা। লক্ষ্মণের কল্যাণের জন্য বলছি—এ গৃহ ত্যাগ করুন—এ দেশ ত্যাগ করুন—চলুন আমরা পুনরায় শ্রীরঙ্গমে যাই।

চমস্বার প্রবেশ

চমস্বা। আ মরি—আবার স্বোয়ামীর কাছে এসে হাত পা নেড়ে লাগান হ'চ্ছে! ঢং দেখনা! জলে থাকেন, কুমীরকে অগ্রাহ্যি!

[প্রস্থান।

মহা। কি আশ্চর্য্য! এই মহাপুরুষের এই কলহপ্রিয়া স্ত্রী। অগ্নির বক্ষে স্থান পেয়েও স্বর্ণের মালিন্য এখনও যায়নি। কিন্তু যাবে, বিলম্ব নাই! সংসারে কিছুই বৃথা নয়। ব্রাহ্মণি, আনন্দ কর—বধূমাতাকে আশীর্ব্বাদ কর, তাঁর চিত্তমালিন্য দূর হ'ক—তোমার আশীর্ব্বাদ কখনও নিষ্ফল হবে না। লক্ষ্মণের স্ত্রী, আমার বৌমা। আপাততঃ কষ্টকর ব্যাধির যন্ত্রণা পীড়াদায়ক, চিকিৎসার বিধান ততোধিক কঠোর। তা হ'ক্, স্বর্ণের মালিন্য যাবে, মা আমার শুদ্ধাসত্ত্ব মূর্ত্তিতে সংসারে ভক্তির প্রবাহ আনবেন। ব্রাহ্মণি—আশীর্ব্বাদ কর—আশীর্ব্বাদ কর।

মহা-স্ত্রী। হে স্বামিন্, হে গৃহদেবতা, হে বাসুকি, হে ইন্দ্রাদি দিক্-পালগণ, হে ভূস্বামি, হে সর্ব্বকল্যাণ-আকর নারায়ণ, আমার শিষ্যের কল্যাণ বিধান কর। তোমাদের আশীর্ব্বাদে আমার লক্ষ্মণ ও তার স্ত্রীর মঙ্গল হ'ক, মঙ্গল হ'ক, মঙ্গল হ'ক। চলুন দেব, যাত্রার বিলম্ব কি?

মহা। বিলম্ব কি? ব্রাহ্মণ চিরদিনই নিঃসম্বল, চিরদিনই মুক্তগতি, চিরদিনই স্বচ্ছন্দচারী, বিলম্ব কি—চল। বধূমাতাকে বলে যাওয়া বিধেয়। তুমি তাঁকে বলে এস। আমি পথে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

[প্রস্থান।

চমস্বার প্রবেশ

মহা-স্ত্রী। এই যে মা! লক্ষ্মণকে বোলো, আমরা স্বদেশে চল্লেম অনেকদিন সেখানকার খবর নিইনি। এখনি যাত্রা ক'রব।

চমম্বা। বেশ।—(মহাপূর্ণের স্ত্রীর প্রস্থান)। হাড়ে বাতাস লাগল! হাড় জ্বালাচ্ছেন, মাস জ্বালাচ্ছেন. সইতে না পেরে আজ দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছি! এদের জন্যেইতো আমার স্বামী পর। দেখি এবার সোয়ামী আপনার হয় কি না!

জনৈক ভিখারীর প্রবেশ

ভিখারী। জয় হ'ক্!

চমম্বা। আ মর! এ ঘাটের মড়া আবার কোত্থেকে এল! এক পাপ বিদেয় হ'তে না হ'তে, তুই আবার কেরে, সকাল বেলা 'জয় হ'ক' ব'লে এসে গেরস্থর বাড়ীতে ঢুক্‌লি?

ভিখারী। তিন দিন খাইনি, কথা কবার শক্তি নেই, তোমার স্বামী হাটে যাচ্ছিলেন, পথে তাঁর সঙ্গে দেখা। তিনিই আমায় পাঠিয়ে দিলেন। কিছু খেতে দাও মা, ব্রাহ্মণ অনাহার।

চমম্বা। আঃ! আহার বড় সস্তা, না? স্বামীর কি? বাড়ীতে অতিথিশালা খুলেছেন! আমি আছি কেবল পিণ্ডি সিদ্ধ করতে! যা যা—আমার এখন মাথা ঘুরছে, আমার এখন ওসব ঢং ভাল লাগেনা।

ভিখারী। মা, তোমার ঘরে যা থাকে—একমুটো বাসি ভাত—একমুটো চানা—একমুটো ছাতু—যা থাকে, কিছু খেয়ে একটু জল খাই।

চমম্বা। কোথাকার পাপ আবার মরতে এল রে সকালে! আমার মাথামুড় খুঁড়ে মরতে ইচ্ছা করছে। এমন সোয়ামীর ঘরেও প'ড়েছিলুম, আমায় দ'গ্ধে মারলে!

ভিখারী। কি মা, কিছু খেতে দেবে?

চমম্বা। ওরে বাপু, না—না—না। গাঁয়ে এত বড়লোকের বাড়ী

আছে, সেখানে যানা। আমরা দীন দুঃখী গেরস্থ, আমাদের কি এ অতিথিশালা? এখানে কিছু হবে না, অন্য বাড়ী গিয়ে দেখ্।

ভিখারী। হাঁ মা, তোমার স্বামী তোমায় জানেন, জেনে শুনে আমায় এখানে পাঠিয়েছেন, আশ্চর্য্য! যাক্ মা, আর কথায় কাজ নেই, আমি যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

চমন্বা। যাই, খিড়কী দিয়ে একবার কল্যাণী পিসীর বাড়ী যাই, তাকে এই সু-খবরটা দিয়ে রান্না চড়াইগে।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। আহা দরিদ্র ব্রাহ্মণ—তিন দিন অনাহার! সব কষ্ট সহ্য করা যায়, কিন্তু অনাহারের ক্লেশ কি ভয়ানক! ব্রাহ্মণকে আমার বাড়ী পাঠিয়েছি, বোধ হয় ব্রাহ্মণ আহার ক'রে চলে গেছেন! ব্রাহ্মণি—ব্রাহ্মণি—কেউ উত্তর দেয় না কেন? গুরুদেব তো গৃহে ছিলেন, তিনিই বা কোথায়? বোধ হয় স্নানার্থ গিয়ে থাক্বেন। ব্রাহ্মণি! ব্রাহ্মণি!

চমন্বার প্রবেশ

চমন্বা। আমায় ডাকছিলে?

লক্ষ্মণ। হাঁ; এই নাও গুরুপূজার উপচার। তুমি আয়োজন কর, আমি স্নান ক'রে বরদরাজকে স্নান করিয়ে এখনি আসছি। যে অতিথিকে পাঠিয়েছিলেম, বোধ হয় তার সেবা হয়েছে। আজ গুরুপূজার প্রারম্ভেই অতিথির পূজা—মহা শুভদিন!

চমন্বা। গুরুপূজা করবে? গুরু কোথায়? তিনি তো চলে গিয়েছেন।

লক্ষ্মণ। চলে গিয়েছেন? কোথায়?

চমম্বা। তাঁর দেশে।

লক্ষ্মণ। দেশে? হঠাৎ? কৈ আমায় তো ঘুণাক্ষরেও বলেন নি; আমি যে তাঁরই অনুমতি নিয়ে গুরুপূজার আয়োজন করতে গিয়েছিলেম, তিনি চলে গেলেন!

চমম্বা। গেলেন, তার আমি কি ক'রব? তা আমাকে কি বলবে বল?

লক্ষ্মণ। চলে গেলেন! কি মহা অপরাধ করেছি যে গুরুদেব আমায় না ব'লে এখান থেকে চলে যাবেন? তোমায়ও কিছু বলে যান নি? তুমি জানলে কেমন ক'রে যে তিনি চলে গিয়েছেন?

চমম্বা। তবে বলি; আর বলবই বা না কেন? এর আর লুকোছাপা কি, চুরীতো আর করিনি? আমিই বা কত সইব? আমার সঙ্গে ঝগড়া করেই তো এখান থেকে গেল।

লক্ষ্মণ। তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে? কে?

চমম্বা। ঐ তোমার গুরুর স্ত্রী। আমি মন্দটা কি বলেছিলুম? জল তুলতে তার কলসীর জল আমার কলসীতে লাগে, তাই মিনতি ক'রে বল্লুম, 'মা একটু সাবধান হয়ে জল তুললেই তো হয়'—এই আমায় দু'শো কথা শুনিয়ে সোয়ামী স্ত্রীতে ফরফরিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। এদ্দিন যে সেবা করলুম তার শোধ দেওয়া তো চাই! এ রকম করে না গেলে আমার আর খোয়ার হয় কিসে বল? জানি, শেষতো আমিই দোষী হব।

লক্ষ্মণ। কি করলে! কি সর্ব্বনাশ করলে! কি কটু বলেছ? কি মর্ম্মান্তিক বলেছ? হায় হায়! আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল—কি সর্ব্বনাশ হ'ল! গুরুদেব আমায় পরিত্যাগ ক'রে গেলেন।—আর তুমি আমার

স্ত্রী—আমার সহধর্ম্মিণী, তুমিই তার কারণ? হায় হায়! মৃত্যুতেও যে এর প্রায়শ্চিত্ত হবে না! পাপীয়সি, কি করলি? কি করলি?

চমস্বা। জানি, আমি তো কারণ হবই—সে আমি 'রাম না হতে রামায়ণ' লিখে রেখেছি। আমার মরণ নেই, তাই আমার এই খোয়ার! তা, আমায় বিদেয় ক'রে গুরু নিয়েই থাক, আমি সইতে পারব না, স্পষ্ট বলছি! ইঃ গো! সইব কেন? আমার কি আর কোন চুলো নেই? দাওনা, আমার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাওনা—আমিও নিশ্চিন্দি হই, তুমিও নিশ্চিন্দি হও। পেটে জায়গা দিয়েছে, হাঁড়িতে জায়গা দিতে পারবে না? দাওনা আমায় পাঠিয়ে; তোমার গুরুর মুখে, বরদরাজের মুখে আগুন জ্বেলে দিয়ে এ দেশ ছেড়ে চলে যাই।

লক্ষ্মণ। আরে দুষ্টা! এখনও তোর রসনা সংযত নয়? গুরুর প্রতি, ভগবানের প্রতি এখনও কটূক্তি? ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ ক'রে তোর এই ম্লেচ্ছাচার! পরজন্মে যেন ম্লেচ্ছের ঘরে তুই জন্মগ্রহণ করিস!

চমস্বা। আবার গালাগাল? আজ পিণ্ডি গেলাব ভাল ক'রে!

[প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। হায় হায়! বিশ্ব আজি বিরূপ আমার!
মহাপাপী—তাই গুরু ত্যজিলেন মোরে!
পাপের সংসার—অশান্তি আগার—
বিষদন্ত নারী তাহে কালকূট করে উদ্গীরণ!
নারী পাপ সহচরী—মোহ-ঘোরে ডুবাইতে নরে
নরক দুস্তরে ফেরে মোহিনী মূরতি ধরি'!
নারী ক্ষণিকের আলোক বিকাশ,
মাত্র অন্ধকার করিতে সৃজন—
বিধাতার অপূর্ব্ব গঠন,—

সঙ্গ তার ত্যজিতে উচিত।
দেখি কতদূর গিয়াছেন গুরু,
যদি নাহি পাই দরশন তাঁর,
এ জীবনে কিবা ফল আর!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজপথ

জনৈক ভিখারী

ভিখারী। কেউ একমুঠো খেতে দিলে না! আর পারিনা! যার বাড়ী যাই, সেই দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেয়! দেশ বিদেশ সব সমান! আজ দেখছি অন্নাভাবে রাস্তায় পড়ে মর্‌তে হ'ল।

লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। কোন্ দিকে গেলেন যদি কেউ আমাকে বলে, আমি ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরি! কোন্ দিকে? কোন্ দিকে? (ভিখারীকে দেখিয়া) একি! ব্রাহ্মণ, তুমি এখনও কাঁপছ যে? তোমার আহার হয়নি? আমার গৃহে যাওনি? বাড়ী খুঁজে পাওনি বুঝি?

ভিখারী। ওঃ—তুমিই সেই, না? তোমার বাড়ী ব'লে দিয়ে হাটে গেলে! বেশ বাড়ী বলে দিয়েছিলে! সে বাড়ী, না গাছতলা?

লক্ষ্মণ। সে কি? কেন?

ভিখারী। অমন মুখরা স্ত্রী যে বাড়ীতে থাকে, সে বাড়ী নয়—গাছতলা! তাও নয়, গাছও আশ্রয় দেয়—সে তারও অধম—কাঁটাবন!

লক্ষ্মণ। সে কি? তুমি আমার বাড়ী গিয়েছিলে? অভুক্ত হয়ে সেখান থেকে ফিরে এসেছ?

ভিখারী। অভুক্ত কেন? পেট পুরে খেয়েছি! তবে, শুধু গালা-গালি! প্রহার বাকী।

লক্ষ্মণ। বুঝেছি ব্রাহ্মণ, আর ব'লতে হবে না। সত্যই সে বাড়ী বাড়ী নয়—কাঁটাবন! আজ কণ্টকবৃক্ষের উচ্ছেদ ক'রব। যে গৃহ গুরু কর্তৃক পরিত্যক্ত, সে গৃহ গৃহ নয় - শ্মশান! যে গৃহ হ'তে অভুক্ত অতিথি ফেরে, সে গৃহ গৃহ নয়—নরক! যে গৃহে দয়া-মমতাহীনা মুখরা স্ত্রীর বাস, সে গৃহ গৃহ নয়—প্রেতিনীর লীলাভূমি! আজই সে গৃহের উচ্ছেদ করব! গুরু! তুমি ত্যাগ করেছ, বুঝতে পারছি, কেন! ব্রাহ্মণ, অভুক্ত তুমি আমার গৃহ হ'তে ফিরে এসেছ, বুঝতে পারছি, কেন! বন্ধন ছিন্ন করতে হবে। এস ব্রাহ্মণ, তোমার আহারের উদ্যোগ করিগে।

ভিখারী। না, না খেয়ে মরি, আর সে বাড়ীতে যাবনা। দেশে অকাল, তাই দেশ ছেড়ে এখানে এসেছিলেম; মনে করেছিলেম এখানে এসে খেতে পাব। গরীবের বরাত সঙ্গে সঙ্গে ফেরে! সেখানেও হা অন্ন, এখানেও হা অন্ন!

লক্ষ্মণ। তোমার দেশ কোথায়?

ভিখারী। তিরুপল্লী।

লক্ষ্মণ। তিরুপল্লী? (স্বগত) সেখানে তো আমার স্ত্রীর পিত্রালয়। উত্তম সুযোগ! এই ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ্য করেই আজ গ্রহমুক্ত হব। (প্রকাশ্যে) শোন ব্রাহ্মণ! তোমার যেখানে দেশ, সেখানে আমার স্ত্রীর পিত্রালয়। তুমি এক কাজ কর, আমার স্ত্রীকে সঙ্গে ক'রে সেখানে নিয়ে যাও, অনাহারের ক্লেশ আর তোমাকে সহ্য করতে হবে না।

ভিখারী। সে কি!

লক্ষ্মণ। হাঁ, আমি তোমায় একখানি পত্র দেব; সেই পত্র তুমি আমার স্ত্রীকে দেবে, বলবে তার পিত্রালয় হ'তে তুমি এসেছ, তাকে লয়ে যেতে। এবারে আর অনাদরে ফিরতে হবে না, পরম যত্নে আমার বাড়ী আহার ক'রে আমার স্ত্রীকে সঙ্গে লয়ে যাবে। দেখ, আমার এ উপকার তুমি করতে পারবে না?

ভিখারী। তা আর পারব না? তবে, মিথ্যা কথা—

লক্ষ্মণ। হ'ক্ মিথ্যা কথা। লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের আজ্ঞায় মা জানকীর সঙ্গে ছলনা করেছিলেন, মিথ্যা বলেছিলেন। আমি কর্ত্তব্যের আজ্ঞায় আমার পিতৃপুরুষের পুণ্যের বিঘ্ন—ধর্ম্মের বিঘ্ন—মুখরা স্ত্রীর সঙ্গে ছলনা ক'রব তাতে কোন দোষ নাই। ব্রাহ্মণ! এ মিথ্যার পাপ আমার, তোমার নয়। তুমি আমার সঙ্গে এস, আমি পত্র লিখে দিই।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

যাদবপ্রকাশের কুটীর সম্মুখ

শিষ্যগণ

১ম শিষ্য। হঠাৎ গুরুদেবের এ ভাবান্তরের কারণ কি?

২য় শিষ্য। কিছুই তো বুঝতে পারছিনি। গঙ্গাস্নান থেকে ফিরে এসে বেশ উৎসাহের সঙ্গে অধ্যাপনা কার্য্য করছিলেন। তারপর লক্ষ্মণের সঙ্গে দেখা হবার পরে এই ভাবান্তর। তাকে দেখেই গুরুদেবের মুখ অকস্মাৎ বিবর্ণ হ'ল; ভাল ক'রে তার সঙ্গে কথা কইতে পারেন নি, তারপর, যত দিন যাচ্ছে ক্রমশই উন্মনা। চতুষ্পাঠী বন্ধ করেছেন, শিষ্যদের

বিদায় দিয়েছেন, শাস্ত্রপাঠে আর রুচি নাই, অধিকাংশ পুঁথীই বিতরণ করেছেন।

১ম শিষ্য। অম্বর শৌম্বী হঠাৎ চলে গেল কেন?

২য় শিষ্য। কি জানি। শুনেছি, গুরুদেব তাদের অনেক বিত্ত দিয়েছেন।

১ম শিষ্য। শিষ্যত্বতো আমরাও করলেম, কিন্তু ভাগ্য প্রসন্ন হ'ল অম্বর আর শৌম্বীর! আমাদের শুধু পাথেয় দিয়েই বিদায় করলেন, তারা কাজ গুছিয়ে গেল।

২য় শিষ্য। চল, যখন গুরুদেব চতুষ্পাঠী তুলেই দিলেন, স্বদেশে গিয়ে অন্য গুরুর সন্ধান করা যাক্। আমার উপনিষদ্ পাঠ শেষ করতে এখনও তিন বৎসর লাগবে।

যাদবপ্রকাশের প্রবেশ

যাদব। তোমাদের বিদায় দিচ্ছি, স্বগৃহে যাও, অন্য অধ্যাপকের নিকট পাঠ গ্রহণ কর। গ্রন্থ সব বিলিয়ে দিয়েছি, যে কয়েকখানি অবশিষ্ট আছে, তোমরা লয়ে যাও; যদি প্রয়োজন বিবেচনা কর, পাঠ কোরো, নইলে জলে ফেলে দিও, আগুনে ফেলে দিও। পুঁথী নয়—অশান্তির বীজ!

জনান্তিকে ১ম শিষ্য। বোধ হয় মাথা খারাপ হয়ে থাকবে!

২য় শিষ্য। সেইরূপ লক্ষণই তো প্রকাশ পাচ্ছে। রাত্রে একাকী উঠে আপনা আপনি বকেন, নিজের সঙ্গে বিচার করেন; মানুষ দেখলে ম্রিয়মান হন!

১ম শিষ্য। বায়ুরোগের প্রথম লক্ষণ, এর পরেই উদ্দাম মূর্ত্তি ধরবেন। এখন থেকে সরে পড়াই ভাল।

২য় শিষ্য। হাঁ, তাই চল। বিত্ত দিলেন অম্বর শৌম্বীকে, আমাদের

দিচ্ছেন কতকগুলো কালীতে-লেখা তুলট কাগজ, কেবল ভার বহন ক'রে মর!

১ম শিষ্য। চল চল, আর পুঁথীতে কাজ নাই; পাথেয় যা আছে—যৎকিঞ্চিৎ—আর কিছু হ'লেই হ'ত!

উভয়ে। গুরুদেব! প্রণাম।

যাদব। এস। পুঁথী—ইচ্ছা হয়, নিয়ে যাও, আমার আর প্রয়োজন নাই।

উভয়ে। যে আজ্ঞা। [প্রস্থান।

যাদব। হৃদয়কে দমন করতে পারছিনি। এ কি বিক্ষেপ! মরেনি—জানলে কেমন ক'রে? গোবিন্দ জেনেছিল—সেই সাবধান ক'রে দিয়েছে—রক্তাক্ত উত্তরীয় ভাণমাত্র! গুরুশিষ্য সম্বন্ধ! হত্যাকারী গুরু!—পিতা পুত্রহন্তা!! না জানলে কোন কথাই ছিল না—গোপনে হত্যা—গোপনে ইষ্টসিদ্ধি—গোপনে সব শেষ!—কেউ জানত না—আমি, অম্বর আর শৌম্বী; তাদের বিদায় করেছি! গোবিন্দ!—লক্ষ্মণ!—জানলে কেমন ক'রে? অহোরাত্র এই চিন্তা—জানলে কেমন ক'রে!

কাঞ্চীপূর্ণের প্রবেশ

(গীত)

কি ফল বল এ বিফল জীবনে।
পেয়ে দুর্লভ মানব জনম, যদি না চিনিনু কৃষ্ণধনে॥
বিফল আশ বিফল প্রয়াস,
বিফল এ ধরা-কারাবাস,
হতাশে হুতাশে শিহরি সতত দহি ত্রিতাপ দহনে॥

অভিমানে ফিরি মদে মত্ত করী,
মাৎসর্য্য তাড়নে বুকে ছুরী ধরি,
পরম সাধ না করি সাধ, চাহি কামিনী কাঞ্চনে ॥

যাদব। বেশ আছে। উন্মাদ—কোন চিন্তা নাই—সদানন্দ! এও বোধ হয় শুনেছে। লক্ষ্মণের সঙ্গী—একে কি বলেনি? ঐ যে—ওর সঙ্গীতে বিদ্রূপ—হাসিতে বিদ্রূপ—দৃষ্টিতে বিদ্রূপ! দেশ ছেড়ে পালাই—নইলে এ যন্ত্রণা আর সহ্য ক'রতে পারিনি!

কাঞ্চী। হাঁহে, তুমি নাকি টোল তুলে দিয়েছ?

যাদব। হাঁ।

কাঞ্চী। বেশ করেছ। শুক্‌নো পুঁথী, নীরস। পাঁজিতে লেখে বিশ আড়া জল, নেংড়ালে এক ফোঁটাও জল মেলে না। অক্ষর তো নয়—জমাট বাঁধা অন্ধকার!

যাদব। (অন্যমনে) হাঁ—অন্ধকার—কেউ জানতো না—আমি, অম্বর আর শৌম্বী! লক্ষ্মণ জানলে কেমন ক'রে! গোবিন্দ জান্‌লে কেমন ক'রে! আশ্চর্য্য!!

কাঞ্চী। আশ্চর্য্য ব'লে আশ্চর্য্য? ইচ্ছা করলেই এই অন্ধকার থেকে আলোয় যাওয়া যায়, কিন্তু যাবার যো নাই! মুখে বলি "অন্ধকার সইতে পারিনি, একটু আলো দেখলে বাঁচি", কিন্তু চোখে সাতপুরু কাপড় জড়াচ্ছি! ছেলে মেয়ে স্ত্রী, গরু বাগান বাড়ী,—কি নয় বল—কেবল চোখে জড়াচ্ছি, আর মুখে বলছি "একটু আলোর মুখ দেখলে বাঁচি!" মজা দেখেছ?

যাদব। কি বলছ?

কাঞ্চী। আমি আর বলছি কৈ? তোমায়ই তো যখনি দেখি হাত পা নেড়ে কি বলছ। কি বকো বল দেখি? ও বকুনিরও শেষ নেই, বিচারেরও শেষ নেই! কথায় কথা বাড়ে।

যাদব। জানলে কেমন করে!—অন্ধকার!—খালি গাছ আর পাহাড়!—বলতে পার? গাছ কথা কয় পাহাড় শোনে অন্ধকার অন্তরের ভাব বোঝে—নইলে জানবার কোন সম্ভাবনা ছিল না!

কাঞ্চী। কয় না? খুব কয়! খুব শোনে! চৈতন্যময়ের জগৎ, সর্ব্বভূতেই চেতনা! গাছ কথা কয়, পাহাড় শোনে, মাটী গান গায়! এই জড় আর চৈতন্যের প্রভেদ ক'রেই তো গোলে পড়েছে। সবই সেই হে—সবই সেই। আমরা অন্ধকারে খুন করি, মনে করি কেউ দেখলে না, কিন্তু সর্ব্বত্র তার চোখ। পাথরে সে খুন দেখে! আমরা লুকিয়ে পরামর্শ করি, মনে করি কেউ শুনলে না—সর্ব্বত্র তার কাণ! বাতাসে শোনে, গাছে শোনে! মনে মনে দুরভিসন্ধি করি—মনে করি কেউ জানে না; কিন্তু মজা দেখেছ? লুকোবার যো নাই—নিঃশ্বাসে মনের কথা বেরিয়ে পড়ে—বাতাসে ছড়ায়—লোকে জানে।

যাদব। অসম্ভব নয়, নইলে আমার আজ এ দশা কেন? এও তো আভাষে বলছে এ জানে, আমি হত্যাকারী।

কাঞ্চী। অত ভাবছ কেন? কি চাও?

যাদব। শান্তি।

কাঞ্চী। বড় সোজা। যে মুহূর্ত্তে চাইবে, সেই মুহূর্ত্তেই পাবে। তুমি চাইবার আগে সে এগিয়ে রেখেছে। ভাবের ঘরে চুরি করি ব'লেই তো দেখতে পাইনি। মুখে বলছি চাই 'শান্তি'—অন্তরে চাচ্ছি এটা—ওটা—সেটা। মনে করছি বড় পণ্ডিত হ'লেই সুখ, ছেলেটা মানুষ হলেই সুখ, শরীরে ব্যাধি না থাকলেই শান্তি, নিজেই নিজের সুখ বিচার ক'রে চাচ্ছি—আর অশান্তির আগুনে জ্বলছি—আর কেবল মুখে বলছি "শান্তি চাই"—"শান্তি চাই"! আরে, তাই যদি চাস্—তবে এটা ওটা

সেটায় হাত না বাড়িয়ে একেবারে শান্তিময়ের কাছে গিয়ে বল্‌না— "তোমায় চাই, আর কিছু চাই না ?" না, কেবল বিচার করবে আর বলবে "নেতি —নেতি—নেতি !" আম খাবি, পেট ভ'রে আম খেয়ে নে। তোর কোন্ দেশের আম—মাদ্রাজের কি লঙ্কার—আম গাছে কটা ডাল কতগুলো পাতা—তাতে তার দরকার কি ? তাতে তো আর পেট ভরবে না ? কাজ কি আমার মায়ার বিচারে ? কোন্‌টা মায়া কোন্‌টা ব্রহ্ম—বিচার করে কে ? পাথর দেখলেও গড় করি, সেই ! মাটীর ঢিপি দেখলেও গড় করি—সেই ! ছেলেও সেই, মেয়েও সেই – ঘট্‌টে, বাট্‌টে, খুঙ্গী পুঁথী, আধি ব্যাধি সবই সেই—"মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।"

(গীত)

"মিছে দ্বন্দ্ব, ত্যজ সন্দ, মাত' লীলামৃতপানে।
বিরাজিত বিশ্বরূপ বদ্ধ স্থান কাল মানে ॥
নহে ভ্রান্তি নহে মায়া,
নহে স্বপ্ন নহে ছায়া,
চিন্ময় মৃন্ময় কায়া বহুরূপে বহু স্থানে ॥
কভু নীর নিস্তরঙ্গ,
কখন তরঙ্গভঙ্গ,
রসসিন্ধু লীলারঙ্গ, ভক্ত জানে প্রাণে প্রাণে ॥"

[প্রস্থান।

যাদব। আনন্দময় পুরুষ ! বেশ আছে—বেশ আছে। আমার অন্তরে নরকের আগুন।

আশে পাশে হেরি হত্যার করাল কায়া
দৃঢ়মুষ্টি উদ্যত কৃপাণ—

তীক্ষ্ণধারে রক্ত ক্ষরে শতধারে—
আতঙ্কে শিহরে প্রাণ !
স্থাবর জঙ্গম হত্যাকারী বলি' করে সম্বোধন ;
জড়ে করে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ—
বলে—"হত্যাকারী এই !"
অধ্যয়ন, অধ্যাপন, শাস্ত্র আলোচনা,
তপোনিষ্ঠা, নিত্যক্রিয়া ব্রাহ্মণের
জ্বালে শুধু অশান্তি অনল !
প্রতিকার্য্যে হেরি তীব্র শোণিত মোক্ষণ !
"শিষ্য হন্তা গুরু"
বিদ্রূপের বাণী চারিভিতে—
আর না সহিতে পারি।
কোথা শান্তি ?
মানবের আকাঙ্ক্ষিত মায়া মরীচিকা,
লিপিবদ্ধ অর্থহীন শব্দের ঝঙ্কার,
অস্তিত্ব তোমার যদি সত্য হয়—
কোথা আছ—কোন্ দূরদেশে
কোন্ তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে—গোমুখী ধারায়
নেমে এস অধমের হৃদে
সকাতরে আজি ডাকি তোমা,
দুর্ব্বহ এ হৃদি-ভার আর না বহিতে পারি !

[প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য

লক্ষ্মণের বাটী

লক্ষ্মণ ও কাঙ্গালীগণ

লক্ষ্মণ। নারায়ণ!

আজি তোমায় কৃপায় গ্রহমুক্ত আমি ;
সংসার বন্ধন আর না পরিব পায়।
আজি ঘুচাইব বিষয় বৈভব,
সংসার আসক্তি জলাঞ্জলি দিব তব পদে!
এস এস কে কোথায় আছ,
দীন হীন অন্নের কাঙাল
ভিক্ষামাত্র জীবিকা যাহার—
এস এস করহ গ্রহণ—
ধন বিত্ত গৃহ উদ্যান বাটিকা—
পিতৃসত্ত্বে অধিকারী আমি যাহে—
আজি হ'তে নহেক আমার।
অভুক্ত অতিথি ফেরে যেই গৃহ হ'তে,
রোষে গুরু যেই গৃহ করিলেন ত্যাগ—
গৃহ নহে—সন্তাপ আগার—
তাহে মম নাহি অধিকার।

১ম। আমি গরুটা নেব। যাকে যা দেবে হাতে তুলে দাও, নইলে এর পর মারামারি হবে।

২য়। তোমার জয় জয়কার হ'ক্, জয় জয়কার হ'ক্! এমন নইলে মানুষ? ভিখিরীর মুখ কেউ চায় না—সর্ব্বস্ব দান করছে!

কাঞ্চীপূর্ণের প্রবেশ।

কাঞ্চী। কি দিচ্ছ হে, কি দিচ্ছ? পথে শুনলেম তোমার বাড়ী কাঙালী বিদায়; দলে দলে কাঙালী আসছে। আমিও একজন কাঙালী, কি দেবে হাতে তুলে দাও, তুমি যা দেবে তাই অমূল্য।

লক্ষ্মণ। এই যে দেব! শুভমুহূর্ত্তেই আপনার উদয় হয়েছে। আজ আমি নিশ্চিন্ত—আজ আর স্ত্রী নাই—সংসারের বন্ধন নাই। যা কিছু এই ঘর দ্বোর তৈজস, সকলের বন্ধন থেকে মুক্ত হ'তে চলেছি। ঠিক সময়েই আপনি এসেছেন, আশীর্ব্বাদ করুন যেন সর্ব্ব মোহ মুক্ত হয়ে ভগবানের সেবা করতে পারি।

কাঞ্চী। আরে রাম রাম! ও কি কথা বলছ? আমি শূদ্র, তুমি ব্রাহ্মণ—তুমি আমার চির-নমস্য! আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করব কি? আমি তোমার আশীর্ব্বাদের কাঙাল!

লক্ষ্মণ। না প্রভু, আর আমার সঙ্গে ছলনা করবেন না। যিনি বৈষ্ণব—তাঁর জাতি নাই—তিনি জাতির অতীত—সংস্কারের অতীত—লোকাচারের অতীত। আপনার আশীর্ব্বাদই আমার সম্বল।—হে বন্ধুবর্গ! তোমরাও কাঙাল, আমিও কাঙাল। এই কাঙালের যা কিছু আছে, তোমরা দয়া ক'রে গ্রহণ কর! তোমাদের যার যা ইচ্ছা তোমরাই দেখে শুনে নাও—আমি এ সমস্তই তোমাদের সেবায় উৎসর্গ করলেম।

কাঙালীগণ। বেশ বেশ! তোমার জয় জয়কার হ'ক্, জয় জয়কার হ'ক্। আমরা বড় গরীব।

কাঞ্চী। সবার চেয়ে গরীব আমি; সকলকেই সব দিচ্ছ, আমায় কিছু দাও!

লক্ষ্মণ। দেব! আমার সঙ্গে ছলনা করছেন কেন? আপনাকে

কি দেব? আপনার কিসের অভাব? সংসারত্যাগী মহাপুরুষ আপনি—আপনাকে আমি কি দেব?

কাঞ্চী। দেবে বৈ কি? দেবে না? কাঙালী বিদায় করছ—আমি কাঙাল—আমায় দেবে না? চাল ডাল দিচ্ছ, অর্থ দিচ্ছ, গরীবের দুঃখে প্রাণ কেঁদেছে—তাই সর্ব্বস্ব দান করছ; কিন্তু গরীবের গরীব আমি, এক পাশে পড়ে আছি—আমায় এমন কিছু দাও, যাতে আমার ক্ষিধে মেটে—আমার পেট ভরে। আমার তৃষ্ণার জল—ক্ষুধার অন্ন—আমার বিশ্রামের আবাস! দাও—বঞ্চিত করোনা। আমি জানি তুমি দেবার জন্যই এসেছ—এ কি ছাই দিচ্ছ? এ ক'দিন? আজ আছে, কাল নেই! এ দিয়ে তো আমায় ভোলাতে পারবে না!

লক্ষ্মণ। দেব! আমার কি আছে? কি আপনাকে দেব?

কাঞ্চী। আছে—তোমার কৃষ্ণভক্তি! আমায় একটু দাও—আমি উদ্ধার হই—তবে যাই—ধন্য হই! এমন কাঙালী ভোজন করাও—যাতে আর না ক্ষিধে হয়, আর না তৃষ্ণা থাকে—নইলে আধি ব্যাধি, শোক দুঃখ, অন্নাভাব—পৃথিবী দান ক'রেও কেউ কখন মেটাতে পারেনি—মেটাতে পারবে না।

লক্ষ্মণ। সত্যই তো! জীবের সর্ব্বসন্তাপ নাশ হয়, তেমন দেবার মত তো আমার কিছুই নাই! জীবের নিত্য দুঃখ—নিত্য শোক—নিত্য অভাব—নিত্য হাহাকার—আকাঙ্ক্ষার তাড়না—প্রবৃত্তির তাড়না—রিপুর তাড়না! তা নিবারণ করবার আমার কি আছে? যে নিজে ভিখারী, তার আবার দান কি? এ দান তো অহঙ্কারের ভিন্ন মূর্ত্তি।—এই সব রইল, তোমাদের যার যা ইচ্ছা, নিও, আমি চল্লেম। এমন জিনিস কোথায় আছে খুঁজে দেখিগে—যাতে সর্ব্বসন্তাপ নাশ হয়! আপনি শূদ্র নন, আপনি আমার পরমগুরু। ঠিকই বলেছেন! কি

ছাই আছে? কি দিচ্ছি? যার কৃষ্ণভক্তি নাই, তার কি আছে? নারায়ণ! নারায়ণ! তোমায় ভক্তি করতে শেখাও। আর কৃষ্ণভক্তি দাও, কৃষ্ণভক্তি দাও।

[প্রস্থান।

কাঞ্চী। চল চল, আমায় বঞ্চিত কোরোনা, আমায় বঞ্চিত কোরোনা।

[প্রস্থান।

১ম। আরে! দিতে দিতে চলে গেল—একি ক্ষেপ্‌লো নাকি?

২য়। ক্ষেপুক্ আর যাই হ'ক্—আমাদের কি? ভাল মানুষের ছেলে পাঁচ জনের সামনেই তো সব দিয়ে গেল! এখন চল্, আপনারাই ভাগ বাঁটরা ক'রে নিইগে।

৩য়। বেশ বেশ, তাই চল তাই চল! বাড়ীখানা লিখে দিয়ে গেলে ভাল হ'ত!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

গোবিন্দের বাটী

গোবিন্দ ও দ্যুতিমতী

গোবিন্দ। বুজরুকি মা বুজরুকি, ও আমি বুঝে নিয়েছি! আমায় চোখ বুজে কাশীতে মণিকর্ণিকার ঘাটে ডুব দিতে বল্লে। বল্লে, এক ডুবে যা হাতে ঠেকবে তাই নিয়ে উঠিস। ডুবে মাটী হাত্‌ড়ে পেলেম এই এক পাথর। সকলে বল্লে বাণলিঙ্গ। এখন দেখছি সব বুজরুকি।

দ্যুতি। দূর পোড়াকপালে! ও কথা কি বলতে আছে? ঠাকুর

—ঠাকুর। ব্রাহ্মণের ছেলে, “হরায় নমঃ” বলে দুটী ফুলবিল্বপত্র দিবি। পাথর বল্লে পাপ হয়।

গোবিন্দ। ও পাপ টাপ আমি বুঝিনি; পাপ হয় হবে, আমার হবে। আমার জন্য তোমায় তো আর নরকে গিয়ে পচতে হবে না? ওঃ ভারি আমার গুরু! কসাই বল্লেত ঠিক বলা হয় না—নইলে অমন দাদাকে শুধু শুধু খুন করতে চায়! ভাগ্যিস্ দাদার সঙ্গে গিয়েছিলেম, ভাগ্যিস ওত পেতে শুনেছিলেম!

দ্যুতি। নারায়ণ! নারায়ণ! তুই বড় হীনবুদ্ধি হচ্ছিস্। গুরুর নিন্দা করতে আছে? গুরু—গুরু, তার কাজ সে করছিল, তোর কাজ তুই করিছিস্। গুরুনিন্দায় পাপ হয়—ছিঃ!

গোবিন্দ। না, তুমি আর হাড় জ্বালিও না। গুরুর মতন গুরু হয়, তো পূজো করি, ভক্তি করি। তুমি তো জাননা—সে কি অন্ধকার! কি বল—আর একটু হ'লেই ছুরী বসিয়েছিল আর কি! দাদাকেও মেরে ফেলত, আর দাদার শোকে আমিও কিছু বাঁচতেম না। তাহ'লে বেশ হ'ত! তোমাকে আর “গোবিন্দরে” “বাবারে” বলে আদর ক'রে পাতের গোড়ায় ভাতের কাঁড়ি বেড়ে দিতে হ'ত না।

দ্যুতি। বালাই, ও কথা কি বলতে আছে?

গোবিন্দ। তবে আমায় রাগাচ্ছ কেন বল। মা, এ নোড়ানুড়ী ফেলে দিয়ে চল এক কাজ করি। অনেক দিন দাদার খবর নিইনি—সেই মাসীমা মরে ইস্তক। চল, দাদাকে দেখে আসি। দাদা কেমন আছে, বৌদিদি কেমন আছে, আর আমার গুরু যাদবপ্রকাশ কি করছেন।

দ্যুতি। এই আবার তোর ঘাড়ে ভূত চাপলো! যাবি বল্লেই কি যাওয়া হয়?

গোবিন্দ। যাওয়া হয় না? আচ্ছা, কেমন না হয় দেখি। নাও—ক'খানা কাপড় নেবে গুছিয়ে নাও, পোঁটলা বাঁধ। গুরুদত্ত বাণলিঙ্গ জলসই ক'রে আসি; শালগ্রাম শিলা কোথা দেবে দাও, পুরুত বাড়ী পাঠিয়ে দাও। যখন মন হয়েছে, তখন দাদার কাছে যাবই। হাঁ হাঁ, দাঁড়াও দাঁড়াও। ঐ অম্বর আর শৌম্বী যাচ্ছে, না? হাঁ হাঁ—তারাই তো বটে। দাঁড়াও দাঁড়াও, বড় মজা হয়েছে। তারা জানেনা—যে ওদের পরামর্শ শুনে আমি দাদাকে বলে দিই। ওদের ডেকে জিজ্ঞাসা করি, গুরুদেবের আনাদের খবরটা কি।—ওহে অম্বর! ওহে শৌম্বী! আরে এস এস, এই আমার বাড়ী। আমি গোবিন্দ হে গোবিন্দ, তোমাদের সতীর্থ। ওহে অম্বর! ওহে শৌম্বী!

দ্যুতি। হাঁরে, ওরা কে?

গোবিন্দ। মা, দু'জনের চাল বেশী ক'রে নাওগে! খেয়ে দেয়ে বিকেলে দাদার ওখানে যাব, এবেলা আর হ'ল না।

দ্যুতি। ওরা কে?

গোবিন্দ। ওরাও খুনে; ওরাই তো বলাবলি করছিল আমি শুনেছি।—ওহে এস এস, ইতস্ততঃ করছ কেন?

দ্যুতি। যাই, আমি রান্না চড়াইগে। যাবি কিনা ঠিক ক'রে বলিস্, আমায় আবার গুছিয়ে গাছিয়ে রেখে যেতে হবে।

গোবিন্দ। হাঁ হাঁ, ও যখন যাব বলেছি তখন গিয়েছি।

[দ্যুতিমতীর প্রস্থান।

আরে এস এস।

অম্বর ও শৌম্বীর প্রবেশ

হঠাৎ এ পথে কোথা থেকে? ব্যাপারখানা কি?

অম্বর। এই তোমার বাড়ী? বেশ বেশ! দেখ, কি প্রপঞ্চ,

অকস্মাৎ তোমার সঙ্গে দেখা। গুরুদেবের ওখান থেকেই আস্‌ছি, যাচ্ছি—স্বগ্রামে।

গোবিন্দ। কেন? অধ্যয়ন কি শেষ হ'য়ে গেল? গুরুদেবের সংবাদ কি? তাঁর কুশল তো?

শৌম্বী। হাঁ কুশল, তবে তিনি টোল তুলে দিয়েছেন।

গোবিন্দ। টোল তো তুলে দিয়েছেন, পটোল তুলবেন কবে?

অম্বর। সে কিরূপ?

গোবিন্দ। বলি বুজরুকী ক'রে আমার হাতে তো বাণলিঙ্গ দিলেন; তার পর দেশে ফিরে এসে দাদাকে দেখে কি বল্লেন বল দেখি?

শৌম্বী। হাঁ, দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন।

গোবিন্দ। তাতো হবেনই; তার পর?

অম্বর। আমরা জানতেম লক্ষ্মণকে ব্যাঘ্রে ভক্ষণ করেছে। তুমিই তো রক্তাক্ত উত্তরীয় এনে দেখালে—হঠাৎ লক্ষ্মণকে সজীব দেখে আমরা মনে করেছিলেম বুঝি ভূতযোনি প্রাপ্ত হয়েছে।

গোবিন্দ। আহা! তা মনে করবে না! কি মেধা! আর গুরুদেব কি মনে করলেন?

শৌম্বী। গুরুদেব খুব আনন্দিত হলেন।

গোবিন্দ। তার পর?

অম্বর। গোবিন্দ, ভাই, তুমি আমায় মাপ কর।

গোবিন্দ। কেন হে, মাপ কেন? তুমিই তো লুকিয়ে ছুরী নিয়েছিলে, তোমরাই তো হ'লে গুরুদেবের ডান হাত বাঁ হাত!

শৌম্বী। ভাই, আর লজ্জা দিও না। গুরুদেব প্রথম লক্ষ্মণকে জীবিত দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলেন; পরে কপট আনন্দ প্রকাশ ক'রে লক্ষ্মণকে আশীর্ব্বাদ করলেন। কিন্তু তার পর থেকে তাঁর ভাবান্তর

উপস্থিত হ'তে লাগল। একদিন গভীর রাত্রে আমায় ডেকে বল্লেন, "শৌম্বি! আমরা যে লক্ষ্মণকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করেছিলেম, গোবিন্দ তা কোন প্রকারে জানতে পারে, তাকে সাবধান করে দেয়, তার পর আমাদের প্রতারিত করবার জন্ত রক্তাক্ত উত্তরীয় দেখিয়ে বলে "লক্ষ্মণকে বাঘে হত্যা করেছে, এই তার উত্তরীয়।"

গোবিন্দ। ওঃ নৈয়ায়িকের বুদ্ধি কি না—ঠিক ধরেছেন! "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ।"

শৌম্বী। তার পর তিনি টোল তুলে দিয়েছেন, আমাদের বিদায় দিয়েছেন। আমরা বাড়ী যাচ্ছি। তিনি সদাই বিমর্ষ, সদাই অন্ত মনে কি ভাবেন—

গোবিন্দ। ভাববে না! অত বড় অধ্যাপক, অত বড় পণ্ডিত, শেষকালে নরহত্যায় উদ্যত!

অম্বর। গোবিন্দ, তুমি জানলে কি ক'রে?

গোবিন্দ। আমি কি জেনেছি? ভগবান্ জানিয়ে দিয়েছেন! "রাখে কৃষ্ণ মারে কে!" তোমাদের ফিস্ ফিস্ এক দিন আমার কাণে গিয়েছিল।

শৌম্বী। যাই হ'ক্ ভালই হয়েছে। তুমি আমাদের নরহত্যার দায় থেকে বাঁচিয়েছ। কি জানি কেন ঈর্ষায় জ্ঞান হারিয়েছিলেম, লক্ষ্মণের সামনে মুখ তুলে আর চাইতে পারি নি। কাঞ্চীপুরীর পায়ে নমস্কার, গুরুর পায়ে নমস্কার ক'রে চলে এসেছি। যাচ্ছি দেশে, অধ্যয়নের শেষ—চাষবাস ক'রে জীবিকা নির্ব্বাহ করা যাবে।

গোবিন্দ। তা বেশ, তাই কোরো। আপাততঃ এ বেলার মত আহারাদি এখানে সেরে, সুস্থচিত্তে দেশে যাত্রা কর; আমিও একবার ওবেলা কাঞ্চীপুরীতে যাত্রা করি, দেখে আসি দাদা কেমন আছেন

আর গুরুদেবের ভাব কিরূপ। আমায় দেখলে আরও শিউরে উঠবেন।

অম্বর। না ভাই, আর এখানে বেলা ক'রে কাজ নাই।

গোবিন্দ। আরে, তাও কি হয়? সতীর্থ—সতীর্থ—সহপাঠী! নূন ভাত—গরীবের যা আছে খেয়ে যাও, শুধু শুধু কি ছেড়ে দিতে পারি?

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

শ্রীরঙ্গম—মন্দিরপ্রাঙ্গণ

গোষ্ঠীপূর্ণ ও শিষ্যগণ

১ম শিষ্য। প্রভু, দেখুন দেখুন, লক্ষ্মণ পুনরায় আপনার নিকট আসছে।

গোষ্ঠী। লজ্জা নাই! পুনঃ পুনঃ আমায় বিরক্ত করে!

২য় শিষ্য। সতের বার আপনার নিকট মন্ত্রগ্রহণার্থ এসেছিল, সতের বারই বিমুখ হ'য়ে ফিরেছে। অসাধারণ ধৈর্য্য!

লক্ষ্মণের প্রবেশ

লক্ষ্মণ। প্রভু! আর দাসে কোরোনা বঞ্চনা,
শুনিয়াছি শ্রীমুখে গুরুর,
সিদ্ধমন্ত্র অধিকারী তুমি—
যে মন্ত্রে সন্তাপ হরে, ভয় ব্যাধি হয় হে মোচন,
তৃষ্ণার তাড়না হয় বিদূরিত!
ত্রিতাপ জ্বালায় নিরাশ্রয় উপায়বিহীন
ভ্রমি এ ধরায় অবসন্ন প্রায়

পদাশ্রয় তব করেছি গ্রহণ,
বিমুখ না কর মোরে আর !
আমি অতি দীন প্রেমভক্তিহীন—
সকাতরে করি হে মিনতি,
ঠেল না আমারে পায় ;
দাও সিদ্ধমন্ত্র মোরে, ধন্য কর আমার জীবন।

গোষ্ঠী। তুমি এ মন্ত্রের নিয়ম জান না, তাই বার বার আমায় অনুরোধ করছ। কঠোর নিয়ম ! এ মন্ত্র কর্ণে পৌঁছিবামাত্র মানুষ সিদ্ধ হয়। কিন্তু অনধিকারীর নিকট এ মন্ত্র উচ্চারণ করলে, তার ফল অনন্ত নরক ! তুমি যদি আমার নিকট প্রতিজ্ঞা কর যে তুমি এ মন্ত্র আর কখনও কার নিকট কোন অবস্থায় প্রকাশ করবে না, তাহ'লে আমি তোমায় এ মন্ত্র প্রদান করতে পারি।

লক্ষ্মণ। হাঁ গুরু, আমি আপনার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করছি—গুরু আপনি—আপনার পদস্পর্শ ক'রে বলছি, এ মন্ত্র আমি কখনো কর্ণান্তর করব না—আভাষে নয়—ইঙ্গিতে নয়—বাক্যে নয়। আপনি আমায় মন্ত্রদান করুন—আমার জন্মগ্রহণ সার্থক হ'ক্। বার বার আমায় নিরাশ করবেন না। এবার যদি নিরাশ করেন, আমি আত্মহত্যা ক'রব।

গোষ্ঠী। বেশ তোমার কথায় বিশ্বাস ক'রে তোমায় মন্ত্র প্রদান করছি। চল, সম্মুখস্থ ঐ সরোবরে স্নান করে মন্ত্র গ্রহণ ক'রবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

১ম শিষ্য। লক্ষ্মণের সৌভাগ্যে ঈর্ষা হয়—পরম ভাগ্যবান্—গুরুদেবের নিকট সিদ্ধমন্ত্র প্রাপ্ত হবে !

২য় শিষ্য। অধ্যবসায়ও অতি কঠোর ! বার বার প্রত্যাখ্যাত

হয়েও হতাশ হয়নি! ওর দুঃখ দেখে, ওর দীনতা দেখে আমরাই চক্ষের জল রোধ করতে পারিনি।

৩য় শিষ্য। লক্ষ্মণ কে তাকি জাননা? শোননি? মহামুনি যামুনাচার্য্য দেহরক্ষাকালে বলে গিয়েছিলেন, তাঁর আসন অধিকার করবে এই লক্ষ্মণ—তাঁর প্রিয় শিষ্য! এরই জন্য সিদ্ধমন্ত্র আমাদের গুরুদেবের নিকট তিনি সঞ্চিত রেখে গিয়েছিলেন।

২য় শিষ্য। কিরূপ? এঁকে মহামুনি যামুনের শিষ্য কেমন করে বল্লে? তাঁর কাছে তো এঁর দীক্ষা লাভ হয়নি!

৩য় শিষ্য। কেন? তোমার কি স্মরণ নাই—মহা সমাধির পূর্ব্বে আচার্য্য বলেছিলেন, "আমি যাচ্ছি, কিন্তু মহাপূর্ণ, কাঞ্চীপূর্ণ, বররঙ্গ, মাল্যধর ও গোষ্ঠীপূর্ণ এঁরা পাঁচ জনেই আমার প্রতিনিধি স্বরূপ লক্ষ্মণকে দীক্ষা দেবে।"

২য় শিষ্য। হাঁ হাঁ স্মরণ হয়েছে বটে। চল গুরুদেবের সেবার আয়োজন করিগে।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মণের পুনঃ প্রবেশ

লক্ষ্মণ। কি আনন্দ প্রাণে!
আজি দেখি নূতন ভুবন,
নবীন কিরণ-ছটা দিনকর করে বিতরণ!
বায়ু বহে নবীন হরষে,
বরষে অমৃতধারা বিহগ কূজন!
কি সৌরভ কুসুম বিলায়,
পূর্ণ ধরা—আনন্দে মগন!
আনন্দ হিল্লোল বহে চারিধারে—

তরঙ্গে তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত আনন্দ সাগর,
ক্ষুদ্র হৃদিতট সে তরঙ্গ ধরিতে না পারে
কল্লোলে কল্লোলে ছোটে বারি বেলা অতিক্রমি,
বুঝি গুরুবাক্য রক্ষিতে না পারি।

নেপথ্যে কোলাহল। কৈ কোন্ দিকে ? কোন্ দিকে ? আজ এখানে নাকি কাঙালী ভোজন হবে ?

কাঙ্গালীগণের প্রবেশ

২য়। কৈ, এখানে তো কিছুই দেখিনি। তুইও যেমন, পাগলাটার কথা শুনে ছুটে এলি।

কার্পাসারাম ও লক্ষ্মীর প্রবেশ

কার্পাসা। যাক্, অনেক কষ্টে ঠাকুরের আশ্রয়ে এসে পড়েছি, আর কোন চিন্তা নাই।

লক্ষ্মী। দেবসেবা করব, আর মন্দিরের একপাশে পড়ে থাকব। দেশ অরাজক—আর সেখানে যাবনা।

অন্যান্য নরনারীগণের প্রবেশ

১ম পু। হাঁ গা বলতে পরে কে কাঙালী খাওয়াবে ?

লক্ষ্মণ। কে বল্লে এখানে কাঙালীভোজন হবে ?

২য় স্ত্রী। সবাই বলছে, দলে দলে লোক আস্ছে। সেই পাগলাটা দেশশুদ্ধ লোক নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসছে।

লক্ষ্মণ। কোন্ পাগল ?

২য় স্ত্রী। সেই যে গো, রাস্তার ধারে পড়ে থাকে, আপনার মনে বিড়ির বিড়ির করে বকে—সেই যে কাঞ্চীর মার পূর্ণ।

লক্ষ্মণ। জীর্ণ শীর্ণ দেহ ক্ষুধায় কাতর
ভিক্ষাপাত্র করে ফেরে দ্বারে দ্বারে,
সর্ব্বঘৃণ্য সর্ব্ব হেয় জীবিত কঙ্কাল—
"ঈশ্বর করুণাময়"—
এ বিশ্বাস কেমনে সে ধরিবে হৃদয়ে,
দিনান্তে ক্ষুধার অন্ন নাহি মিলে যার।
গুরুদত্ত সিদ্ধমন্ত্র বারেক পশিলে কাণে
ভব ক্ষুধা হয় সে মোচন—
গুরু আশীর্ব্বাদে জেনেছি যথন,
তবে কেন বিশ্বব্যাপী হাহাকার রবে,
কেন ভবে রহিবে দীনতা,
কেন সমগ্র মানব
ইষ্ট নামে না ভুলিবে ভৌতিক যাতনা ?

গোবিন্দের প্রবেশ

গোবিন্দ। দাদা দাদা ! এই যে এখানে তুমি! বৌদিদিকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে জিনিষপত্র তো সব বিলিয়ে দিয়ে এসেছ। খুঁজে খুঁজে এখানে এসে ধরেছি। এই যে গেরুয়া নিয়েছ ? বেশ করেছ! আমার জন্য একখানা লুকিয়ে রাখনি কেন ? আমিও তো দাদার ভাই!

লক্ষ্মণ। গোবিন্দ! গোবিন্দ! ভাই! বড় শুভদিনে তুমি এসেছ। আজ কি সৌভাগ্যে জানি না, গুরুর নিকট হ'তে সিদ্ধমন্ত্র পেয়েছি!

গোবিন্দ। সিদ্ধমন্ত্র ? তাতে কি হয় ?

লক্ষ্মণ। সে মন্ত্র শ্রবণমাত্রেই জীবের মুক্তি।

গোবিন্দ। বটে? তবে তো দাদা কাজ গুছিয়েছ! তা তুমি পাবে না? তুমি হ'লে আমার দাদা! তা বেশ! আমার কাণে একবার মন্ত্রটা ফুঁকে দাও, আমি উদ্ধার হয়ে যাই। নইলে এদ্দিন নয় তেদ্দিন নয়, হঠাৎ আজ আমার প্রাণ টান্‌ল কেন? মনে হ'ল তোমায় দেখে আসি—আর থাকতে পারলেম না, ছুটে এলেম!

লক্ষ্মণ। হাঁ ভাই, সিদ্ধমন্ত্র তোমায় দেব। শুধু তোমায় কেন—যে যেখানে পতিত তাপিত আছে—চাক্—বা না চাক্ এ মহামন্ত্র যখন গুরুর কৃপায় লাভ করেছি—সকলকেই এ আনন্দের আস্বাদন করাব। এ আনন্দ একা ভোগ ক'রে তৃপ্তি হচ্ছে না। ব্যথার সংসার—ব্যথিতকে এ অমৃত না দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারছিনি। একি! একি! একি উত্তেজনা! গোবিন্দ! ভাই ভাই! কে কোথায় তাপিত আছে ডাক। কে কাঙাল আছ, এস! কে দীনের দীন হীনের হীন আছ! কে ক্ষুধিত, তৃষিত, পীড়িত আছ, এস! আজ অমূল্য রত্ন তোমাদের দান ক'রব—কল্পতরু গুরুর নিকট থেকে পেয়েছি। কাউকে বঞ্চিত ক'রব না, এস! কে মরণভয়কাতর, অত্যাচার-নিপীড়িত, দুর্ব্বল, সংসার-পরিত্যক্ত, চির-দরিদ্র আছ, এস! পরমনিধি গ্রহণ কর! এস এস! আনন্দ সাগরের বাঁধ ভেঙ্গেছে আর চেপে রাখতে পারিনি, এস!

নরনারীগণ। কৈ, কি দেবে দাও, আমরা বড় কাঙাল, দাও দাও।

লক্ষ্মণ। এস লহ গুরুদত্ত সিদ্ধমন্ত্র সবে করি দান,
অষ্টাক্ষরী মহামন্ত্র মোহ-নিবারণ—
শান্তিপ্রস্রবণ—সর্ব্বকল্যাণ-আকর,
সর্ব্বসুখের নিদান,
শ্রবণের নরক জ্বালা অনায়াসে হইবে নির্ব্বাণ,

পাবে পরিত্রাণ মহাপাপ হ'তে !
শোন সবে—বল সবে প্রণব সংযোগে
"নমো নারায়ণায় !"
বায়ুভরে যাক্ নাম দেশ দেশান্তরে--
উচ্চকণ্ঠে করহ চীৎকার—
সাগরের পারে, নগরে কান্তারে,
যেথা যেবা আছে প্রাণী শুনুক সকলে ;
ধরা হ'ক্ দেবনিকেতন,
মুক্ত হ'ক্ ধরণী নিবাসী,
ধন্য হ'ক্ মানব-জীবন !

কার্পাসা। লক্ষ্মী ! লক্ষ্মী ! পথে যেতে যেতে কোথা থেকে এ কি শুনলেম। ভাগ্য দেশ থেকে টেনে এনে এ কি অমৃত পান করালে ! পাপীর তাপ বুক পেতে নেয়, এ মহাপুরুষ কে ? এ তো মানুষের সাধ্য নয়—নিশ্চয় ইনি সাক্ষাৎ ভগবান্ !

লক্ষ্মী। তাই তো প্রভু, আমিও তো বুঝতে পারছিনি, অযাচিত করুণা বিতরণকারী এ মহাপুরুষ কে ? নিশ্চয় ভগবান্, চল চল, এঁর পদতলে লুণ্ঠিত হই— আর আমাদের ভাবনা কি ?

কার্পাসা। আর ভাবনা কি ! যখন পরম গুরুর দেখা পেয়েছি, আর ভাবনা কি ! ভগবান্ ! আমরা বড় কাঙাল—আমাদের পায়ে ঠেল না— গুরুদেব !

লক্ষ্মণ। দ্বিজদম্পতি। তোমরা কে ? গুরু ব'লে প্রথম আমায় সম্বোধন করলে – তোমরা কে ?

কার্পাসা। অত্যাচার-পীড়িত-- গৃহ-তাড়িত—ভিখারী।

লক্ষ্মণ। না—

দিব্যজ্যোতি বিকসিত বদন মণ্ডলে—
ভস্ম আচ্ছাদিত বহ্নি—
তেজঃপুঞ্জ দ্বিজ—স্বরূপ বিষ্ণুর—
সর্ব্বপূজ্য নমস্য সবার
দীন বেশে ভ্রম এ ধরায় দীনতা শিখাতে নরে !
ছদ্মবেশা পাশে ওই সহচরী শ্রী—
মূর্ত্তিমতী ভক্তি ভ্রমে মর্ত্ত্য আলো করি—
আজি শুভদিনে গুরু বলি' সম্বোধিলে মোরে !
সূচনায় বুঝিনু আভাষে
ভক্তির প্রবাহ পুনঃ বহাতে ধরায়—
স্বেচ্ছায় জনম দোঁহে করেছ গ্রহণ !
হও পূর্ণকাম, হ'ক্ মম অভীষ্ট পূরণ !

গোষ্ঠীপূর্ণের প্রবেশ

গোষ্ঠী। একি নরাধম গুরুদ্রোহী বঞ্চক ! একি তোর হীন আচরণ ! তোর পুনঃ পুনঃ কাতর প্রার্থনাতেও আমি সিদ্ধমন্ত্র তোকে দিতে চাইনি, তুই আমার সঙ্গে বঞ্চনা ক'রে মন্ত্র গ্রহণ করলি ? এর ফল কি জানিস্ ?

লক্ষ্মণ। কি ফল গুরুদেব ?

গোষ্ঠী। গুরুদ্রোহী গুরুবাক্য হেলনকারীর শাস্তি—কুম্ভীপাক নরকে বাস।

লক্ষ্মণ। এই সিদ্ধমন্ত্র যে শ্রবণ করবে তার মুক্তি তো সুনিশ্চিত ?

গোষ্ঠী। নিশ্চিত—তাতে আর কোন সন্দেহ নাই—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তোর নরকবাসও নিশ্চিত !

লক্ষ্মণ। কিবা খেদ তাহে গুরু!
অসীম ব্রহ্মাণ্ডে এই
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রাণী আমি—
বিনিময়ে নরক আমার,
যদি কোটী কোটী জীব মুক্ত হয় মহাপাপ হ'তে,
লভে শান্তি অশান্ত এ সংসার কান্তারে,
পন্থাহারা ছোটে নর নিরন্তর যাহে,
ভ্রান্তি-ঘোরে রুদ্ধশ্বাসে মরীচিকা পাছে—
"ঐ সুখ ঐ সুখ" বলি
মহাদুঃখে দেয় আলিঙ্গন—
আশাভঙ্গে মনোভঙ্গে ব্যথিত কাতর—
রোগে শোকে জর্জ্জরিত প্রাণ ভাসে আঁখিজলে!
যদি আমা হ'তে হয় দেব তাদের উদ্ধার—
কোটী কল্প বর্ষ
আমি হাস্যমুখে করিব হে নরকে নিবাস,
কুম্ভীপাক—নহে কুম্ভীপাক—
সেই মম স্বর্গের নিদান !!

কাঞ্চীপূর্ণের প্রবেশ

কাঞ্চী। ঠিকই তো ঠিকই তো! এই ত কাঙালী ভোজন! এমন নাম—শুনলে মোক্ষ! আর আমায় পায় কে? আমি শুনেছি, উদ্ধার হয়েছি। কে কোথায় আছ, এস—এস—নাম নাও নাম বিলাও।

কাঙ্গালীগণ। তাইত কি এত আনন্দ! একি আনন্দ! আর অন্ন চাইনি, গৃহ চাইনি, আমাদের সঙ্গে নাও, সঙ্গে রাখ, নাম শোনাও!

গোষ্ঠী। সার্থক জীবন! সার্থক হে গুরু আমি তব!
সার্থক এ সিদ্ধমন্ত্র দান—
গুরুদত্ত মহামন্ত্র—
সঞ্চিত আছিল যাহা তোমারি কারণ!
বৎস, সেবার চেতন মূর্ত্তি তুমি ধরাধামে,
লক্ষ্মণ লক্ষ্মণে দেখি অনুজ রামের!

কাঞ্চী। তাইত! বরদরাজ বলেছেন লক্ষ্মণ আর কে?—রামানুজ! খুব কাঙালী ভোজন হয়েছে, খুব কাঙালী ভোজন হয়েছে!

গোষ্ঠী। শুন শিষ্যগণ! আমি রামানুজের গুরু নই, রামানুজই আমার গুরু! আজ থেকে তোমরাও একে গুরুর ন্যায় ভক্তি করবে। আজ থেকে সমুদায় বৈষ্ণব সিদ্ধান্তকে রামানুজ সিদ্ধান্ত ব'লে প্রচার করবে। আজ থেকে রামানুজ শ্রীরঙ্গমের মঠাধিকারী। আজ থেকে গুরুদেব যামুন মুনির অভাব পূর্ণ হ'ল! শ্রীরামানুজ সাক্ষাৎ রামানুজের অবতার!

(নরনারীগণের গীত)

প্রাণভ'রে বল নমো নারায়ণ।
নামের দাপে শমন কাঁপে ভব ভয় হয় বারণ!!
নমো নারায়ণ! নমো নারায়ণ! নমো নারায়ণ!!
পাপী তাপী কোথায় আছিস্ আয়,
দীনের শরণ পতিত পাবন দয়াল ঠাকুর নাম বিলায়,
এ নাম শুনলে মোক্ষ, বল্লে মোক্ষ, হবে ক্ষুধা তৃষ্ণা জরা মরণ!!
হাহাকার ঘুচল এতদিনে,
দীনের হরি কোল দিয়েছেন দীনে,
এনেছে নামের তরী, দীনের হরি, পারের কড়ি ঐ চরণ!!
নমো নারায়ণ! নমো নারায়ণ! নমো নারায়ণ!!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শ্রীরঙ্গম—মন্দির-সম্মুখ

অর্চ্চকদ্বয়

১ম। ইনি আবার উড়ে এসে জুড়ে বসলেন। গদী পেয়েছেন!

২য়। রূপও ধরেছেন, নামও বদলেছেন। বেটা আসুরী কেশবের ছেলে—ছিল "লক্ষ্মণ", হয়েছেন "রামানুজ"! "রামদাস" হ'লেই হ'ত।

১ম। ওর বিশ হাজার শিষ্য—শালারা সব বলে লক্ষ্মণের অবতার! অবতার গাছে গজায়—না—মাচায় ঝোলে?

২য়। দেখ, দৃক্‌পাত নাই! যার তার মাথায় পা তুলে দেয়—বড় বড় জটাধারী সন্ন্যাসী—কারো সাত হাত দাড়ী, তেরো হাত গোঁপ—আড়াই হাত ক'রে এক একটা নখের পাল্লা—তারা আসছে, গড় করছে—আর উনি "অনুজ" হয়ে ব'সে মাথায় পা তুলে দিচ্ছেন।

১ম। আর আমাদের কেউ মানে না! বড় বড় লোক সব শিষ্য। শালারা কি দেখে যে ভুলেছে তা জানি না। কাঁড়ী কাঁড়ী পয়সা জোগায়—আর যে আসছে রবাহুত অনাহুত—মালাই খাচ্ছেন, ক্ষীরের লাড্ডু খাচ্ছেন, আর দলে মিশছেন।

২য়। এ কি কম গাত্রদাহ? আমরা আতপতণ্ডুল আর অপক্ক কদলী সিদ্ধ খেয়ে সাতপুরুষ ঠাকুরের সেবা করছি—সেবাইতের বংশ—আমরা কোণচাপা হয়ে রইলেম—আর বেটা অবতার হ'য়ে আমাদের অন্নে হাত! ঠাকুরবাড়ীর কেউ খোঁজ নেয় না—পুরুতের পসার নষ্ট—আর বেটার মঠে কেবল "দীয়তাং ভুজ্যতাং"। ও আবার সন্ন্যাসী কিসের? ও তো বিষয় করবার ফন্দী!

১ম। আবার ঢং ক'রে একটু একটু ছোঁড়াদের গেরুয়া পরিয়ে দেগে ছেড়ে দিয়েছে, তারা লোকের সেবা ক'রে বেড়ায়। সেবা তো মাথামুণ্ডু! কোথায় কে ওলাউঠায় মরেছে, কোথায় কে জ্বরবিকারে ধুঁকছে—তাদের নিয়ে এসে ওষুধ দেন, পথ্য দেন, গুষ্ঠীর পিণ্ডি দেন!

আরে অমন সেবা কি আর আমরা পারিনি? ওতে আর বাহাদুরীটা কি? তবে, ক'রব কেন? ক'রব কেন? ও সব তো মেথর মুদ্দোফরাসের কাজ। আমরা ব্রাহ্মণ সন্তান করব কেন?

১ম। কিন্তু এর জড় মারতে হবে; বেশী বাড়তে দেওয়া হবে না। ঐ অলক্ষুণে লক্ষ্মণ বেটাকে শীঘ্র শীঘ্র সরাতে হবে। নইলে আমাদের পসার মাটী—আমাদের ভাতে হাত! কেউ আর আমাদের কাছে মন্ত্র নেয় না—সব বেটা জুটেছে ঐ ভণ্ডদের দলে।

২য়। দেখ, যা বলেছ—এর জড় মারতে হবে! কোন বেটা কিছু না—ঐ রামানুজটাকে মারতে পারলেই সব ঠাণ্ডা!

১ম। কিন্তু মারবে কেমন করে?

২য়। সেটা বড় শক্ত হবেনা। লোক ভোলাবার জন্তে ভীরকুটী অনেক আছে তো! এদিকে এত পয়সা, কিন্তু নিয়ম রক্ষাটুকু আছে। নিজে ভিক্ষা না ক'রে খান না। দেখনা? রোজ সাত বাড়ী ভিক্ষা করে? আবার বামুনবাড়ী খেতে বল্লেও খায়।

১ম। হাঁ, তা খায়।

২য়। বেশ, আমি শুদ্ধাচার ব্রাহ্মণ; কাল এক কার্য্য করি। পাষণ্ড নাস্তিককে কল্য আমার বাড়ী আহারের জন্ত নিমন্ত্রণ করি।

১ম। তার পর?

২য়। তার পর আর কি! দিব্য সুচিকণ চাউলের অন্ন, গব্যঘৃত,

গোপনে তাতে কিঞ্চিৎ বিষ! যেমন আহার, তৎপরেই ভবলীলা সম্বরণ!

১ম। মন্দ পরামর্শ নয়। যেরূপ দুরাচার, এইরূপ হওয়াই উচিত।

২য়। হাঁ হাঁ, এই পরামর্শই ঠিক! আমি অনেকদিন থেকে ভেবে ভেবে স্থির করেছি। তবে তোমার সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে কোন কার্য্য করিনা, তাই তোমায় আমার সংকল্প বল্লেম। চল, আজ অনুনয় ক'রে নরাধমকে নিমন্ত্রণ ক'রে যাই! ব্রাহ্মণীকেও স্বমতে আনতে হবে।

১ম। হাঁ হাঁ, অন্নপূর্ণা অন্ন রাঁধবেন, আর তুমি নীলকণ্ঠ—বিষ উদ্গীরণ করবে। বেশ হবে, বেশ হবে, তাই চল, তাই চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

যাদবপ্রকাশের প্রবেশ

যাদব। মুহূর্ত্ত নহিক স্থির!
অশান্তি অনল দহে মর্ম্মস্থল,
আত্মগ্লানি কেমনে নিবারি।
নিত্য রজনীতে নেহারি স্বপন
মিষ্টভাষে কে যেন কহিছে—
মাগিতে মার্জ্জনা লক্ষ্মণের ঠাঁই,
লাজে বাধে, অভিমান করে মানা,
নির্জ্জনে না পাই তারে।
হয় সাধ আত্মনাশে
নহে বৃশ্চিক দংশন জ্বালা
জুড়াবার না দেখি উপায়;
নাহি জানি কত দিনে
এ যন্ত্রণা হবে অবসান! [প্রস্থান।

পণ্ডিতদ্বয়ের প্রবেশ

১ম প। চল, চল, এতক্ষণ বোধ হয় বিচার আরম্ভ হ'ল! সপ্তদশ দিবস ক্রমান্বয়ে বিচার চল্‌ছে, আজ বিচারের শেষ দিন। চল, দেখা যাক্ কি হয়।

২য় প। সমস্যা বড় সহজ নয়। যজ্ঞমূর্ত্তি অজগর পণ্ডিত, সমস্ত ভারতবর্ষের পণ্ডিতমণ্ডলীকে পরাজিত ক'রে এসেছে দ্রাবিড়ে; অদ্বৈতবাদ নিয়ে বিচার! দেখনা, সতর দিন সমান তেজেই তর্ক করছে; তার যে পাণ্ডিত্য, রামানুজ বুঝি এইবার পরাস্ত হয়।

১ম প। অসম্ভব কি! আমরাও ত অনেক বিচার বিতর্ক দেখেছি, কিন্তু এরূপ তর্কশাস্ত্রে সিদ্ধ পণ্ডিত আমাদের নয়নগোচর হয় নাই।

২য় প। রামানুজ পরাস্ত হ'লে দ্বৈত মত খর্ব্ব হবে, এ প্রদেশ হ'তে বৈষ্ণবধর্ম্ম লোপ পাবে। চোলাধিপতি রাজেন্দ্রভূপ বৈষ্ণবদ্বেষী, পরম শৈব, দেশে বৈষ্ণব প্রাধান্য নষ্ট করতে তিনি বদ্ধপরিকর। যজ্ঞমূর্ত্তি যদি রামানুজকে পরাস্ত করতে পারে—তাহ'লে সে নিশ্চয় রাজানুগ্রহ লাভ ক'রবে, আর রামানুজকে দেশ ছাড়তে হবে।

১ম প। রামানুজও বিশেষ চিন্তিত হয়েছে দেখলেম—চল, দেখিগে আজ কিরূপ সিদ্ধান্ত হয়। [প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শ্রীরঙ্গম—মঠ

রামানুজ, যজ্ঞমূর্ত্তি ও পণ্ডিতমণ্ডলী

যজ্ঞ। তাহ'লে কি আপনি বলতে চান যে শঙ্কর সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক?

রামা। শঙ্কর শঙ্কর-অবতার

ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত তাঁহার,
সম্ভব নহেক কভু।

যজ্ঞ। তাহ'লে আপনি মায়াবাদ খণ্ডন ক'রে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচারে প্রয়াসী কেন? অদ্বৈতপন্থাই তো মুক্তির পক্ষে সহজ পন্থা।

রামা। আপনি পণ্ডিত, সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী; আপনিই বিচার ক'রে দেখুন কালে ধর্ম্মমতের কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়ে এসেছে। ধর্ম্ম সনাতন ও শাশ্বত, কিন্তু ধর্ম্মমত বা মুক্তির পন্থা চিরকালই বিভিন্ন। প্রয়োজন অনুসারে স্থান, কাল ও পাত্রোপযোগী ধর্ম্মমত সংস্থাপিত হয়। যখন বৌদ্ধধর্ম্ম বিকৃত হয়ে ভারতে নিরীশ্বরবাদ প্রচার করছিল,—যখন অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা মানব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব ভুলে কর্ম্মই ঈশ্বর এই দুর্নীতি প্রচার করছিল, আর সেই অহঙ্কারের ফল অত্যাচার অনাচারে পৃথিবী নরকতুল্য হ'য়ে উঠেছিল—সেই সময় নাস্তিক দেশকে ঈশ্বর-বিশ্বাসী করবার জন্যই আচার্য্য শঙ্কর বেদনির্দ্দিষ্ট অতি প্রাচীন অথচ সে সময়ে নূতন এই মত প্রচার করেন যে আমিই ঈশ্বর—তদ্ব্যতিরেকে যা কিছু জগতের সবই মায়া, মিথ্যা, অসার।

যজ্ঞ। বেশ, তাই যদি হয় তাহ'লে এই অভিনব মতের প্রয়োজন কি? আচার্য্য শঙ্করের মত প্রচারই তো বাঞ্ছনীয়।

রামা। কালে হের বিকৃত শঙ্কর মত।
আমি ব্রহ্ম—ভক্তিশূন্য এই জ্ঞান
অহঙ্কার বাড়ায় নরের;
ভুলে যায়—জীব শিব নহে কদাচন,
নাহি ভাবে—তরঙ্গ নহেক কভু সমুদ্র সমান,
ক্ষুদ্র জীব—"সোঽহং" বলিয়ে করে অত্যাচার
করে দুর্ব্বল পীড়ন

হাহাকার মহামার গৃহে গৃহে তাই,
শার্দ্দূলের প্রায় হিংসা করে পরস্পরে,
ত্যাগে নাহি মতি, সদা মত্ত ভোগলালসায়,
অশান্তি—অশান্তি—নাহি শান্তি –
নরকের জ্বালা চারিধারে !
নিবারণ প্রয়োজন এর ।

যজ্ঞ । ভাল, তাহ'লে আসুন আমরা সকলে মিলে শঙ্কর-মতের সংস্কার করি ।

রামা । দুরূহ শঙ্কর-পন্থা
বুদ্ধিগ্রাহ্য নহে সকলের ।
যদি কোন জন জ্ঞানমার্গে করিয়া ভ্রমণ
ব্রহ্মবস্তু উপলব্ধি করে —
ক্ষতি নাহি তায় ;
উদ্দেশ্য—ঈশ্বর লাভ,
নহে শুধু শাস্ত্রের বিচার ।
কিন্তু দেখ মতিমান্ !
বিনা শাস্ত্রপাঠ জ্ঞানার্জ্জন নহেক সম্ভব কভু ;
কিন্তু শাস্ত্রপাঠে বঞ্চিত যে জন—
মূর্খ অল্পবুদ্ধি নর কিম্বা নারী—
বঞ্চিত রবে কি তারা মুক্তিরত্ন লাভে ?
একদর্শী শাস্ত্র কভু নহে,
নিগূঢ় রহস্য এর আছয়ে নিশ্চিত ।
বিমল অদ্বৈতপন্থা নহে ভ্রমাত্মক,
অধিকারী ভেদে তার আছে প্রয়োজন ;

কিন্তু ইহা অতীব নিশ্চয়,
সর্ব্বাত্মক নহে এই অদ্বৈত সিদ্ধান্ত !

যজ্ঞ । সর্ব্বাত্মক সিদ্ধান্ত তবে কি ?

রামা । অতীব সহজ পন্থা—সুগম—সরল !
নাহি ইথে অধিকারী-ভেদ,
কিবা মায়া কিবা ব্রহ্ম বিচারের নাহি প্রয়োজন,
নাহি প্রয়োজন
অনশনে অর্দ্ধাশনে শুষ্কপত্র করিয়া ভোজন,
ছেদি' সংসার বন্ধন
বিজন বিপিনে বসি' জ্ঞানের সাধন !
কঠোর অদ্বৈতবাদী
মায়াবোধে যাহা বলে করিতে বর্জ্জন,
সত্য—নহে মায়া তাহা—
নহে মিথ্যা—নহে ছায়া—
মাত্র তাহা লীলাময় ঈশ্বরের লীলার প্রকাশ !
জাগতিক বলি' কিছু পরিহার নাহি প্রয়োজন,
নহে এ জগৎ ব্রহ্ম হ'তে বিভিন্ন পদার্থ—
জগৎ বিশিষ্ট ব্রহ্ম চির বিদ্যমান্ !
নাহি আর ব্রহ্ম ভিন্ন কিছু,
স্থাবর জঙ্গম তরু গুল্ম লতা
সরিৎ সাগর গ্রহ উপগ্রহ
খলোক ভূলোক জড় বা চেতন
পশু পক্ষী কীট অণু পরমাণু
নরনারী দারা পুত্র বান্ধব বান্ধবী

যাহা কিছু আছে এ জগতে—
সকলই ভিন্নরূপে তিনি—
এই বোধে সর্ব্বভূতে অস্তিত্ব তাঁহার !
সারাৎসার এই জ্ঞান—বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ—
সর্ব্বগ্রাহ্য সর্ব্ববোধ্য পন্থা সুবিমল,
যে বিশ্বাসে অনায়াসে শান্তি লভে নর,
লভে মোক্ষ, লভে শেষে আনন্দ অপার !

যজ্ঞ। এ আনন্দে বঞ্চিত অধম !
আজীবন শুষ্কজ্ঞান করি' অন্বেষণ,—
সত্য কহি যতিরাজ !
বিদ্যা-অভিমান শুধু হয়েছে প্রবল।
অহঙ্কারে ফিরি দেশে দেশে,
ত্যজি' সুধা বিষে সাধ সদা—
তব করুণায় আজি জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত মম,
আজি পাণ্ডিত্যের অভিমান
দিনু বিসর্জ্জন চরণে তোমার।
বুঝিয়াছি সার,
সর্ব্বভূতে বিদ্যমান্ এক ভগবান্,
নাহি কিছু সেই জন বিনা !
দেহ আশ্রয় আমারে
আজি হ'তে মোরে শিষ্য বলি' করহ গ্রহণ।

নেপথ্যে যাদব। আমায় ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও ! মূর্খ ! আমায় চেননা ? আমি যাদবপ্রকাশ। আমি বিচার ক'রব।

যাদবপ্রকাশের প্রবেশ

সকলে। একি! যাদবপ্রকাশ?

যজ্ঞ। ইনিই সেই দেশ বিখ্যাত অধ্যাপক পণ্ডিত যাদবপ্রকাশ?

রামা। একি! গুরুদেব, গুরুদেব, আপনার এ দশা কেন?

যাদব। কোথায় যজ্ঞমূর্ত্তি? শুনেছি সে বিচারে ভারতবর্ষের সমস্ত পণ্ডিতকে পরাজিত ক'রে এখানে এসেছে; আমি তার সঙ্গে বিচার ক'রব—আমি যাদবপ্রকাশ।

যজ্ঞ। আমিই যজ্ঞমূর্ত্তি; আমি বিচারের শেষ করেছি, আর আমার বিচারে প্রবৃত্তি নাই।

যাদব। না, তা হবেনা। শুনেছি তুমি বড় পণ্ডিত, বলতে পার মানুষ জন্মেছে কি ক'রে?

যজ্ঞ। একি! আপনার এ উন্মাদের ভাব কেন?

যাদব। উন্মাদ ছিলেম না, কিন্তু এই প্রশ্ন আমায় উন্মাদ করেছে! বলতে পার? বলতে পার? এ রহস্য কেউ জানেনা—আমি জানি। দেবতা ও পশুর মিলনের ফল মানুষ! তাই মানুষ কখন দেবতা, কখন পশু! নয় কি? নয় কি?

যজ্ঞ। এ আপনি কি বলছেন?

যাদব। পিতৃভক্ত যাদবপ্রকাশ দেবতা—বিদ্যাশিক্ষার্থী যাদবপ্রকাশ দেবতা—অধ্যাপক যাদবপ্রকাশ দেবতা—পরদুঃখকাতর যাদবপ্রকাশ দেবতা—দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত যাদবপ্রকাশ দেবতা—আবার প্রবৃত্তির তাড়নায় উন্মাদ যাদবপ্রকাশ পশু! অহঙ্কারে ক্ষিপ্ত যাদবপ্রকাশ পশু—ক্রোধান্ধ যাদবপ্রকাশ পশু—লোভী যাদবপ্রকাশ পশু—পরশ্রীকাতর যাদবপ্রকাশ পশু—শিষ্যহন্তা যাদবপ্রকাশ পশু!! ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্র, সর্পের ন্যায় ক্রূর, কুকুরের ন্যায় লোভী, শৃগালের ন্যায় ধূর্ত্ত—কৃমিকীটের চেয়েও অধম!

সকলে। সে কি! সে কি!

যাদব। হাঁ আর গোপন ক'রবনা—গোপন করতে পারছিনি—পুড়ছি, আগুনে পুড়ছি, আর সহ্য করতে পারছিনি! মনে করেছিলেম দেশ থেকে পালাব—আত্মহত্যা ক'রে এ জ্বালা এড়াব—কিন্তু তাও পারলেম না! হে পণ্ডিতমণ্ডলি! শুনুন আমি কিরূপ পাপাচার! আমি আমার পুত্রতুল্য শিষ্য এই লক্ষ্মণকে হত্যা করতে গিয়েছিলেম—আমি যাদবপ্রকাশ! এখনও সেই চিত্র আমার হৃদয়ে!

সকলে। অসম্ভব!

যাদব। অসম্ভব নয়। পশুর অসাধ্য কি? এই লক্ষ্মণ জানে আমি তাকে হত্যা করতে গিয়েছিলেম। গোবিন্দ জানে, অম্বর শৌম্বী জানে! লক্ষ্মণ, নীরব কেন? বল বল—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'ক্! আর এ জ্বালা সহ্য করতে পারছিনা।

রামা। গুরুদেব!

যাদব। না, আর আমি তোমার গুরু নই। পশু কখনও দেবতার গুরু হ'তে পারেনা—তুমি আমার গুরু আমি তোমার শিষ্য! মুক্তকণ্ঠে এই পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে বলছি—তুমি আমার গুরু—আমি তোমার শিষ্য। যদি তুমি দয়া ক'রে আমায় শিষ্য বলে গ্রহণ কর—যদি এ নরহন্তাকে মার্জ্জনা কর! নইলে আমার শান্তিলাভের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

রামা। গুরুদেব! আপনি চিরকালই আমার গুরু। আপনি যদি সে রাত্রে আমায় হত্যা করবার সঙ্কল্প না করতেন,—এখন বুঝতে পারছি—তা হ'লে আমার জীবন নিষ্ফল হ'ত! আপনারই কৃপায় আমি শ্রীভগবানের দর্শন পাই, আপনারই কৃপায় বুঝতে পেরেছি—তিনি প্রভু—মানুষ তাঁর দাস! তিনি দয়ার সাগরে তাঁর ভৃত্যকে ডুবিয়ে রেখেছেন! ভুলে যাই—তাই মাঝে মাঝে কঠোর হ'য়ে তিনি শিক্ষা দেন!

আপনার হত্যার সঙ্কল্প—সেই কঠোরতা! আর, সেই মৃত্যুর গ্রাস হ'তে উদ্ধার—তাঁর সেই অহেতুকী করুণা!

কাঞ্চীপূর্ণের প্রবেশ

কাঞ্চী। করুণা ব'লে করুণা! নইলে যাদবপ্রকাশ নিজের মুখে বলতে পারে সে খুন করতে গিয়েছিল? অন্ধমানুষ এ দেখেও তাঁর করুণা বোঝেনা—তাঁর সঙ্গে নিজের তুলনা করতে যায়, বলে "সোঽহং"! একটা পিঁপড়ের কামড় সহ্য করবার ক্ষমতা নেই,—বলে "সোঽহং"! তিনহাত গণ্ডীর ভিতরে বাস, কোন্ দিন আছে কোন্ দিন নেই তার ঠিকানা নেই—খালি জ্ঞান আর বিচার!

যাদব। আপনাকে চিরদিনই পাগল ব'লে উপেক্ষা করেছি, বুঝতে পারিনি যে আমরা উন্মাদ—আপনি জ্ঞানী!

কাঞ্চী। আর জ্ঞানী ব'লে গালাগালি দাও কেন? 'জ্ঞান' 'জ্ঞান' ক'রে দেখলে তো? ভক্তিশূন্য জ্ঞানে ছুরী ধরতে শেখায়। যে বিদ্যায় ঈশ্বরকে প্রভু ব'লে চিন্‌লেম না, সে বিদ্যা বিদ্যাই নয়; ভক্তিশূন্য বিদ্যা অবিদ্যা!

যাদব। বাবা লক্ষ্মণ, আমার উপায় কি হবে?

রামা। শ্রীরঙ্গনাথকে ডাকুন, আপনার পূজা কখনই নিষ্ফল হবে না, তিনিই আপনার অশান্ত হৃদয়ে শান্তি দেবেন।

কাঞ্চী। দেবেন কি—দিয়েছেন! নইলে বেঁচে আছি কার করুণায়? কথা কচ্ছি কার করুণায়? মার্জ্জনা চাচ্ছি কার করুণায়? বড় বড় দিগ্বিজয়ী দুই পণ্ডিত—একজন 'অদ্বৈত' 'অদ্বৈত' করে সারা ভারতটার ধূলো খেয়ে এসেছেন; আর একজন 'ভূত' ছাড়াতে গিয়ে 'ভূত' হয়ে বেড়িয়েছেন—তাঁহাদের আজ হঠাৎ এ সুমতি হবে কেন?

যাদব! তোমার জন্য আমার ভাবনা ছিল, সে ভাবনা আজ আমার গেল!

যজ্ঞ। (রামানুজের প্রতি) দেব! আমায় বঞ্চিত করবেন না, আমায় সঙ্গে রেখে ভগবদ্‌প্রেমের আস্বাদ দিন।

রামা। বহুভাগ্যে আজ আমি আপনাদের ন্যায় পরম পণ্ডিতের সাহচর্য্য লাভ কল্লেম। আপনারা দু'জনেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, মানুষের ভক্তিবৃদ্ধি হয় এমন সদ্‌গ্রন্থ প্রণয়ন করুন, আপনাদের কার্য্যে ঈশ্বর তুষ্ট হবেন।

যাদব। শান্তিপূর্ণ প্রাণ।

হায় হায়

সুধা ত্যজি'

এতদিন হলাহল করিয়াছি পান!

রামা। (কাঞ্চীপূর্ণের প্রতি) গুরুদেব, অনেক দিন আপনার মুখে ভাগবত কথা শুনিনি, এ দাসের আশ্রমে কি দু' এক দিন অবস্থান করবেন?

কাঞ্চী। কি জানি বরদরাজের মনে কি আছে! [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

অর্চ্চকের গৃহ

প্রধান অর্চ্চক ও তাহার স্ত্রী

অর্চ্চক। ব্রাহ্মণি, ইতস্ততঃ কোরোনা, আমি তোমার স্বামী, আমার আজ্ঞা পালনই তোমার ধর্ম্ম।

ব্রাহ্মণী। হাঁ গা, ক্ষিদের ভাত—তাতে বিষ দেওয়া!

অর্চ্চক। হাঁ, নইলে বুঝতে পারছ এর পরে কি হবে? আমাদেরই এর পরে আর ক্ষিদের ভাত জুটবে না।

ব্রাহ্মণী। বিষটিষ যা মেশাতে হয়, তুমি ঠিক ক'রে দাও, আমি শুধু সামনে ভাত ধরে দিয়েই খালাস।

অর্চ্চক। সে তোমায় চিন্তা করতে হবে না। সে কি আর তোমার অপেক্ষা রেখেছি? ব্যঞ্জনে বিষ দিয়েছি, অন্নে বিষ দিয়েছি।

ব্রাহ্মণী। পাপ টাপ যা হবে, তা কিন্তু ব'লে রাখছি—তোমার।

অর্চ্চক। আর কঙ্কণ পরবার সময়—তুমি!

ব্রাহ্মণী। হাঁ, তা জানি গো জানি—সোণায় মুড়ে রেখেছেন আর কি! যখন যা বলছ তাইত করছি। কঙ্কণ! একরত্তি সোণা দিয়ে তো খোঁজ নিতে দেখলেম না।

অর্চ্চক। হবে, হবে—আগে নিষ্কণ্টক হই—তোমায় সোণা দিয়ে একেবারে স্বুবর্ণ প্রতিমা ক'রে দেব, ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

নেপথ্যে রামানুজ। শ্রীরঙ্গনাথো জয়তি। গৃহস্থের কল্যাণ হ'ক্।

অর্চ্চক। এসেছ, এসেছ, ঠিক টোপ ধরেছে! ব্রাহ্মণি, আমি বাইরে গিয়ে সম্বর্দ্ধনা করিগে, এখনি এখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমি অন্ন-ব্যঞ্জন ল'য়ে প্রস্তুত হও। [অর্চ্চকের প্রস্থান।

ব্রাহ্মণী। স্বামীর কথা যদি না শুনি তাহ'লে পাপ। আমার দোষ কি? আমায় দিতে বলেছে, আমি দিচ্ছি। দেখো রঙ্গনাথ, আমার কোন পাপ নিও না! [প্রস্থান।

রামানুজ ও অর্চ্চকের প্রবেশ

অর্চ্চক। স্বাগত স্বাগত! আজ আমার কি সুপ্রভাত! গৃহে সাধুর পদধূলি পড়লো, আমার অন্নগ্রহণ ক'রে আমায় চরিতার্থ করবেন - কি আনন্দ! কি আনন্দ! আপনি এখানে উপবেশন করুন, আমার গৃহিণী

অন্ন লয়ে আসছেন। (স্বগতঃ) সামনে ব্রহ্মহত্যাটা নাই দেখলেম! যাই, গৃহিণীকে পাঠিয়ে দিইগে।

রামা। আপনার আতিথেয়তায় পরম সন্তুষ্ট হলেম, আপনি রঙ্গনাথের প্রধান অর্চ্চক, আপনার গৃহে ভিক্ষাগ্রহণে আমার গৌরব।

অর্চ্চক। আহা কি বিনয় কি বিনয়! নইলে সকলে রামানুজ বলে? বসুন, মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হ'তে যায়!—ব্রাহ্মণি, ব্রাহ্মণি! [প্রস্থান।

রামা। আমায় ভোজন করাবার জন্য ব্রাহ্মণের বড়ই আগ্রহ! ব্রাহ্মণের কল্যাণ হ'ক। গৃহস্থের পাপ তাপ আমায় আশ্রয় করুক। দেবসেবায় যদি আমার কিছুমাত্র পুণ্য থাকে, গৃহস্থ তার ফল-ভোগী হ'ক্।

অন্নব্যঞ্জন লইয়া ব্রাহ্মণীর প্রবেশ।

এই যে মা অন্নপূর্ণা ক্ষুধিত সন্তানের জন্য অন্ন লয়ে এসেছেন! উত্তম, নারায়ণের আজ পরম সেবা হবে। দাঁড়িয়ে কেন মা? অন্ন রাখ, নারায়ণকে নিবেদন ক'রে দিই।

ব্রাহ্মণী। (স্বগতঃ) এই রামানুজ? (অন্নব্যঞ্জন রাখিলেন)

রামা। জয় গুরু মহারাজের জয়! (চক্ষু মুদিত করিয়া অন্ন নিবেদন)।

ব্রাহ্মণী। (স্বগতঃ) পুতনা কচিছেলেকে বিষমাখান মাই দিয়েছিল, আমি ভাতে বিষ দিচ্ছি! পুতনা রাক্ষসী, আমি মানুষ! দুপুর বেলা, ক্ষিদের ভাত, কিছু জানেনা, সন্দেহও করেনি, বিশ্বাস ক'রে খাবে—ফল —মৃত্যু! স্বামীর আজ্ঞা—কি ক'রব? ঠাকুরকে নিবেদন ক'রে দিচ্ছে, চোখ চাইতে না চাইতে আমি চলে যাই; দাঁড়িয়ে থেকে বিষ খাওয়া দেখতে পারব না।—এখনও খায়নি।—আমার দোষ কি? স্বামী বলে-ছেন, আমি দিয়েছি।—ঐ বুঝি খাচ্ছে।

(রামানুজ অন্নগ্রহণে উদ্যত)

অ্যাঁ অ্যাঁ! কি করছ? কি করছ? খেওনা—খেওনা।

রামা। একি মা! নারায়ণকে নিবেদন ক'রে দিয়েছি, আত্মাকে নিবেদন করবার সময় বাধা দিলে কেন?

ব্রাহ্মণী। খেওনা, ও মুখের গ্রাস ফেলে দাও—ও অন্ন নয়—বিষ!

রামা। সেকি মা? এ তুমি কি বলছ?

ব্রাহ্মণী। পারলেম না, না ব'লে থাকৃতে পারলেম না। তুমি মা ব'ল্লে, মনে হ'ল—আমি যশোদা, তুমি আমার গোপাল—আমার গর্ভের ছেলে—আমার সর্ব্বস্বধন! মা হ'য়ে তোমার মুখে বিষ দেব কি ক'রে! বাবা, আমায় রক্ষা কর।

রামা। মিথ্যা কথা! এও কি কখনও হয়? মা ছেলেকে বিষ দেবে! হয়ত কোন কারণে তোমার মাথার ঠিক নাই, তাই তুমি কি প্রলাপ বকৃছ! আমি এখনও তোমার কথা বুঝতে পারছিনি। তুমি বিষের কথা কি বলছ?

ব্রাহ্মণী। হাঁ, হয়। হিংসায় কি না হয়? আমার স্বামী তোমার হিংসা করেন; তোমায় মারবার জন্ত তিনি আজ এখানে তোমায় নিমন্ত্রণ করেন—অন্নে বিষ দেন। আমিই সেই বিষ তোমার সামনে ধরে দিয়েছি। ও অন্ন পরিত্যাগ কর।

রামা। তাতো আর হয় না মা। নারায়ণকে নিবেদন করবার পূর্ব্বে যদি তুমি এ কথা বলতে আমি তৎক্ষণাৎ চলে যেতেম, কিন্তু এখন আর পারিনি। আমি দেখেছি, শ্রীরঙ্গনাথ এ অন্ন গ্রহণ করেছেন। জ্ঞানে হ'ক অজ্ঞানে হ'ক—যখন ঠাকুরকে বিষ নিবেদন ক'রে দিয়েছি—ঠাকুর খেয়েছেন! ঠাকুরের প্রসাদ—ঠাকুরের উচ্ছিষ্ট—এ আর আমি পরিত্যাগ করতে পারিনি। এ এখন আর বিষ নয়—অমৃত! এ ভক্ষণ ক'রে যদি আমার মৃত্যু হয়, আমার কোন আক্ষেপ নাই, তাতে পরম আনন্দ।

মা, তুমি সঙ্কুচিত হোয়োনা ; তুমি হাতে ক'রে দিয়েছ, তুমি—মহামায়া অন্নপূর্ণা—অংশরূপে জগতের রমণীতে যাঁর বিকাশ—সেই তুমি—জননী জগদ্ধাত্রী—জগৎপালয়িত্রী—তুমি হাতে ক'রে দিয়েছ—এ আর বিষ নয়—সত্যই অমৃত! এ অমৃত ভোজনের লোভ আমি পরিত্যাগ করতে পারব না ; আমায় আর নিষেধ কোরো না।

ব্রাহ্মণী। আমার কেন এমন মতি হ'ল ; আমি কি সর্ব্বনাশ করলেম! ব্রহ্ম-হত্যা করলেম—সন্তান-হত্যা করলেম!

রামানুজের শিষ্যবর্গের প্রবেশ

১ম শিষ্য। এই যে গুরুদেব! এই যে গুরুদেব!

২য় শিষ্য। আহার করছেন? তাই ত!

রামা। তোমরা ব্যস্ত হ'য়ে এখানে এলে কেন? কি হয়েছে?

১ম শিষ্য। কিছুই জানিনি ; এইমাত্র রঙ্গনাথের প্রধান অর্চ্চক মন্দিরের চত্বরে দাঁড়িয়ে বলছিল—"রামানুজকে আমার বাড়ী নিমন্ত্রণ ক'রে বিষ খাইয়ে এসেছি!" তার পাগলের মত অবস্থা, সে ক্রমাগতঃ এই ব'লে চীৎকার করছে। ঐ দেখুন, তাকে সকলে ধ'রে এই দিকে নিয়ে আসছে।

অর্চ্চক ও শিষ্যগণের প্রবেশ

অর্চ্চক। এই যে খাওয়া হয়ে গেছে। হাঃ হাঃ হাঃ! বিষ খাইয়েছি, বিষ খাইয়েছি।

১ম শিষ্য। গুরুদেব! ঐ শুনুন ব্রাহ্মণ কি বলছে।

রামা। ব্রাহ্মণ! তুমি আশ্বস্ত হও, প্রকৃতিস্থ হও ; তুমি বিষ বলে দিয়েছ, আমি তাতে অমৃতের আস্বাদ পেয়েছি।

ব্রাহ্মণী। ওগো তোমরা যা হয় উপায় কর, যথার্থই আমরা স্বামী

প্রীতে এই মহাপুরুষকে বিষ দিয়েছি—ইনি খেয়েছেন। এখনও যদি কোন উপায় থাকে, কর, এঁকে বাঁচাও।

২য় শিষ্য। গুরুদেব! গুরুদেব!—কি সর্ব্বনাশ হ'ল! কি সর্ব্বনাশ হ'ল!—আরে দুরাচার ব্রাহ্মণ! কি করলি?

১ম শিষ্য। আমি যাই, দেখি যদি কেউ ভিষক্ থাকে।

রামা। শুন শিষ্যগণ! নাহি হও চিন্তাকুল।

নারায়ণে করি' নিবেদন অন্ন আমি করেছি গ্রহণ,
নাহি ভাব ইথে কভু অনিষ্ট হইবে মোর।
ভিষকের কিবা প্রয়োজন?
কর নাম সংকীর্ত্তন, দেখিবে কৌতুক—
সর্ব্বভুক্ অগ্নি যথা দগ্ধ করে সব,
নামের প্রতাপে শক্তিহীন হলাহল এখনি হইবে,
গরল হইবে সুধা, ভয়ে মৃত্যু ত্যজিবে এ স্থান!
জেনো—শুদ্ধমাত্র ব্যবহার গুণে
অমৃত উগারে বিষ,
কালকূট সুধার নির্ঝর!

(শিষ্যগণের সংকীর্ত্তন)

নাম পেয়েছি সুধার ধারা, (আর) ভয় রাখি কি মরণে।
সার করেছি চরণ হরির, জয় করেছি শমনে॥
পাপী তাপী থাকবে নাকো আর,
দয়ার ঠাকুর নাম এনেছে ঘুচবে ভবভার,
বিষের জ্বালা জুড়িয়ে যাবে অভয় নামের স্মরণে॥
বল্ হরিবোল। বল্ হরিবোল্!! বল্ হরিবোল্!!!

অর্চ্চক। তাইত, ম'লনাত—ম'লনাত! নিজের হাতে বিষ দিয়েছি,

সন্দেহ করবারও পথ রাখিনি।—ব্রাহ্মণি! তুমিত জান?—কি আশ্চর্য্য! তীব্র বিষ, মুখে দিলেই মৃত্যু—তবু ম'লনা! কি জ্বালা! কি জ্বালা!!"

ব্রাহ্মণী। বাবা বাবা! আমায় মা বলেছ, তোমার মুখে মা বলা শুনেছি, তবু আমার প্রাণ পুড়ে যাচ্ছে কেন? আমাদের কি হবে?

অর্চ্চক। হবে কি! হয়েছে! হাঃ হাঃ হাঃ! কেমন বিষ দিয়েছি, কেমন বিষ দিয়েছি!

রামা। হে দ্বিজদম্পতি! আজ তোমাদের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছি, তোমাদের পাপ তাপ আমায় দাও, তোমাদের জ্বালা আমায় দাও! হে রঙ্গনাথ! মোহান্ধ ব্রাহ্মণ কি করেছে জানি না, তোমার বিমল জ্যোতিতে এর মোহ নাশ কর, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে ক্ষমা কর।

অর্চ্চক। তাইত ব্রাহ্মণি, এ কি হচ্ছে কিছুইতো বুঝতে পারছিনি। স্বপ্ন আর জাগরণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছি! মহাপুরুষ, আপনি কে?

রামা। হে ব্রাহ্মণ, প্রকৃতিস্থ হ'ন্, দেখুন আমি আপনাদের সন্তান।

অর্চ্চক। তবে আর ভয় কি? ব্রাহ্মণ, বিষ দিয়ে ছেলে পেয়েছি। পুতনাও বিষ দিয়ে স্বর্গে গিয়েছিল, এ কথা সত্য—সত্য—সত্য! রামানুজ যথার্থই রামানুজ! আমাদের মত পাতকীকেই উদ্ধার করতে ধরায় অবতীর্ণ!

ব্রাহ্মণী। বাবা, আমি তোমার রাক্ষসী মা!

রামা। না মা, মা চিরকালই মা!

১ম শিষ্য। গুরুদেব নরকলেবরে সাক্ষাৎ নারায়ণ! জয় গুরু মহারাজের জয়!!

চতুর্থ দৃশ্য

লক্ষ্মণের বাটী

গোবিন্দ ও চমন্বা

গোবিন্দ। বৌদিদি, না খেয়ে আর কতদিন এখানে এমন ক'রে থাকবে? চল, তোমার বাপের বাড়ী তোমাকে রেখে আসি।

চমন্বা। না ভাই, আমি তো আর সেখানে যাব না। তুমি আমার সঙ্গে থেকে মিছে কেন কষ্ট পাও, তুমি বাড়ী ফিরে যাও, আমি এখানে থাকব।

গোবিন্দ। ফিরে যেতে পারলে কি এখানে একতিলও থাকতুম? তুমি বাপের বাড়ী আছ, কেমন আছ দেখতে গিয়েই তো প্যাঁচে পড়েছি। বল্লে, দাদার ভিটে দেখতে যাব; মনে করলুম এ আর কাজটা কি, তোমায় একবার বুঝিয়ে নিয়ে আসি। এখন দেখছি এখানে এসে বিপদে পড়ে গেছি। তুমিও যেতে চাচ্ছনা, তোমায় ফেলে আমিও যেতে পারছিনি।

চমন্বা। তুমি মিছে আমার জন্য অপেক্ষা করছ! আমি এ প্রাণ রাখব না সংকল্প ক'রে বাপের বাড়ী থেকে বেরিয়েছি। আমি ম'রব, কেউ আমায় বাধা দিতে পারবে না। তোমার কাছে ভিক্ষা, আমায় এখানে একা শান্তিতে মরতে দাও।

গোবিন্দ। বলি মরবে কেন? এ তোমার কি ঝোঁক?

চমন্বা। ম'রব কেন? ম'রব কেন? বুঝতে পারছিনি এতদিন মরিনি কেন!

গোবিন্দ। এটা বোঝা বিশেষ কিছু শক্ত নয়। পরমায়ু ছিল তাই এতদিন মরনি; দাঁত থাকতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝলে না, এখন দুঃখ ক'রে কি হবে! আর দুঃখই বা কিসের জন্য? বাড়ী ঘর ছেড়ে, তোমায়

ছেড়ে দাদা ত দিব্যি আনন্দে আছেন! এই আমায় দিয়েই দেখ না। আগে যা ছিলেম, গেরুয়া নিয়ে তার চারগুণ মোটা হয়েছি। যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে! ঘরে বসে খাও দাও হরিনাম কর, বাস্!

চমম্বা। আনন্দে আছেন—আমায় ছেড়ে আনন্দে আছেন! আমার জন্য ঘর ছাড়লেন! আমার জন্য! এই আবাগীর জন্য সন্ন্যাসী হলেন! আমি—আমি—একদিনও তাঁকে যত্ন করিনি, একদিনও তাঁকে আদর করিনি! একদিনও স্বামী ব'লে তাঁর পা পূজা করিনি! নিজের বশে চলেছি, কলহ করেছি, কটু বলেছি, অবাধ্য হয়ে দিনরাত তাঁকে অশান্তির আগুনে পুড়িয়েছি—তখন বুঝতে পারিনি—আজ—আজ—গোবিন্দ, ভাই,—তুমি ঘরে ফিরে যাও, আমায় শান্তিতে মরতে দাও, শান্তিতে মরতে দাও।

গোবিন্দ। তা না হয় চল এক কাজ করি, দাদার কাছেই তোমায় নিয়ে যাই। যে যাচ্ছে, তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে পরম শান্তিলাভ করছে; তুমি তাঁর স্ত্রী হয়ে শুধু জ্বলবে—এই বা কি কথা! চল, তাঁর পায়ের ধুলো নেবে; তার পর তিনি বকেন, রাগ করেন, সে যা হয় হবে।

চমম্বা। না, এ মুখ আর তাঁকে দেখাব না, এ দেহে আর তাঁর অঙ্গ স্পর্শ ক'রব না, আমি ম'রব—এই কামনা ক'রে ম'রব—যেন পরজন্মে তাঁর পায়ের ধুলো নিতে পারি!

গোবিন্দ। বেশ, কিছু খেয়ে মর, পাঁচদিন খাওনি। মরণের পথ শুনেছি বড় দুরূহ, না খেয়ে চলতে যদি কষ্ট হয়, কিছু খেয়ে গায়ে জোর ক'রে নাও।

চমম্বা। খেয়েছি, খুব ভাল সামগ্রী খেয়েছি,—স্বামীর ভিটে, স্বামীর সম্পদ, স্বামীর কল্যাণ, স্বামীর সুখ শান্তি! পেট পুরে খেয়েছি, আর খাবার সাধ নেই।

গোবিন্দ। লক্ষ্মী বৌদিদি, তোমার পায়ে পড়ি বৌদিদি! আমায় কেন আর নিমিত্তের ভাগী কর; একবার আমার সঙ্গে তোমার বাপের বাড়ী ফিরে চল, তার পর ফিরে এসে মরতে হয় মোরো, থাকতে হয় থেক, আমি আর দেখতে আসব না। আমি তোমায় সঙ্গে ক'রে এনেই গোলে পড়েছি। এখানে তোমায় কি ক'রে রেখে আমি ফিরে যাব? এই ভাঙ্গাবাড়ী, এই বন!

চম্মা। হ'ক্ ভাঙ্গাবাড়ী, হ'ক্ বন, তবু এ আমার স্বামীর ভিটে! আমার স্বামীর সেই ভিটে—যে ভিটে থেকে তাঁর গুরুকে তাড়িয়ে দিয়েছি—যে ভিটেয় ব'সে আমি আমার স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করেছি—তাঁকে গালাগালি দিয়েছি—তাঁর ঠাকুরকে গালাগালি দিয়েছি—এই ভিটে—এই ভাঙ্গাবাড়ী—দেখছি, আর কি মনে হচ্ছে জান? এ পাথর নয়, কাঠ নয়—আমার বুকের হাড়! এ আগাছা নয়, কাঁটা নয়—আমার মনের পাপ! এ ভগ্নস্তূপ নয়—আমার মনের পর্ব্বত-প্রমাণ অশান্তি! এ ভিটে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

গোবিন্দ। চিরকাল নিজের গোঁয়ে কাটিয়েছ, কখনো তো কারোর কথা শোননি—কি ক'রব বল।

চম্মা। এই সেই তুলসীমঞ্চ—আমি নিত্য এখানে সন্ধ্যার প্রদীপ দিতুম। ঐ ঘরে বসে তিনি সমস্ত রাত পড়তেন, আর আমি এসে তাঁকে বিরক্ত করতুম! ঐ ঘরে তিনি ঠাকুরপূজা করতেন—এখন বন হয়ে আছে! ঐখানে বসে খেতেন—ঐ পাথরের স্তূপ! ঐ নারিকেল গাছ—শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে—ওর ডাব ঠাকুরকে নিবেদন করে দিতে বড় ভালবাসতেন! এ বাড়ীর—এ ভগ্নস্তূপে সর্ব্বত্র তাঁর স্মৃতি! এই ধূলো—তাঁর পদস্পর্শে চিরপবিত্র এই ধূলো—আমার স্বামীর পায়ের ধূলো—এই ধূলোয় বুকে দিয়ে পড়ে থাকব। যতদিন না মরি—এই

আমার তীর্থ—এই আমার আশ্রয়—এই আমার গতি—এই আমার মুক্তি! যে কদিন বাঁচব এ ছেড়ে কোথাও যাব না - কোথাও না—কোথাও না! তুমি ফিরে যাও—যদি তাঁর সঙ্গে দেখা হয়—বোলো—না না—কিছু বলতে হবে না—কিছু বলতে হবে না - আমি তাঁর কেউ নই! তিনি আমার—স্বামী—দেবতা!—কোথায় তুমি?—কোথায় তুমি?

মৃত্যু।

গোবিন্দ। বৌদিদি, বৌদিদি!—একি! মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন!—বৌদিদি বৌদিদি! না, এ যে মৃত্যু! হায় হায় কি হোল—কি হোল! বৌদিদি—বৌদিদি!

পঞ্চম দৃশ্য

অষ্টসহস্রগ্রাম—কার্পাসারামের কুটীর সম্মুখ

রামানুজ ও শিষ্যবর্গের প্রবেশ

রামা। যজ্ঞেশ ফিরে এল না?

১ম শিষ্য। আজ্ঞে না। আমরা আপনার আগমন বার্ত্তা জ্ঞাপন করলেম, সে বল্লে "উত্তম, আমি গুরু সেবার আয়োজন করিগে"; এই বলেই বাটীর মধ্যে প্রবেশ কল্লে, আমরা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তার পুনরাগমনের অপেক্ষা করলেম, কিন্তু সে আর ফিরল না—আমরা হতাশ হয়ে আপনার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করলেম।

রামা। কি আশ্চর্য্য! তোমরা পথশ্রান্ত হয়ে গেলে, সে তোমাদের সম্বর্দ্ধনা করলে না! এই অষ্টসহস্রগ্রামে আমার দুই শিষ্য—যজ্ঞেশ আর কার্পাসারাম। যজ্ঞেশ—ধনাঢ্য বিত্তশালী অবস্থাপন্ন, আর কার্পাসারাম—ভিক্ষাজীবী দরিদ্র। মনে করেছিলেম সমৃদ্ধিশালী যজ্ঞেশের গৃহে সশিষ্য

আতিথ্য গ্রহণ ক'রব, কিন্তু তার এই ব্যবহার! এখন দেখি দরিদ্র কার্পাসারাম আমাদের চিনতে পারে কি না। বাইরে তো কাউকে দেখছিনি; কার্পাসারাম গৃহে আছে তো? যদি না থাকে তা হ'লে বড়ই বিপদগ্রস্ত হতে হবে, কয়েক দিন পথ পর্য্যটনে ও নিয়মিত আহারের অভাবে আমরা সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, বিশ্রামের নিতান্ত প্রয়োজন হয়েছে।

১ম শিষ্য। গুরুদেব, আমি ডেকে দেখছি গৃহে কে আছে। ওহে কার্পাসারাম! ওহে কার্পাসারাম! গৃহে কে আছ, উত্তর দাও।

(নেপথ্যে লক্ষ্মী) গৃহস্বামী বাটীতে নাই। আপনারা কে? কি প্রয়োজনে তাঁর অনুসন্ধান করছেন?

রামা। এই যে মা লক্ষ্মী গৃহে আছেন, তবে আর চিন্তা কি? আজ এইখানেই অবস্থান করি। মা, সন্তান দ্বারদেশে মাতৃ-স্নেহের লালসায় অপেক্ষা করছে।

লক্ষ্মীর প্রবেশ

লক্ষ্মী। গুরুদেবের কণ্ঠস্বর নয়? হাঁ তিনিই তো। বাবা বাবা, আজ আমাদের কি সৌভাগ্য, আজ গুরুর চরণ দর্শনের জন্য মন ব্যাকুল হয়েছিল, স্বামী স্ত্রীতে পরামর্শ করেছিলেম অদ্যই আপনার নিকট যাত্রা ক'রব। কিন্তু কি অহেতুকী কৃপা আপনার, কি সৌভাগ্য আমাদের, মনে বাসনার উদ্রেক হ'বামাত্রই আপনার উদয়! দেব, দাসীর প্রণাম গ্রহণ করুন।

রামা। মা, তোমাদের দেখবার জন্য আমারও প্রাণ বড় ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিল, তাই এলেম। তোমাদের কুশল তো? তোমার স্বামী কোথায়?

লক্ষ্মী। আপনার আশীর্ব্বাদে পরম সুখে আছি, পরম আনন্দে আছি। তিনি ভিক্ষায় গিয়েছেন।

রামা। উত্তম, উত্তম। মা, আহারের আয়োজন কর। পথ-শ্রান্ত সন্তান—কাল থেকে অনাহার—তোমার হস্তের অমৃত আস্বাদ ক'রে তৃপ্ত হই। আমার ষোলজন শিষ্য সঙ্গে আছেন, সকলেই অভুক্ত—পরিশ্রান্ত।

লক্ষ্মী। দেব এ অপেক্ষা সৌভাগ্য কি? আমার এই কুটীরে সশিষ্য আপনার উদয়! (স্বগতঃ) গুরু আজ অতিথি—সঙ্গে শিষ্যগণ, কিন্তু আমার ঘরে যে একটী চালও নেই। স্বামী ভিক্ষায় গিয়েছেন; কোথা থেকে কি সংগ্রহ ক'রব! কেমন ক'রে গুরু-সেবা হবে। কি ক'রে বলব যে ঘরে কিছু নেই!

রামা। যজ্ঞেশের বাটী শিষ্যদের পাঠিয়েছিলেম, সে ধন-গর্ব্বে উন্মত্ত—কথা কাণেই তোলেনি—তাই এখানে এলেম। মনে কল্লেম—আমি দরিদ্র, ধনীর অন্ন সহ্য হবেনা—তাই বিধাতা আমায় গরীব মায়ের বাটীতে আসার সুযোগ ক'রে দিলেন। কেমন মা, আমরা বিশ্রাম করি? তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না তো? আমরা সংখ্যায় অনেক।

লক্ষ্মী। কি বলছেন দেব? অসুবিধা? আরাধনা ক'রে লোকে যা পায় না—না চেয়ে তা পেয়েছি—গুরুর কৃপা—গুরুর আশীর্ব্বাদ—গুরুর অপার স্নেহ। আজ আমার প্রসাদ দেবার জন্য অযাচিত হ'য়ে সেই গুরু পায়ে হেঁটে আমার কুঁড়েয় এসে দাঁড়িয়েছেন! নারায়ণ আজ কল্পতরু হয়েছেন, ভগবান করুণার সিন্ধু সম্মুখে খুলে দিয়েছেন! অসুবিধা? আজ আমাদের চেয়ে ভাগ্যবান কে?

রামা। তবে আর কি মা, তুমি উদ্যোগ আয়োজন কর, আমরা

সম্মুখস্থ ঐ সরোবরে স্নান ক'রে আসি। দেখো, যেন মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ না হয়। মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হ'লে আর আহার হবে না। কাল থেকে অনাহারে আছি। দেখো আজও যেন বৃথা না যায়! [প্রস্থান।

লক্ষ্মী। ভগবান্! দীনা—দরিদ্রা—অজ্ঞান—একি পরীক্ষায় ফেল্‌লে? গুরু! নারায়ণ! ইহকাল পরকালের গতি! আজ এ কি মূর্ত্তি ধ'রে, কি সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হ'য়ে, কাঙালিনীর সঙ্গে ছলনা করতে এলে! তাইত, কি করি? স্বামী গৃহে নাই, তিনি থাকলে নিশ্চিন্ত হতেম। কি ক'রব! ঘরে একমুঠো চাল নাই, একটা পয়সা নাই, নারিকেলের মালা ভিন্ন অন্য তৈজস নাই! অভুক্ত গুরু—মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হ'লে আর তাঁর আহার হবে না—শিষ্যেরা উপবাসী থাকবেন—কি ক'রব! হে ভগবান্, যদি দরিদ্র করেছিলে, তবে ঘর বেঁধে গৃহস্থ সেজে থাকবার প্রবৃত্তি দিয়েছিলে কেন? এ কুঁড়ে ঝড়ে উড়িয়ে দাওনি কেন? গাছতলা-সার করনি কেন? তা হ'লে তো আজ এ বিপদে পড়তে হ'ত না! কি হ'বে? কোথায় কি পাব? মধুসূদন! তুমি উপায় বলে দাও—তুমি উপায় বলে দাও! [প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

জয়শীলের বাটীর সম্মুখ

নাগরিকদ্বয়ের প্রবেশ

১ম নাগ। ভাল আপদ! ভিখিরীর জ্বালায় পথ চলবার যো নেই। যাচ্ছি উৎসব দেখ্‌তে, ফূর্ত্তি করতে, বাড়ী থেকে বেরোতেই "জয় হ'ক্ বাবা"—"কাণাকে খেতে দাও বাবা"—"আমার পা নেই চলতে

পারিনি বাবা!"—রাজার লোকে রাস্তার কুকুর মারে, ভিখিরীদের সেইরকম ক'রে মারত!

২য় নাগ। যা বলেছ। ভিখিরীর বংশ নির্ব্বংশ না হ'লে আর শান্তি নেই! খাই দাই ফূর্ত্তি করি, যাচ্ছি আমোদ ক'রে উৎসব দেখতে —না রাস্তায় ভিখিরীর পাল!

১ম নাগ। চল চল, মনের দুঃখ মনে মেরে চল। তবে যাত্রাটা নেহাত নিরিমিষ্যি হ'ল। সবাই দেখ না মেয়েমানুষ নিয়ে ঠাকুর দেখতে চলেছে, কি মজাতেই আছে। আমরা চলেছি নেহাত নিরিমিষ্যি।

তৃতীয় নাগরিক ও লক্ষ্মীর প্রবেশ

৩য় নাগ। সরে যা সরে যা, দিক্ করিস্নি। পয়সা? পয়সা রাস্তায় পড়ে আছে আর কি? রূপ আছে ভাঙ্গিয়ে খানা, ভিক্ষে কেন? মর্ মাগী! [প্রস্থান।

লক্ষ্মী। কেউ একটা পয়সা দেয় না, বিদ্রূপ করে।

১ম নাগ। এই দেখ আবার এক বেটী আসছে, এখনি ভিক্ষে চাইবে।

লক্ষ্মী। মহাশয়!

২য় নাগ। আরে বাঃ বাঃ! এ যে দেখছি বিদ্যাধরী ভিখিরী! রসবতী নাগরী!

১ম নাগ। হুঁ—ছাই চাপা আগুন!

লক্ষ্মী। আপনারা দয়া ক'রে যদি আমায় কিছু দেন—বড় গরীব আমি—আপনারা বড়লোক—যা আপনাদের ইচ্ছে—

১ম নাগ। ইচ্ছেটা আর মন্দ কি? যাচ্ছি নিরিমিষ্যি—ভিক্ষে কেন? এসনা—তুমিও রূপসী—

২য় নাগ। আমরাও পিপাসী!—এস ছেঁড়া কাপড় বদলে দিইগে—

মেজে ঘসে ভাল কাপড় পরিয়ে নিলে আজকের উৎসবটা কাটবে ভাল।

লক্ষ্মী। এ কি পাপ! এ কি পাপ! সর্ব্বত্র ঐ একই কথা।

১ম নাগ। এসনা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ভিক্ষে নেবে এস;

(বস্ত্রধারণ)

লক্ষ্মী। ভগবান্!

২য় নাগ। ছেড়ে দাও হে ছেড়ে দাও, চলে এস।

১ম নাগ। কেঁদে ফেল্লে! পাগল!

২য় নাগ। এমন রূপ, কত লোককে ভিখিরী করতে পারে, ভিক্ষে করে কেন?

[নাগরিকদ্বয়ের প্রস্থান।

লক্ষ্মী। এও ছিল অদৃষ্টে আমার!
গুরু! কি দায়ে ফেলিলে আজি!
ক্রমে বাড়ে দিবা—কি উপায় করি?
মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হলে আহার না হবে—
দুই দিন উপবাসী!
কোথা যাব, কেবা ভিক্ষা দিবে?
অঙ্গ মম যদি হ'ত ব্যাধির আগার,
অন্ধ চক্ষুহীন কুব্জ খঞ্জ,
কুষ্ঠ যদি বিকৃত করিত মোরে—
হয় তো বা দয়াবশে কেহ মুষ্টিভিক্ষা করিত প্রদান;
কিন্তু এই রূপ—
আজি জ্বালাইব অনল এ রূপে!
কিবা প্রয়োজন মাংসপিণ্ডে এই,
কিবা প্রয়োজন দেহে,
যদি তাহা হন অন্তরায় গুরুর সেবার!

কিবা প্রয়োজন ?
কিবা প্রয়োজন ভঙ্গুর এ পঞ্জর-পিঞ্জর—
ধ্বংস মাত্র পরিণাম যার ! [প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

জয়শীল শ্রেষ্ঠীর বাটী

জয়শীল

জয়। অহর্নিশি এক চিন্তা এক ধ্যান—তার রূপ ! কি মাদকতা তার সে সৌন্দর্য্যে—আমি কিছুতেই তাকে ভুলতে পারছিনি। চেষ্টা কি করিনি ? কি ক'রব—দুর্দ্দম মন কিছুতেই বশ মানে না। যে দিন তাকে পাবার জন্য অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে তার বাড়ীতে যাই, জানু পেতে তার করুণা ভিক্ষা করি—আর সে আমার কথা শুনে ঘৃণায় অপমানে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়, সে আজ কতদিন! সেইদিন থেকে তৃষ্ণা যেন আরও বেড়েছে ! জ্বালা যেন শতমুখী হয়েছে !—পৃথিবী আমার চক্ষে আজ শ্মশান ! কি ক'রব—জ্বলছি—জ্বালায় বিরাম নাই ! এ জ্বালা কাউকে বলতে পারছিনি—তাকেও না—সাহস হয় না। সে জানলে না আমার প্রাণে কি আগুন—এ জ্বালার উপর জ্বালা !

নেপথ্যে লক্ষ্মী। কে আছেন ? দরজা খুলুন !

জয়। কে ডাকে ? কার কণ্ঠস্বর ? আমার দিবানিশি কেবল ঐ এক চিন্তা ! বাতাসের শব্দে চমকে উঠি, মনে হয় বুঝি সে কথা কচ্ছে ! উঃ ! আমি পাগল হব !

নেপথ্যে লক্ষ্মী। গৃহস্বামী কি বাড়ী আছেন ?

জয়। তারই কণ্ঠস্বর তো! ঠিক সেইরকম! হাঁ—তারই!—না আমার কল্পনা আমায় রহস্য কর্‌ছে?—কে তুমি?

নেপথ্যে লক্ষ্মী। ভিখারিণী।

জয়। এ কি মায়া? হ'ক্ মায়া—পাগল হ'তে আর বাকী কি? দেখি—দ্বার খুলে। (দ্বারোদ্‌ঘাটন)

লক্ষ্মীর প্রবেশ

জয়। একি! সত্যই তুমি? লক্ষ্মী? না, কোন মায়াবিনী তার রূপ ধ'রে আমার সঙ্গে ছলনা করতে এসেছ?

লক্ষ্মী। আমি মায়াবিনী নই, আমি লক্ষ্মী।

জয়। সত্য যদি হয় মায়াবিনী, কিবা ক্ষতি তাহে?
সেই মুখ সৌন্দর্য্যের খনি,
সেই ইন্দীবর আঁখি লাজে নম্র ভয়ে সচঞ্চল
অর্দ্ধ নিমীলিত কভু, কভু বিস্ফারিত
বিশ্বের কৌতুক জড়িত পলকে যার,
আধ স্বপ্ন আধ জাগরণ,
সেই সুঠাম গঠন
যেন উচ্ছ্বসিত কাবেরীর স্নিগ্ধ জলে
শরতের কৌমুদী বিকাশ—
সেই মাধুরী লহরী যদি মত্তকরী
তীব্র হলাহল—
সুধাজ্ঞানে যাহা আকণ্ঠ করেছি পান!
হ'ক্ মায়া—সত্য মিথ্যা আজি করেছে সখ্যতা—
ধ্যানের জাগ্রত মূর্ত্তি সম্মুখে আমার!
সত্য যদি তুমি লক্ষ্মী,

কহ কিবা প্রয়োজনে আগমন হেথা তব ?

কিঙ্কর তোমার—

প্রস্তুত সতত আমি আদেশ পালনে।

লক্ষ্মী। মহাপ্রয়োজনে তোমার কাছে এসেছি, কোন উপায় না দেখে তোমার কাছে এসেছি, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেছি—বিফলমনোরথ হ'য়ে তোমার কাছে এসেছি। লোকে বিদ্রূপ করেছে, রহস্য করেছে, ইতরে কটু বলেছে, স্ত্রীলোক—অসহায়া—অবলা—যা কাণে শুন্‌তে নেই এমন কথা ব'লে তাড়িয়ে দিয়েছে, তবু এক মুঠো চাল দেয় নি—অপমানিত হ'য়ে—লাঞ্ছিত হ'য়ে—হতাশ হ'য়ে—তাই তোমার কাছে এসেছি—এ বিপদে তুমি আমায় রক্ষা কর। আর ভিক্ষা নয়—করুণার প্রার্থিনী নই—দয়ার কাঙালিনী নই—মূল্য দিয়ে কিনব—বল দেবে কি না।

জয়। তুমি কি চাও ? কি মূল্য দেবে ? কি বলছ, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। তুমি কি চাও ? তুমি কি জান না—তুমি যদি চাও—

লক্ষ্মী। না, আর চাইব না, চেয়ে দেখেছি, দেশে মায়া নেই, দয়া নেই, করুণা নেই—পিশাচের ভূমি ! মানুষ নয়—পিশাচ ! সে আর কিছু জানে না—আর কিছু চেনে না—লালসার নরকের কুকুর ! রমণী অসহায়া হ'লেও, ভিখারিণী হ'লেও, দীনা হ'লেও, সে তার লালসার আগুনে তাকে পোড়াতে চায় ! তাই হ'ক্ ! সেখানে কাতর কণ্ঠে ভিক্ষা চাইলে লোকে রূপ নিয়ে রহস্য করে, সেখানে রমণীর রূপে আর বেণের কড়িতে কোন প্রভেদ নেই ! সেখানে রমণীর রূপ পণ্য হ'ক্ !

জয়। তুমি কি চাও ?

লক্ষ্মী। চাল, ডাল, নুন, তেল, কাঠ—মূল্য দিয়ে নেব—মূল্য—এই

রূপ-মূল্যে—এই দেহের মূল্যে—আত্মবিক্রয় ক'রে—ইহকাল বিক্রয় ক'রে।

জয়। তুমি? এ কি সত্য বলছ?

লক্ষ্মী। হাঁ, আমি। একদিন তুমি ব'লেছিলে যে দরিদ্র—যে দিন-ভিখিরী—তার ঘরে রূপ কেন? সে দিন তোমার কথা শুনে তোমায় পদাঘাত করতে চেয়েছিলেম—আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেম। আজ দেখছি তোমার কথাই ঠিক! যার কিছু নেই তার রূপ মূল্য হ'ক্! গৃহে অভুক্ত গুরু অতিথি, সঙ্গে শিষ্যগণ, পথশ্রান্ত, মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ হ'লে আর তাঁদের আহার হবে না। স্বামী আমার ঘরে নেই, দীন ভিখিরীর ঘর, এক মুঠো চাল নেই, একটা ছোলা নেই, গুরু নারায়ণ বিমুখ হয়ে ফিরে যাবেন। কোন উপায় না দেখে, কেঁদে পায়ে জড়িয়ে ভিক্ষে চেয়েছি। যারা গরীব তারা দূর দূর করেছে, যারা বড় লোক, তারা বিদ্রূপ করেছে, এই ছিন্ন মলিন শতগ্রন্থি বসন—যা দেখে লজ্জায় লজ্জা দেশত্যাগ করেছে—সেই ছেঁড়া কাপড় দেখে তাদের লজ্জা হয়নি—তারা এই কাপড় ধরে টেনেছে! তুমি বড়লোক, তোমায় সে বিদ্রূপ করবার অবসর আমি দিতে চাইনি! তুমি আমার দেহ পণে এমন দ্রব্য দাও, যাতে আমি সশিষ্য গুরুর সৎকার করতে পারি!

জয়। (স্বগত) বিচিত্র নারীর মন!

এই লৌহসম দৃঢ়—
এই নবনী-কোমল!
আজি দেখি সুপ্রভাত মোর!
আকাঙ্ক্ষিত ধন
যার তরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছি পণ—
আজি নিজে যেচে বিকাইতে চায় আপনায়?
এ সুযোগ ত্যজিবারে নারি।

(প্রকাশ্যে) তুমি যা বলছ তা কি সত্য ? তোমার কথায় কি বিশ্বাস করতে পারি ?

লক্ষ্মী। সত্য—সত্য—সত্য !

মাংস অস্থি মেদে গঠিত এ দেহ—

অতি ঘৃণ্য—অতি হেয় - মলের আধার,

রহে মাত্র নিঃশ্বাসে আশ্রয় করি'—

ক্ষুদ্র দীপশিখা ঝটিকার মাঝে,

কালের ফুৎকারে নিমিষে নির্ব্বাণ যার—

রহে মৃত্তিকায়—মিশে মৃত্তিকায়,

করে মাত্র কৃমির পোষণ—

রূপ ক্ষণিকের বিকার তাহার !

আজি সেই রূপ-পণে

করিব হে গুরুর সৎকার !

গুরু ! ভব কর্ণধার !

শান্তিবারি ত্রিতাপ জ্বালার—

করুণায় যদি আজি হয়েছে অতিথি, দয়া-পয়োনিধি !

রহ অপেক্ষায়,

ফিরিবে এখনি দাসী তব পূজা লয়ে।

মহাশয়, বিলম্ব না সয়,

সত্য কহি, দেহ মোরে গুরু পূজা-উপচার,

সেবা-অন্তে একাকিনী আসিব তোমার বাসে

অমূল্য সে মোক্ষ রত্ন মূল্য দিয়ে করিব হে ক্রয়।

জয়। চল, তোমায় যা প্রয়োজন হয়, দিচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য

রামানুজ, কুরেশ ও শিষ্যগণ

রামা। কুরেশ! এ কি! পুনরায় তোমার সন্ন্যাসীর বেশ কেন? তুমি এখানেই বা কেন? তুমি কি করে সংবাদ পেলে যে আমি এখানে এসেছি?

কুরেশ। দেব! আপনার আজ্ঞায় সন্ন্যাসী হ'য়েও আবার গৃহী হয়েছিলেম, আপনার আদেশেই আবার আমার এ সন্ন্যাসীর বেশ। আমি আপনার চরণ দর্শনের জন্ত শ্রীরঙ্গমে যাই, সেখানে গোবিন্দের মুখে শুনলেম আপনি অষ্টসহস্র গ্রামে এসেছেন। আমি কালবিলম্ব না করে শ্রীরঙ্গম হ'তে যাত্রা করলেম।

রামা। তোমার বাটীর সব কুশল?

কুরেশ। আপনার আশীর্ব্বাদে সমস্ত মঙ্গল। আপনি আদেশ করেছিলেন, একবার আমার বাড়ীতে পদার্পণ করবেন, আমি সেই কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্ত এসেছি।

রামা। হাঁ, তোমার বাটীতে যাবার কথা ছিল বটে। কিন্তু সে তোমার পুত্র হ'লে সেই সময়।

কুরেশ। আপনার আশীর্ব্বাদে আমার পুত্রলাভ হয়েছে। সম্প্রতি তার অন্নপ্রাশন দেবার সঙ্কল্প করেছি। নবজাত সন্তান আপনার আশীর্ব্বাদ লাভে বঞ্চিত না হয়, এই আমার ভিক্ষা।

রামা। উত্তম। আমি এই শুভ ঘটনার অপেক্ষা করছিলেম! মহামুনি যামুনের মহাসমাধি অবস্থায় তিনটী প্রতিজ্ঞা করেছিলেম, গুরুর কৃপায় তার দুইটী পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছি। বেদান্তে ভাষ্য প্রণয়ন ও দ্রাবিড় বেদ প্রচার তোমাদেরই সাহায্যে সম্পন্ন করেছি।

আমার একটী প্রতিজ্ঞা এ পর্য্যন্ত অপূর্ণ ছিল। মহামুনি পরাশরের পবিত্র নামে কোন বৈষ্ণব সন্তানের নামকরণ করবার বাসনা সত্ত্বেও এত দিন উপযুক্ত আধারের অভাবে সে বাসনা কার্য্যে পরিণত করতে পারিনি। তুমি পরম বৈষ্ণব, তোমার পুত্র ভবিষ্যতে মুনিশ্রেষ্ঠ পরাশরের নামের মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারবে এই বিশ্বাসে আমি তার নাম রাখলেম পরাশর। তুমি আমার সঙ্গে অবস্থান কর। আমি এখান থেকে কুরুকা নগরীতে শঠারীর মূর্ত্তি দর্শন করে তোমার গৃহে উপস্থিত হব।

কুরেশ। এখানে আর কয় দিন অবস্থান করবেন ?

রামা। কয় দিন কি ? অদ্যকার দিন অতিবাহিত করে এখনি যাত্রা ক'রব। কার্পাসারাম দরিদ্র, বহু শিষ্যসহ তার গৃহে অধিক দিন অবস্থান, তার পীড়ার কারণ হবে।

কুরেশ। কার্পাসারাম ! এমন নাম ত কখনও শুনিনি।

রামা। কার্পাসারাম তার প্রকৃত নাম নয়। তার নাম বরদর্য্য। তার কুটীরের চারি পার্শ্বে কার্পাস বৃক্ষ আছে ব'লে সকলে কার্পাসারাম ব'লে ডাকে।

জনৈক অন্ধকে লইয়া একটী বালিকার প্রবেশ

বালিকা। হাঁ গা, তোমাদের মধ্যে ঠাকুর কে বলতে পার ?

রামা। কোন্ ঠাকুর ?

বালিকা। ঠাকুর আবার কোন্ ঠাকুর ! বলতে পার এখানে ঠাকুর কে আছেন ?

কুরেশ। কে বললে আমাদের মধ্যে ঠাকুর আছেন ?

বালিকা। লোকে বলছিল তাই শুনেছি। রামানুজ ঠাকুর এই গ্রামে এসেছেন। তা সবই ত গেরুয়া পরা। দেখিয়ে দাও না তোমাদের মধ্যে ঠাকুর কে ?

কুরেশ। তুমি ঠাকুর দেখে কি করবে?

বালিকা। ও মা কথা শোন! ঠাকুর দেখে কি করে? একটা গড় ক'রব। ক'রে বাড়ী যাব।

রামা। তোমার বাড়ী কোথায়?

বালিকা। আমার বাড়ী চিঞ্চাকুটী।

রামা। চিঞ্চাকুটী? কুরুকা নগরী সেখান থেকে কতদূর?

বালিকা। আপনি সন্ন্যাসী, আপনি কি সহস্রগীতি পড়েন নি?

রামা। কেন, সহস্রগীতির মধ্যে এ কথা আছে নাকি?

বালিকা। নেই? ও মা বলে কি! সহস্রগীতিতেই ত আছে—

"চিঞ্চাকুটীরং কুরুকানগর্য্যাঃ ক্রোশমাত্রকম্।"

রামা। অদ্ভুত বালিকা! মা, তুমি কে?

বালিকা। আমি বামুণদের মেয়ে গো। আমি আমার এই কাণা ভাইটিকে নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে ভিক্ষা করি আর গান গাই। কই, আমায় ঠাকুর দেখিয়ে দিলে না?

কুরেশ। তুমি ঠাকুর দেখবে? শুধু হাতে ত ঠাকুর দেখতে নেই, ঠাকুরকে কি দেবে?

বালিকা। ভিখিরী মানুষ কোথায় কি পাব বল, শুধু হাতে বুঝি ঠাকুর দেখতে নেই? তবে বেশ—ঠাকুরকে একখানা গান শুনিয়ে যাব।

রামা। কই গান গাও। তোমার গান শুনে ধন্য হই।

বালিকা। তুমি গান শুনবে? তবে তুমিই বুঝি ঠাকুর? তবে তোমায় আগে গড় করি।

(প্রণাম করিয়া গীত)

"নান্যা স্পৃহা রঘুপতে হৃদয়েঽস্মদীয়ে
সত্যং বদামি চ ভবানখিলান্তরাত্মা।

ভক্তিং প্রযচ্ছ রঘুপুঙ্গব নির্ভরাং মে
কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসঞ্চ ॥"

"শুদ্ধব্রহ্মপরাৎপর রাম গৌতমমুনিসংপূজিত রাম
কালাত্মকপরমেশ্বর রাম সুরমুনিবরগণসংস্তুত রাম
শেষতল্পসুখনিদ্রিত রাম নাবিকধাবিতমৃদুপদ রাম
ব্রহ্মাদ্যমরপ্রার্থিত রাম মিথিলাপুরজনমোহক রাম
চণ্ডকিরণকুলমণ্ডন রাম বিদেহমানসরঞ্জক রাম
শ্রীমদ্দশরথনন্দন রাম ত্র্যম্বককার্মুকভঞ্জক রাম
কৌশল্যাসুখবর্দ্ধন রাম সীতার্পিতবরমালিক রাম
বিশ্বামিত্রপ্রিয়ধন রাম কৃতবৈবাহিককৌতুক রাম
ঘোরতাটকাঘাতক রাম ভার্গবদর্পবিনাশক রাম
মারীচাদিনিপাতক রাম শ্রীমদযোধ্যাপালক রাম
কৌশিকমখসংরক্ষক রাম রাম রাম জয় রাজা রাম
শ্রীমদহল্যোদ্ধারক রাম রাম রাম জয় সীতা রাম"

রামা। তোমার আর কে আছে ?

বালিকা। কেন, আমার মা আছে, বাবা আছে।

রামা। ধন্য এ বালিকার জনক জননী, যাঁদের এমন কন্যা ! তোমার গৃহে অতিথি হবার লোভ আমি সম্বরণ করতে পাচ্ছি না। বালিকা, আমি প্রতিজ্ঞা করছি কুরুকা নগরী যাবার পথে তোমাদের গৃহে অতিথি হব।

বালিকা। ঠাকুর অতিথ হয় ? বেশ বেশ। এমন নইলে ঠাকুর ?

রামা। এত বেলা হয়েছে, তুমি এখন কোথায় যাবে ?

বালিকা। আমি ভিক্ষা করতে করতে বাড়ী যাব।

রামা। আজ আমাদের সঙ্গেই ভিক্ষা গ্রহণ কর। আজ মধ্যাহ্নে

আমাদের সঙ্গে তোমাদের নিমন্ত্রণ। চল শিষ্যগণ, মা বোধ হয় অন্ন ব্যঞ্জন ল'য়ে অপেক্ষা করছেন—চল।

অন্ধ। আহা এমন ঠাকুর! চোখ নেই—দেখা হ'ল না!

রামা। আক্ষেপ কেন? দিব্যচক্ষে ঠাকুরকে দেখ।

অন্ধ। সত্যই তো! এই যে তোমায় দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি।

নবম দৃশ্য

কার্পাসারামের কুটীর

কার্পাসারাম ও লক্ষ্মী

কার্পাসা। কি আনন্দ, কি আনন্দ! লক্ষ্মি, আজ কোথা থেকে এ কি হ'ল! গুরুদেবের চরণ দর্শন পেলেম! তুমি যথার্থই সহধর্ম্মিণী, তুমি এ সব আয়োজন করলে কোথা থেকে? ধন্য তুমি—আর ধন্য আমি যার এমন স্ত্রী!

লক্ষ্মী। এই প্রসাদ নাও, তোমায় প্রসাদ দেবার জন্য এতক্ষণ সাগ্রহে তোমার অপেক্ষা করছিলেম।

কার্পাসা। বাঃ বাঃ! এ যে রাজভোগের আয়োজন দেখছি। এ দেব-ভোগ্য ভোজ্য তুমি কোথায় পেলে? আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনি! লক্ষ্মি, আজ অন্নপূর্ণা কি তোমার গুরুভক্তিতে প্রীতা হ'য়ে তোমায় এ সমস্ত দান করে গিয়েছেন? না, গুরুদেব স্বয়ং তাঁর সেবার ব্যবস্থা করেছেন? নইলে ভিখারীর ঘরে এ সেবার আয়োজন কি ক'রে হ'ল?

লক্ষ্মী। (স্বগতঃ) কি ক'রে বলব কি মূল্যে আমি এ সমস্ত ক্রয় করেছি। স্বামী আমার শুনে কি মনে করবেন?

কার্পাসা। সাধ্বি, নিরুত্তর কেন? বল, কি অলৌকিক ব্যাপার আজ হয়েছে? বল, শুনতে শুনতে দু'জনে প্রসাদ ভক্ষণ করি।

লক্ষ্মী। স্বামী! প্রভু!
নহি সাধ্বী—দ্বিচারিণী আমি।

কার্পাসা। অসম্ভব! তুমি দ্বিচারিণী?
সূর্য্য যদি এই দণ্ডে ভস্মপিণ্ডে হয় পরিণত,
বিশ্বের বিধান যদি লুপ্ত হয় চক্ষের পলকে,
সলিলে অনলশিখা হয় প্রজ্বলিত,—
তথাপিও এ নহে সম্ভব কভু,
দ্বিচারিণী তুমি দেবি!
বিশ্বের আদর্শ সতী—নিত্যশুদ্ধা নিত্য যশস্বিনী—
ভাগ্যবশে পত্নীরূপে পেয়েছি তোমায়,
ভিখারীর ভগ্নগৃহে চির আকাঙ্ক্ষিত আরাধ্য প্রতিমা,
করুণায় বিগলিত প্রাণ,
নয়নে শান্তির ধারা, চরণে কল্যাণ!

লক্ষ্মী। গুরু তুমি, স্বামী তুমি,
একমাত্র আশ্রয় আমার,
মিথ্যা নাহি কহি দেব তোমার সকাশে।
আজি বিকায়েছি দেহ,
আজি জীবনের শেষ দিন মম,
সত্যে বদ্ধ প্রাণ,
আছে মাত্র মুহূর্ত্তে আশ্রয় করি'—
নিশা অন্তে কালগর্ভে মিশিতে আকুল!

কার্পাসা। সংশয়ে রেখ না আর,
কহ প্রিয়ে, কি রহস্য রেখেছ লুকায়ে
অন্তরের নিভৃত প্রদেশে ?
কিবা পণে বদ্ধ তুমি ?
ভিখারীর সনে কেন কর ছল ?
সত্য কহ, কেন কহ হেন অসঙ্গত বাণী ?

লক্ষ্মী। অভুক্ত অতিথি গুরু,
সঙ্গে শিষ্য বহুজন,
পথশ্রান্ত ক্ষুধায় কাতর,
ভিখারীর ঘর—নাহি গোটা তণ্ডুল সঞ্চয়,
তুমি নাহি গৃহে,
নিস্ফল ভিক্ষায় ফিরি' দ্বারে দ্বারে,
মর্ম্মাহত লাঞ্ছিত দুখিনী,
উপায় বিহীনা নারী
অন্ধকার নেহারি' সংসার
চরণ তোমার করিয়া স্মরণ,
করি' দেহপণ, করেছি হে ক্রয়
ভোজ্য দ্রব্য যত গুরুর সেবার হেতু।
নাথ! ঐ লহ প্রসাদ গুরুর,
দেহ কণিকা আমায়,
মোক্ষের সোপান বক্ষে করিয়া ধারণ
ত্যজি স্থান—স্বামীগৃহ—
আমরণ মহাতীর্থ মোর!
পরদ্বারে বিক্রীতা অধীনী

সত্যে বদ্ধ দ্বিচারিণী,
আর নহি অধিকারী চরণ-সেবায় !

কার্পাসা। অ্যাঁ বল কি ! বল কি ! এই কথা বলতে তুমি সঙ্কুচিতা হচ্ছ ? লজ্জিতা হচ্ছ ? কি আনন্দ ! কি আনন্দ ! এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ বিক্রয় ক'রে তুমি গুরুপূজার আয়োজন করেছ ? কাচের বিনিময়ে কাঞ্চন লাভ করেছ ? এমন গুরুভক্তি তোমার ? সার্থক তোমার জন্ম —সার্থক তোমার দেহধারণ, আর —সার্থক আমার জীবন—যে আমি তোমার স্বামী ! এই দেহ—গলিত শব যার পরিণাম—এই অকিঞ্চিৎকর বস্তু—এ অপেক্ষা আর কি মহাকার্য্য করতে সমর্থ হ'ত ? এমন নইলে সহধর্ম্মিণী ? লক্ষ্মি, লক্ষ্মি ! দাও, দাও, তোমার গুরুভক্তি আমায় দাও। তোমার গুরুভক্তিতে আমার ঈর্ষা হচ্ছে ! হায় হায়, আমার এ ছাই দেহে কিছুই হ'ল না ! এ নশ্বর দেহ গুরুর কোন কাজে লাগল না !

লক্ষ্মী। নাথ ! দেহ বিদায় আমারে।
শত অপরাধে অপরাধী চরণে তোমার,
নরজ্ঞানে সেবেছি তোমায়,
বুঝিনি কখনো—রমাপতি—উমাপতি
বিশ্বেশ্বর বিশ্বপতি তুমি,
তারিতে আমারে বিরাজিত নর-কলেবরে।
এত উচ্চ এমনি মহান্,
ক্ষুদ্রা নারী গোস্পদের বারি—
মহাসিন্ধু পুরুষ ধরায় !

কার্পাসা। জয় গুরু ! জয় গুরু ! আহারান্তে গুরুদেব ঐ বৃক্ষমূলে বিশ্রাম করছেন। এই অবসর ! তোমায় বিদায় দেব কি ? চল—চল—

সে মহাপুরুষকে দেখে আসি—যিনি আমার স্ত্রীর দেহপণে আমার গুরু-সেবার উপযোগী এই রাজভোগ প্রদান করেছেন। লক্ষ্মি, লক্ষ্মি! সে ভাগ্যবান্ কে?

লক্ষ্মী। জয়শীল শ্রেষ্ঠী।

কার্পাসা। বটে? বটে? জয়শীল যথার্থই জয়শীল, সে আজ ব্রহ্মাণ্ড জয় করেছে, আমাকে জয় করেছে; আজ তার কৃপায় আমার গৃহে—এই ভিখারীর গৃহে—গুরুপূজা! লক্ষ্মি, নাও—প্রসাদ খাও—প্রসাদ সঙ্গে নাও; যে সাধু এমন অকিঞ্চিৎকর মূল্যে এই প্রসাদ পাবার সুযোগ দিয়েছেন—এ অমৃত থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। এ সুধা একা খেয়ে তৃপ্তি নাই। নাও, জয়শীলের জন্য প্রসাদ নাও। চল, আমি তোমায় সঙ্গে ক'রে তাঁর আবাসে যাই, সেই ভাগ্যবানকে দেখে আসি।

লক্ষ্মী। চল।—গুরু! তোমার ভার, তুমি জান কোথায় নিয়ে যাচ্ছ। [উভয়ের প্রস্থান।

দশম দৃশ্য

জয়শীল শ্রেষ্ঠীর উদ্যান বাটী

জয়শীল

জয়। ধীরপদে চলে সন্ধ্যা—
দেখিতে দেখিতে তার আগত যৌবন
কিশোরী স্ফুরিতাধরা
অনুরাগে প্রস্ফুটিত লাবণ্যকুসুম!
নিজ-নাভি-পদ্মগন্ধে অন্ধ হরিণীর প্রায়

লুপ্ত জ্ঞান চিত্তহারা ক্রমে,
নাহি লজ্জা নাহিক সরম—
আলুথালু কেশ বেশ,
কবরী বন্ধনে যত বেলাযূথীজাতি
লুটায় আকাশে—
অগণন তারকার ভাতি!
ক্রমে হৃদি-চাঁদ উদয় হৃদয়ে,
অভিসার নিভৃত নিশায়
উলঙ্গিনী মোহিনী প্রকৃতি
শিখায় কি নবরঙ্গ অবোধ মানবে!
মত্তপ্রাণ আসঙ্গ লিপ্সায়—
অপেক্ষায় কতক্ষণ রব?
হৃদয়ের দ্বারে বাসনার দ্রুত করাঘাত
আর না সহিতে পারি!
সত্যে বদ্ধ সে সুন্দরী—
প্রতারণা করিবে কি মোরে?

কার্পাসারাম ও লক্ষ্মীর প্রবেশ

কার্পাসা। লক্ষ্মি! এই মহাপুরুষকে গুরুর প্রসাদ দাও। মহাশয়, আমি আমার স্ত্রীর মুখে সমস্ত শুনেছি। আপনি আজ আমার যে উপকার করেছেন তার মূল্য নাই। তথাপি সত্যে আবদ্ধ আমার পত্নীকে গ্রহণ ক'রে আমাদের উভয়কেই ঋণমুক্ত করুন। (প্রস্থানোদ্যত)

জয়। ব্রাহ্মণ! ক্ষণেক অপেক্ষা কর! (লক্ষ্মীর প্রতি) সত্যই তুমি এলে?

লক্ষ্মী। হাঁ, আমি মিথ্যাবাদিনী নই।

জয়। (স্বগতঃ) একি অভিনয় নেহারি সম্মুখে মোর!
এমন কি গুরুভক্তি সেই—
যার তরে সতী পারে অনায়াসে করিতে বর্জ্জন—
সতীত্ব রতন—
আর—হাস্যমুখে সেই নিধি
ডালি দিতে আসে স্বামী তার!
এও কি সম্ভব কভু!
বিজড়িত জ্ঞান—
স্থান কাল নির্ণয় করিতে নারি!

কার্পাসা। মহাশয়, ক্রমশঃ রাত্রি অধিক হচ্ছে, গুরুদেব কুটীরে অবস্থান করছেন, আমি আর বিলম্ব করতে পারি না, অপেক্ষা করতে বল্লেন কেন? আপনার কি বক্তব্য বলুন, শুনে আমি গৃহে যাই।

জয়। আপনি স্বামী হ'য়ে আপনার স্ত্রীকে আমার লালসানলে আহুতি দিতে এসেছেন—একি আমি স্বপ্ন দেখছি, না সত্য? আপনি দেহধারী মানুষ, না ছায়া? আমার জন্য আবার আপনার গুরুর প্রসাদ এনেছেন?

কার্পাসা। ছায়া নয়, আমি মানুষ। আপনার জন্য গুরুর প্রসাদ এনেছি; কেন জানেন? আপনি জানেন না আমার কি উপকার করেছেন! এ প্রসাদ আপনাকে না দিয়ে কি নিশ্চিন্ত হ'তে পারি? এই নিন্, প্রসাদ খান, আমি দেখে ধন্য হ'য়ে গৃহে ফিরে যাই।

জয়। ভাল, দিন্। (প্রসাদ ভক্ষণান্তে) সুস্বাদু বটে।

কার্পাসা। আপনাকে গুরুর প্রসাদ খাইয়ে আমি ধন্য হলেম; অনুমতি করুন, আমি যাই।

জয়। দাঁড়ান, একটা কথা; আপনি স্বামী হ'য়ে আপনার স্ত্রীকে

এখানে রেখে নিশ্চিন্ত মনে গৃহে ফিরে যাচ্ছেন? স্বামী! এও কি সম্ভব? আপনি এর স্বামী?

কার্পাসা। স্বামী? কেবা কার স্বামী?

একমাত্র স্বামী তিনি, যিনি অখিলের স্বামী!
সীমাবদ্ধ দৃষ্টি মানবের,
বিকৃত নয়নে হেরে নর-নারী মানব-মানবী,
অহঙ্কারে স্বামী-অভিমানে
ফেরে দুর্ম্মদ বারণ সম;
লালসায় উন্মত্তের প্রায়
হিতাহিত না করে গণনা,
আমি স্বামী—আমি পিতা,
অন্নদাতা গৃহকর্ত্তা আমি—
এই মোহে ভুলে যায় বিশ্বের ঈশ্বর!
নিয়ত অশান্তি-ঘোরে জর্জ্জর কাতর!

জয় (স্বগতঃ) আমিও মানুষ, এ ব্রাহ্মণও মানুষ; কিন্তু এতে আমাতে এ কি প্রভেদ! আমি এর স্ত্রীর রূপ দেখে উন্মত্ত—আর এ এর স্ত্রীর বিনিময়ে গুরুর সেবা করতে পেরেছে ব'লে আনন্দে আত্মহারা! আর এই রমনী—কি অসাধারণ এর গুরুভক্তি! অনায়াসে দেহপণে সামান্ত দ্রব্য—চাল, ডাল, নুন, তেল, কাঠ—নিয়ে গেল গুরুর সেবার জন্ত! আবার অবিচলিত চিত্তে সত্যপালনের নিমিত্ত আমার কাছে উপস্থিত হয়েছে! এরা যে মানুষ, আমিও কি সেই মানুষ? দ্বিজ-দম্পতি! দাঁড়াও, পাশাপাশি দু'জনে আমার সম্মুখে দাঁড়াও, আমি একবার ভাল ক'রে তোমাদের দেখি।

কার্পাসা। কি দেখবে?

জয়। জানি না। আমায় একখানা দর্পণ দিতে পার?

কার্পাসা। কেন?

জয়। একবার আয়নায় নিজের মুখ দেখি। দেখি, এ স্কন্ধের উপর তোমাদেরই মত মানুষের মুখ, না পশুর মুখ? আমি মানুষ, না কামান্ধ কুকুর?

কার্পাসা। আপনি মানুষ, আমাদেরই মত মানুষ—পরম ভাগ্যবান্—গুরুদেবের অযাচিত করুণা পেয়েছেন—তাঁর প্রসাদ।

জয়। না না—আমি মানুষ নই—পশু নই—পশুরও অধম! আমি এঁর রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেম! কামচক্ষে এঁকে দেখেছি! এই দেবী—বিশ্বজননীর রূপ-সৌন্দর্য্য নিয়ে উদ্যতকরে যিনি ভয়ার্ত্ত সন্তানকে কোলে টেনে নেবার জন্যে সদা ব্যগ্র—যাঁর চক্ষে করুণা—বক্ষে ক্ষুধিত বিশ্বের অবিরাম-সঞ্চিত প্রাণদায়িনী সুধা—সেই দেবীকে—সেই—মাকে—সেই বিশ্বপ্রসবিনী শান্তিদায়িনী জননীকে কামচক্ষে দেখেছি! আমি কি? আমি কি? মানুষ নই—পশু নই—প্রেত নই—পিশাচ নই—আমি কি? মা! মা! কি আবরণ দিয়ে আমার চক্ষু ঢেকে রেখেছিলে? আমি মাকে মা ব'লে চিনিনি? আমায় অভয় পদে স্থান দাও—তোমার বরাভয়দায়ী করস্পর্শে আমার হৃদয়ের জ্বালা জুড়িয়ে দাও। মা! মা! ছেলেকে ছেলে ব'লে কোলে টেনে নাও। আমার এ জ্বালা, আমার এ অশান্তির আগুন নিবিয়ে দাও।

রামানুজের প্রবেশ

রামা। বিশ্ব আজ মাতৃচরণ-রেণু-স্পর্শে জেগে উঠেছে! মা! মা! আজ একি মূর্ত্তি দেখালি মা? ক্ষুধার তাড়নায় মধ্যাহ্নে তোর গৃহে অতিথি হয়েছিলেম, ভক্তির কি অক্ষয় সুধা মুগ্ধ সন্তানের জন্য সঞ্চিত

রেখেছিলি—আকণ্ঠ সে অমৃত পান ক'রে আজ আমার চির পিপাসিত প্রাণ শীতল হ'ল !

লক্ষ্মী। ব্যথাহারী তুমি গুরু
দীননাথ দীনের শরণ
নারায়ণ নর-কলেবরে—
তাপিত-তারণ পাপ বিনাশন
মোক্ষ-সেতু নরক তুস্তরে
লজ্জা নিবারণ—শ্রীমধুসূদন—বিপদভঞ্জন !
রাখিলে দীনার লজ্জা নারীর সম্ভ্রম !
লীলাময় রসিকশেখর,
অজ্ঞ নরে কি বুঝিবে মহিমা তোমার !
তুমি ভব-কর্ণধার—দেবকী-তুলাল,
যশোদার আনন্দ-গোপাল,
ব্রজগোপী-প্রাণেশ্বর—রাধিকার হৃদয়রঞ্জন !
করি' কোটী প্রণিপাত
ভিক্ষা মাগি রাতুল চরণে
জন্মে জন্মে দিও দেব বিপদের ভার—
যত ইচ্ছা তব,
তোমার সে দান—আকাঙ্ক্ষিত আশীর্বাদ সম
বহুভাগ্যে লব শির পাতি'।

রামা। ভক্তিশূন্য দেশে বহাইতে ভক্তির প্রবাহ,
হে দ্বিজ-দম্পতি,
ধরা-কারাবাসে স্বেচ্ছায় এসেছ দোঁহে,
শিখাইতে ভবে ভক্তির মহিমা

করিয়াছ যেই স্বার্থ ত্যাগ,
নরে না সম্ভবে কভু !
পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ
হয়েছিনু অতিথি তোমার,
পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ
দেখেছিনু অলক্ষ্যে তোমার
কি দিয়ে কিনেছ তুমি উপচার গুরুর পূজার !
পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ
স্বকর্ণে শুনেছি আমি
স্বামীপদে রুদ্ধকণ্ঠে আত্ম নিবেদন,
আনন্দে অধীর—কণ্টকিত কায়
শুনিয়াছি প্রাণ ভরি'
কি উল্লাস কি নব উৎসাহ
স্বামীর তোমার, শুনি তব ত্যাগের কাহিনী !
পাষাণে বাঁধিয়া প্রাণ
সঙ্গোপনে এসেছি হেথায়
দেবলীলা মর্ত্ত্যে আজি করিতে দর্শন !
সফল জীবন—
লুপ্ত ভক্তি পুণ্যভূমে জাগরিত পুনঃ,
নিরুদ্দিষ্টা শ্রী আজি হেরি
প্রতিষ্ঠিতা পুনঃ স্বগৃহে তাহার !
তোমাদের পুণ্যময় স্মৃতি
চিরদিন রাখিতে উজ্জ্বল,
আজি হ'তে শিষ্যবর্গ মোর

"শ্রী" আখ্যায় অভিহিত হইবে ধরায়।

কার্পাসা। গুরু, করুণার সিন্ধু! এ কি করুণা! ভিখারীকে এই অমূল্য দান দেবার জন্যই কি পরিত্যক্ত জন্মভূমিতে ফিরে আসতে অনুমতি করেছিলেন?

জয়। মহাপুরুষ, মহাপুরুষ! আমার কি হবে? আমার এ তাপ, আমার এ জ্বালা কিসে যাবে?

রামা। তাপহারীকে ডাক, তিনিই তোমার তাপ দূর করবেন।

জয়। কোথায় তাপহারী!

কার্পাসা। এই যে তোমার সম্মুখে! অন্ধ, এখনও চিনতে পারছ না? আমার গুরুর প্রসাদের মহিমা এখনও বুঝলে না?

জয়। তাই ত—এই যে ব্যথাহারী হরি! দয়াময়, দয়াময়, আমার কি হবে?

রামা। বিষ খেয়েছিলে, মাতৃচরণ স্পর্শে সে বিষ অমৃতে পরিণত হয়েছে! আর তোমার ভয় কি? রূপ দেখে উন্মত্ত হয়েছিলে, মা'র কৃপায় রূপময়কে পাবে। দাও—দাও, তোমার সন্তাপ আমায় দাও।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চোলরাজের চিত্ত-বিশ্রাম

রাজা রাজেন্দ্রভূপ ও মন্ত্রী

রাজা। এতদিন আমাদের উপেক্ষা করাই অন্যায় হয়েছে। শত্রুকে প্রশ্রয় দিতে নাই। রামানুজের শিষ্যসংখ্যা কত বল্লে?

মন্ত্রী। বিংশ সহস্রেরও অধিক।

রাজা। অযোগ্য কর্ম্মচারী সব! আমি তোমাদের উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেম। বহিঃশত্রুর আক্রমণ নাই, দেশ শান্তিপূর্ণ, কিন্তু এই অন্তঃশত্রুর শক্তি বাড়তে দেওয়া কোন মতেই উচিত হয়নি। আমি গোপালজীর বিগ্রহ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ক'রে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেম। মনে করেছিলেম শৈবভূমি চোলরাজ্যে বৈষ্ণবের উপদ্রব হ্রাস হবে। কিন্তু দেখছি রামানুজ আমার এ সংকল্প ব্যর্থ করেছে। এই কাঞ্চীনগরীতে যাদবপ্রকাশ ব'লে যে নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন, তাঁর সংবাদ কি?

মন্ত্রী। মহারাজ, শুনে আরও আশ্চর্য্য হবেন যে যাদবপ্রকাশও—কি কুহকে জানিনা—রামানুজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন!

রাজা। মূর্খ!—অকর্ম্মণ্য কর্ম্মচারীর উপর কার্য্যভার দিয়ে এই ফল! রামানুজ? কি তার শক্তি? যে বৈষ্ণবস্পর্শে স্নান ক'রে শুচি হতে হয়, শৈবভূমি চোলরাজ্যে তার প্রভাব অসহনীয়।

মন্ত্রী। রাজকর্ম্মচারীরা অকর্ম্মণ্য বা অসতর্ক নয়; এতদিন উপেক্ষা

ক'রেই রামানুজের কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখেনি, নচেৎ তার প্রাদুর্ভাবের অন্য কারণ নাই!

রাজা। আমি কোন কথা শুনতে চাইনা, আমি চাই—আমার রাজ্যে একজনও না দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব বাস করে। বংশানুক্রমে আমরা শঙ্কর-সেবক, জানি না কেন মোহান্ধ হ'য়ে আমার স্বর্গীয় পিতা এই রামানুজের আচরণে বাল্যকালে তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বৈষ্ণব ধ্বংসে বিরত হয়েছিলেন। আমি তখন শিশু; শুনেছি এই কাঞ্চীতে বরদরাজের মূর্ত্তির সেই দিনই উচ্ছেদ হ'ত। ভাল, পিতার ভ্রম পুত্রই সংশোধন করবে। আমার আদেশ, যে কোন উপায়ে হ'ক্, রামানুজকে এখানে আনা চাই। তাকে শৈবমতে আনয়ন করতে পারলেই বৈষ্ণব প্রভাবের হ্রাস হবে, নচেৎ অন্য উপায় নাই।

মন্ত্রী। যথা আজ্ঞা। আমি রামানুজকে আনবার জন্য যোগ্য ব্যক্তি প্রেরণ করেছি। এ অস্ত্রধারী শত্রু নয়, নিরীহ বৈষ্ণব—এদের ধ্বংসে বিশেষ ক্লেশ পেতে হবে না।

রাজা। তুমি যাও, ত্বরায় এর ব্যবস্থা কর। এ চিত্ত-বিশ্রামে আমি রাজনৈতিক কোন আলোচনা করতে ইচ্ছা করি না।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

দিবারাত্রি রাজকার্য্য—বিলাসের নাহি অবসর।
সুধাপানে ক্লান্ত দেহ করিব সবল;
যামিনী-সঙ্গিনী গাহিবে কামিনীকুল,
আকুল শ্রবণ তৃপ্ত হবে কণ্ঠ-সুধাপানে।
এস এস বিশ্রামদায়িনী
বিমোহিনী সহচরী সবে—
তপ্ত প্রাণ স্নিগ্ধ কর সঙ্গীতের ধারা বরিষণে।

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ ও গীত)

দাম্রিম দাম্রিম দিম মৃদঙ্গ বাজে।
বোলে ঘুঙ্গুর রুণুঝুনু বোলে সাজে কামিনী ফুল সাজে ॥
দুরু দুরু দুরু কাঁপয়ে হিয়া,
চলে চঞ্চল চরণ ধিন ধিন ধিন ধিয়া,
মদন হানে কুসুম বাণ নয়ন আবরে লাজে।
চতুর নাগর বুঝি অবসর হৃদয় মাঝে রাজে ॥

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

শ্রীরঙ্গম—পথ

গোবিন্দ

গোবিন্দ। অনেক দিন এক জায়গায় কাটল। দাদা বেড়াচ্ছেন দেশ বিদেশে ঘুরে, আমি সঙ্গে যেতে চাইলেই অমত। আমায় বলেন মঠের ভার নিয়ে থাকতে। চিরকাল কোন ভার বইলেম না, বুড়ো বয়সে কি মঠের ভার ভাল লাগে? যাদবাদ্রি থেকে ফিরে এলেন; সেখানে শুনলেম যাদবাদ্রিপতির শিলামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করে এসেছেন, কিন্তু তাঁর উৎসবমূর্ত্তি এখনও পাওয়া যায় নি, ঠাকুরের উৎসব বন্ধ আছে। তাই শ্রীভগবান্ স্বপ্নে দাদাকে আদেশ করেছেন দিল্লীর অনার্য্য সম্রাট নারায়ণের রমাপ্রিয় মূর্ত্তি নিয়ে গিয়েছেন, সেই মূর্ত্তি ফিরিয়ে এনে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে। ঠাকুর লোক বেছে বেছে স্বপ্ন দেন! এই স্বপ্নটাতো আমাকে দিলেই হ'ত! ফাঁকের ঘরে দিল্লী বেড়িয়ে আসতেম! তা নয়, ভীমরতি হয়েছে যাদবাদ্রিপতির, স্বপ্ন দিলেন দাদাকে!

কুরেশের প্রবেশ

কুরেশ। ভাই, ভাই গোবিন্দ, সর্ব্বনাশ উপস্থিত!

গোবিন্দ। যেখানেই গেরুয়া পরার দল, সেখানেই সর্ব্বনাশ। এ আর নূতন কথা কি?

কুরেশ। ভাই, মহাবিপদ! নরাধম কাঞ্চীরাজ তার দুর্ব্বৃত্ত কর্ম্মচারীদের এখানে প্রেরণ করেছে। তারা গুরুদেবকে বন্দী ক'রে কাঞ্চীনগরে নিয়ে যাবে। পাছে গুরুদেব এই সংবাদ শুনে পলায়ন করেন, এই জন্য তারা গোপনে তাঁর অনুসন্ধান করছে।

গোবিন্দ। তুমি জানলে কেমন ক'রে?

কুরেশ। আমার সন্ন্যাসীর বেশ দেখে আমায় প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে; উদ্দেশ্য, যদি আমার কাছে কোন সন্ধান পায়।

গোবিন্দ। তারা কত দূর?

কুরেশ। তারা এই মন্দিরের দিকেই আসছে, আমি ছুটে গুরুদেবকে সংবাদ দিতে যাচ্ছিলেম, পথে তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল।

গোবিন্দ। তাঁকে সংবাদ দিয়ে কি হবে? একথা শুনলে তিনি কি পালাবেন, না আত্মগোপন করবেন?

কুরেশ। তা হ'লে উপায় কি? আজই তিনি দিল্লী যাত্রা করবেন। যদি কোন উপায়ে তাঁর দিল্লী যাওয়া পর্য্যন্ত এদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করা যেত, তা'হলে কোন ভাবনা ছিল না। কি হবে ভাই, কি হবে?

গোবিন্দ। হবে কি? হয়েছে। আজকের দিনটা কাটিয়ে দিলেই তো দাদা নিরাপদ?

কুরেশ। হাঁ ভাই, কোন রকমে দু'একদিন কাটাতে পারলেই গুরুদেব চোলরাজ্য অতিক্রম ক'রে চলে যেতে পারবেন; তা হ'লে তাঁর আশু কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকবে না।

কুরেশ। ঐ চোলরাজের গুপ্ত অনুচরেরা এসে পড়ল, কি ক'রব বল।

গোবিন্দ। বলাবলি আর কি? ঘুণাক্ষরেও দাদাকে এ সব কথা জানতে দেওয়া হবে না। দুর্বৃত্ত চোলরাজকে প্রতারিত ক'রে সময় অতিবাহিত করতেই হবে, যাতে দাদা নিরাপদে দিল্লী পৌঁছতে পারেন।

কুরেশ। কি ক'রে প্রতারিত করবে?

গোবিন্দ। সে ভার আমার।—ঐ তারা আসছে, না?

কুরেশ। হাঁ, ঐ দু'জনেই আমার কাছে সন্ধান নিচ্ছিল।

গোবিন্দ। বেশ; তুমি হও আমার শিষ্য, আমি হই রামানুজ। খুব সাবধান! আমাদের দু'জনের কথা শুনে এরা যেন আদৌ সন্দেহ না করে যে আমরা অভিনয় করছি। তারপর—চল, দুই গুরুশিষ্যে মিলে রাজসভা দর্শন ক'রে আসা যাক্। ইতিমধ্যে দাদাও এদেশ ছেড়ে যাবার যথেষ্ট অবসর পাবেন।

দুইজন চোল-রাজকর্ম্মচারীর প্রবেশ

১ম। গোপনে সন্ধান নেবার প্রয়োজন কি? চলনা, প্রকাশ্যেই মঠে গিয়ে রামানুজকে রাজাদেশ জানাই।

২য়। গোপনে সন্ধান নেবার উদ্দেশ্য—যদি রামানুজের লোকেরা পূর্ব্ব হ'তে সংবাদ পায় যে আমরা রাজাজ্ঞায় রামানুজকে বন্দী ক'রে নিয়ে যেতে এসেছি, তাহ'লে তার শিষ্যেরা তাকে লুকিয়ে রাখতে পারে! আমি চাই, একেবারে রামানুজের নিকটে গিয়ে রাজাদেশ জানাই। রাজাদেশ সে কখনও অমান্য করবে না আমার বিশ্বাস।

১ম। যে গেরুয়া পরাটার কাছে আগে খবর নিচ্ছিলেম, দেখ তার সঙ্গে অপর এক সন্ন্যাসী ইঙ্গিতে কি বলছে। তুমি রামানুজকে চেন? তাকে পূর্ব্বে কখন দেখেছ?

২য়। হাঁ, অনেক দিন পূর্ব্বে আমি তাকে একবার দেখেছিলেম, এখনও একটু একটু মনে আছে, দেখলে চিনতে পারব।

১ম। চল, এই দু'জনের কাছে আর একবার কৌশলে খবর নিয়ে দেখি রামানুজ মঠে আছে কি ভিক্ষায় বেরিয়েছে।

২য়। দাঁড়াও দাঁড়াও, আর বোধ হয় বড় বেশী সন্ধান করতে হবে না; অনেক দিনের দেখা, দ্বিতীয় সন্ন্যাসীকে দেখে মনে হচ্ছে অনেকটা রামানুজের মতন।

গোবিন্দ। বৎস কুরেশ! তুমি আমার সঙ্গে পর্য্যটনে যাবার বাসনা পরিত্যাগ কর। আমি সঙ্কল্প করেছি বহুদিন প্রবাসে থাকব; আমার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে তুমি আমার দক্ষিণ হস্ত। আমি যতদিন না ফিরি, তুমি মঠরক্ষী হ'য়ে এইস্থানে অবস্থান কর।

কুরেশ। গুরুদেব! এ নিষ্ঠুর কথা আমাকে আর বলবেন না। আমি সঙ্গে না থাকলে আপনার সেবার ব্যাঘাত হবে।

২য়। (জনান্তিকে) আর 'মতন' নয়, বোধ হচ্ছে 'সেই'।

গোবিন্দ। না বৎস! আমি অনেক কষ্টে এই শৈবপুরীতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শ্রী অক্ষুণ্ণ রেখেছি। তুমি আমি এককালে যদি এ সময়ে এখানে না থাকি, তাহ'লে বিশৃঙ্খল ঘটবার সম্ভাবনা। তুমি আমার বাক্য হেলন ক'রে আমার যাত্রার ব্যাঘাত কোরোনা।

২য়। (প্রথমের প্রতি) যা মনে করেছিলেম, তাই; দেখছনা 'গুরু' 'গুরু' বলছে। এই গেরুয়াপরার দল রামানুজকেই তো 'গুরু' বলে।

১ম। হাঁ, তাইতো জানি; আর তুমিও তো আগে দেখেছ, বুঝতে পারছনা সেই কি না?

গোবিন্দ। (জনান্তিকে কুরেশের প্রতি) দেখছ? বোধ হয়

ওষুধ ধরেছে! (উচ্চৈঃস্বরে) বৎস! চল, মঠে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রে যাত্রার উদ্যোগ করিগে।

কুরেশ। গুরুদেবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য। তবে দাসের এক নিবেদন, সাক্ষাৎ সেবায় যদি অধমকে বঞ্চিত করলেন, আপনার খড়ম জোড়াটী রেখে যাবেন। ভরত যেমন রামের খড়ম পূজা করতেন, আমিও তেমনি রামানুজের খড়ম পূজা ক'রে জীবন সার্থক ক'রব।

গোবিন্দ। বেশ। বৎস, তোমার গুরুভক্তিতে আমি পরম সন্তুষ্ট হলেম। বরং বৃণু—তুমি কি বর চাও? বল—আমি দিতে প্রস্তুত।

১ম। (দ্বিতীয়ের প্রতি) দেখ, তুমি যা বলেছ,—ও রামানুজ না হ'য়ে যায়না। নইলে ওর খড়ম পূজা করতে চায়!

২য়। আমাদের চোখ—একবার যা দেখে তাকি আর ভুল হয়? মঠে ফিরতে দেওয়া হবেনা, এখানেই কার্য্য শেষ করা যাক্।

১ম। যদি বাধা দেয়, কিংবা যেতে না চায়?

২য়। নগরপালের প্রতি রাজাদেশ আছে, আমরা যে সাহায্য চাইব সেই সাহায্যই সে দেবে। বৈষ্ণবেরা নিতান্ত নিরীহ, আশঙ্কার কোন কারণ নাই—তুমি এস। (উভয়ে অগ্রসর)

গোবিন্দ। (জনান্তিকে কুরেশের প্রতি) টোপ্ গিলেছে, এইবার ধরতে আসছে।

কুরেশ। আসুক, আমরা প্রস্তুত। (প্রস্থানোদ্যোগ)

২য়। যতিরাজ! আমাদের কথা শুনে স্থান ত্যাগ করবেন না।

কুরেশ। বাপু, তোমরা কে?

২য়। [illegible] রাজেন্দ্রভূপের নামে আমি আপনাকে বন্দী করলেম, আমরা তাঁরই কর্ম্মচারী।

গোবিন্দ। মহারাজ আমাকে বন্দী করবার আদেশ দিয়েছেন? কেন?

২য়। কেন তা জানিনা ; সে কথার উত্তর তাঁকে জিজ্ঞাসা করবেন। আমাদের উপর ভার, আমরা আপনাকে বন্দী ক'রে রাজসভায় নিয়ে যাব।

কুরেশ। তুমি কে? তুমি যে চোলরাজের কর্ম্মচারী তার নিদর্শন কি? তোমার কথায় বিশ্বাস ক'রে আমরা যাব কেন?

২য়। কথায় বিশ্বাস ক'রে যেতে হবেনা, এই দেখুন রাজাদেশ। এই দেখুন মহারাজের নামাঙ্কিত আদেশপত্র।

গোবিন্দ। কৈ দেখি? (দেখিয়া) না, সন্দেহের কোন কারণ নাই, রাজাদেশই বটে!

কুরেশ। হ'ক্ রাজাদেশ—আমরা মানবনা। চোলরাজ বৈষ্ণব-দ্বেষী, তিনি গুরুদেবকে নিয়ে গিয়ে লাঞ্ছিত করতে পারেন—অপমানিত করতে পারেন!

২য়। স্বইচ্ছায় না গেলে আমরা বলপ্রয়োগে বাধ্য হব, আমাদের প্রতি সেইরূপ কঠোর আদেশ।

গোবিন্দ। বৎস! উত্তেজিত হয়োনা। রাজাদেশ পালন করাই আমাদের ধর্ম্ম; বাধা দেওয়া পাপ। তুমি মঠে ফিরে যাও, আমি মহারাজের আদেশ পালনার্থ গমন করি।

২য়। (প্রথমের প্রতি জনান্তিকে) বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হবেনা, অনেকদিনের আগের দেখা—কেমন ধরেছি দেখ?

১ম। তোমার গুণ না জেনেই কি মহারাজ তোমায় এই ভার দিয়েছেন?

কুরেশ। গুরুদেব! যদি একান্তই যান, আমাকেও সঙ্গে নিন্।

গোবিন্দ। আদেশপত্রে শুধু আমারই যাবার কথা আছে, তোমার যাবার প্রয়োজন নাই।

১ম। (দ্বিতীয়ের প্রতি) শুধু তো রামানুজকেই নিয়ে যাবার কথা—এটা শুদ্ধ যে আসতে চায়?

২য়। আসুক, ওকে ছেড়ে যাওয়া হবে না; মঠে গিয়ে খবর দিতে পারে! কি জানি যদি কোন গোলমাল হয়, চুপি চুপি কাজ সেরে যাই চল।

কুরেশ। আমি আপনাকে ছেড়ে থাকতে পারবনা, আমায় সঙ্গে নিন। নচেৎ আমি আত্মহত্যা ক'রব।

২য়। কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে হবেনা, দু'জনেই আসুন।

গোবিন্দ। তবে তাই হ'ক্। (কুরেশের প্রতি জনান্তিকে) গুরুদেব না জান্‌তে পারেন! ভালোয় ভালোয় যেতে পারলে হয়।

কুরেশ। কোন চিন্তা নাই—গুরুর চরণ ভরসা।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

দিল্লী—সম্রাটের উদ্যান

সখীগণ

১ম সখী। নিশ্চয় মাথা খারাপ হয়েছে, নইলে একটা পুতুল নিয়ে এমন করে!

২য় সখী। এ সব শিখলে কোথা থেকে? এমন নামও কখন শুনিনি! "মদনমোহন"—"প্রাণকানাই"—"ত্রিভঙ্গ"!

১ম সখী। বলে, রাত্রে যখন সকলে ঘুমোয়, পুতুল কথা কয়, গান গায়, বাঁশী বাজায়।

২য় সখী। এ সবই তো দেওয়ানা হবার লক্ষণ ভাই। তা ওর

দোষ কি ? ছেলেবেলা থেকেই দেখনি কেমন কেমন ? আনমনে থাকে— ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চায়—কি কথার কি উত্তর দেয়—মেয়েটা যেন একটা হেঁয়ালি !

১ম সখী। মা-মরা মেয়ে, সম্রাটের আদর পেয়েই এই রকম হয়েছে। সম্রাটের মেয়ে-অন্ত প্রাণ ; কখনও মেয়ের কথার উপর কথা কন্ না।

২য় সখী। কথা কবেন ! সমস্ত হিন্দুস্থান তাঁর নামে ভয়ে কাঁপে, কিন্তু মেয়ের সামনে দেখনি ? ঠিক যেন কচি ছেলে ! হিঁদুদের রাজ্য জয় ক'রে তাদের যত দেবমূর্ত্তি নিয়ে এলেন, মেয়ে পুতুলখেলা করবে ব'লে।

১ম সখী। ঐ দেখ, আসছে পুতুলটা বুকে ক'রে। হাজার হাজার এমনি পুতুল—তার ভিতর থেকে এইটাকে বেছে নিয়েছে। বসতে দাঁড়াতে, চলতে ফিরতে, একদণ্ড কাছছাড়া করেনা ; শোয়—তাও কাছে নিয়ে।

২য় সখী। হাঁলা, সত্যি সত্যি পাগল হবে নাকি ?

১ম সখী। পাগল হ'তে আর বাকী কি বল্ ? আয় না, আড়ালে গিয়ে দেখি কি করে। [সখীগণের প্রস্থান।

লচিমারের প্রবেশ

(গীত)

লচি। কত আরাধনা করে, পেয়েছি তোমারে,
যেতে তো দিব না আর।
অনেক সাধের, পরাণ বঁধুয়া,
রাখিব করিয়া গলার হার॥
সহিব না তিল বিরহ তোমার,
তুমি বিনে আর কি আছে আমার,
হিয়ার মাঝারে, এ ঘর মন্দিরে,
ও দুটী চরণ করেছি সার॥

হাঁটতে পারনা? রাত্রে তো যখন কেউ কোথাও থাকে না, বেশ কথা কও, মানুষের মত হও! লোক দেখে লজ্জা করে বুঝি? এইখানে একটু দাঁড়াও, আমি তোমায় ফুল পরিয়ে দিই। বাঃ বাঃ কি সুন্দর মালা! বাঃ বাঃ কি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমার গলায়—যেন মেঘের উপর স্থির বিদ্যুৎ! ফুলের মালা পর, কিন্তু কিছু খেতে দিলে খাওনা কেন? না খেয়ে কদ্দিন বাঁচবে? আজ খেতেই হবে, না খেলে কিছুতেই ছাড়বনা। কি খেতে ভালবাস, বল, তাই এনে দেব।

সখীগণের পুনঃ প্রবেশ

(গীত)

সখীগণ।— মনগড়া তোর এমন পিরীত কভু দেখিনি।
পাথরে প্রেম সঁপেছে, (কই) এ কথা তো কাণে শুনিনি॥
কোন্ ছলে কে ছলে গেছে,
রূপ দেখে কার্ মন মজেছে,
কেমন কেমন হয় বা শেষে, বড় ভাল বুঝিনি।
পিরীতি পিরীতি কি রীতি মূরতি,
দেখে শেখা সই, ঠেকে শিখিনি॥

১ম সখী। ইস্, ভাবে যে বিভোর হয়ে আছিস্ দেখছি। হ্যাঁলা, একটা পুতুল নিয়েই এত, সত্যিকার নাগর হ'লে না জানি কি করবি!

লচি। নহেত পুতলী, দেখ সখি চেয়ে,
পরাণ পুতলী মোর!
নবীন সুঠাম, জলধর শ্যাম,
অবলা হৃদয়-চোর!!
নয়ন যুগল, কত কথা কয়,
অধরে জড়িত হাসি।

পরশিতে কায়, বিকায়েছি পায়,
সাধিয়ে হয়েছি দাসী ॥

১ম সখী। বটে? তা এ এক রকম মন্দ নয়! পুরুষগুলো শুনেছি যে বেইমান—তাদের বরখাস্ত ক'রে পুতুল খেলে যদি যৌবন কাটে, তাতে লাভ বই লোক্‌সান নেই। এ এক-তরফা মান অভিমান—সে দোটানায় পড়ে প্রাণ যায়।

লচি। পাগল! ফের বলে—পুতুল! হাঁগা, তুমি নাকি পুতুল? বলনা? কথা কওনা? তুমি যদি পুতুল, জগতে প্রাণময় যে কে তাতো জানিনি।

২য় সখী। নাও, অনেক তো হ'ল, রাত্রি হয়েছে, এখন ঘুমুবে চল। বেশী রাত পর্য্যন্ত জেগে থাকতে দেখলে সম্রাট্ বকবেন।

লচি। তোমরা যাও, আমিতো ঘুমোবনা। এ ঘুমোলে তবে ঘুমোব।

(গীত)

আজি যামিনী জাগি' পোহাব।
বিপিনে বাজিবে বাঁশী, সারানিশি বসি' শুনিব ॥
পিয়াসী চাতকী আমারি প্রাণ,
সুধার নিঝর বাঁশীর তান,
নিখিল ভুবন পড়িবে ঘুমায়ে একাকিনী আমি জাগিয়ে রব ॥

[প্রস্থান।

১ম সখী। চল দেখি কোথায় যায়। সময়ে না বিয়ে দিলে, বড়ঘরের মেয়েদের এইরকমই হয়।

[সখীগণের প্রস্থান।

দরবার

রাজা রাজেন্দ্রভূপ, মন্ত্রী, পারিষদ্‌গণ, গোবিন্দ, কুরেশ, কর্ম্মচারীদ্বয়

রাজা। এই দু'জনের মধ্যে কে রামানুজ?

১ম কর্ম্ম। আজ্ঞে এই ব্যক্তি।

রাজা। তুমি রামানুজ?

গোবিন্দ। মহারাজের যেরূপ অভিপ্রায়।

রাজা। আমার অভিপ্রায়? তুমি কি?

গোবিন্দ। বাক্য ও মনের অগোচর।

রাজা। ভণ্ড! (কর্ম্মচারীর প্রতি) এই রামানুজ? তুমি ঠিক জান?

১ম কর্ম্ম। আজ্ঞে হাঁ মহারাজ, আমি পূর্ব্বে এঁকে দেখেছিলেম। আগে চিনতেম ব'লে ধ'রে আনতে কোন কষ্ট হয়নি।

গোবিন্দ। খুব সহজেই কার্য্য সমাধা হয়েছে। চেনা না থাকলে একটু বেগ পেতে হ'ত।

রাজা। বেশ। (কুরেশের প্রতি) তুমি কে?

কুরেশ। শ্রীরামানুজের আশ্রিত।

রাজা। উত্তম। তোমাদের দু'জনকে পেয়ে আমি আনন্দিত হয়েছি। যে কর্ম্মচারী রামানুজকে এখানে আনয়ন করেছে, সে উচ্চ পুরস্কারের যোগ্য। মন্ত্রী তার ব্যবস্থা করবেন।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা।

রাজা। (গোবিন্দের প্রতি) তোমায় এখানে কি জন্য আনয়ন করা হয়েছে, জান?

গোবিন্দ। আজ্ঞে না, এখনও শুনিনি।

রাজা। আমি শুনেছি তুমি পণ্ডিত, কিন্তু ভ্রান্তিবশতঃ তুমি দেবাদিদেব শঙ্করের পূজা না ক'রে এ প্রদেশে গোপনে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করে থাক।

গোবিন্দ। মহারাজ ঠিকই শুনেছেন; কিন্তু গোপনে—একথাটা মিথ্যা। আমি প্রকাশ্যেই লোককে বিষ্ণুপরায়ণ করবার চেষ্টা পাই, গোপনে নয়।

রাজা। কিন্তু আমার রাজ্যে বৈষ্ণবেরা কিরূপ শাস্তি পায় তা জান?

গোবিন্দ। শুনেছি। মহারাজের বৈষ্ণব-নিগ্রহের সুখ্যাতি সর্ব্বত্র প্রচারিত। কাউকে তপ্তৈতেলে ভাজেন, কা'রও জীবন্ত গা থেকে চামড়াখানি খুলে নেন, কাউকে বিকলাঙ্গ ক'রে ছেড়ে দেন!

রাজা। হাঁ, যারা বিরোধী-ধর্ম্মমতের প্রচারক, তাদের জন্য এরূপ কঠোর শাস্তি-বিধানে আমি বাধ্য হয়েছি। কিন্তু তোমার সম্বন্ধে আমি ভিন্ন ব্যবস্থা করতে প্রস্তুত।

গোবিন্দ। অনুমতি করুন।

রাজা। বহুপূর্ব্বে তুমি আমার ভগ্নীকে ব্রহ্মরাক্ষস হ'তে মুক্ত করেছিলে। সেই নিমিত্ত কাঞ্চীরাজবংশ তোমার নিকট কৃতজ্ঞ। তুমি বৈষ্ণব হ'লেও আমি তোমায় গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত করতে ইচ্ছা করি না। বরং দণ্ডের পরিবর্ত্তে তোমায় আমি উচ্চ সম্মান দিতে প্রস্তুত।

গোবিন্দ। আমিও রাজসম্মান গ্রহণে অপ্রস্তুত নই।

রাজা। উত্তম; কিন্তু তোমায় একটী কাজ করতে হবে। কুসংস্কারপূর্ণ বৈষ্ণবধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে আজ হ'তে আমাদের ন্যায় তোমাকেও শৈব বলে পরিচয় দিতে হবে। অদ্বৈতভূমি কাঞ্চীতে পুনরায় শৈবধর্ম্ম যাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, সে সম্বন্ধে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে

হবে। এই প্রকাণ্ড সভায় সকলের সম্মুখে স্বীকার করতে হবে তুমি আজ থেকে বৈষ্ণব নও—শৈব।

গোবিন্দ। আপনার বক্তব্য শুনলেম; রাজকর্ম্মচারীদের ডাকুন, তপ্ত তৈল নিয়ে আসুক, না হয়,—যদি ইচ্ছা করেন,—অনুমতি দিন, চামড়াখানা খুলে দিই।

রাজা। ইচ্ছা ক'রে কেন কঠোর শাস্তি ভোগ করবে? আমি তোমায় পূর্ব্বেই বলেছি, এখনও বলছি, তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত হও। তোমার ধর্ম্মমত পরিত্যাগ কর, মূর্খের ন্যায় স্বেচ্ছায় আত্মপ্রাণ নষ্ট কোরো না।

গোবিন্দ। মূর্খ তুমি – তাই তুমি এ প্রস্তাব করছ। আমার দয়ার ঠাকুরকে কখনও ডাকনি, কখনও চেননি, কখনও দেখনি—তাঁর নাম ক'রে যে কি আনন্দ, তা কখনও অনুভব করনি—তাই এই ঘৃণিত প্রস্তাব করছ। এ দেহের উপর যদি আমার কোন মমতা থাকত, তাহ'লে কি তুমি মনে কর এত সহজে আমি এ সর্পবিবরে আসতেম? মৃত্যু নিশ্চিত জেনেই আমি তোমার এখানে এসেছিলেম। তুমি যে শাস্তি দেবে—দাও, আর আমায় প্রলোভন দেখিয়ে বৃথা সময় নষ্ট কোরো না।

রাজা। তোমায় যখন আয়ত্তে পেয়েছি, যে উপায়ে হ'ক্ তোমায় আমি স্বাক্ষর করিয়ে নেব—'তুমি বৈষ্ণব নও—শৈব'। মন্ত্রি! লেখনী ও পত্র প্রদান কর। (মন্ত্রীর তথাকরণ) ভণ্ড! এই পত্রে লেখ যে তুমি শৈব, নচেৎ তোমার সর্ব্বাঙ্গে সুতীক্ষ্ণ লৌহশলাকা বিদ্ধ ক'রে সমস্ত নগর প্রদক্ষিণ করাব।

গোবিন্দ। ক'দিন ঘোরান হবে?

রাজা। যতক্ষণ তোমার মৃত্যু না হয়, কিংবা তুমি স্বীকার কর তুমি শৈব।

গোবিন্দ। ওঃ কঠোর শাস্তি! কৈ, কাগজ দিন্।

মন্ত্রী। এই নিন। (পত্র ও লেখনী প্রদান)

গোবিন্দ। (লিখিয়া) এই নিন মহারাজ!

রাজা। তুমি বুদ্ধিমানের মতই কার্য্য করেছ।—মন্ত্রি! এই সভায় রামানুজের অভিমত পাঠ কর এবং এঁকে উপযুক্ত সম্মান প্রদান ক'রে আজ থেকে আমাদের হিতৈষী বলে গণ্য কর।

মন্ত্রী। (পাঠ) "আমি চোলাধিপতি রাজা রাজেন্দ্রভূপের সভায় সকলের সম্মুখে লিখিয়া রাখিলাম, যতদিন চন্দ্রসূর্য্য থাকিবে ততদিন এই লিপি জগতে ঘোষণা করিবে যে আমি শ্রীমন্নারায়ণের চির করুণা-ভিখারী, তাঁহারি দাসানুদাস, তাঁহারি সেবক, তিনি ভিন্ন আমার অন্য আশ্রয় নাই, গতি নাই, অন্য উপাস্যও কেহ নাই।"

সকলে। মিথ্যাবাদী! প্রতারক!

রাজা। আমি বরাবরই শুনেছি এই রামানুজের সম্প্রদায় অতি শঠ, আজ প্রত্যক্ষ করলেম। নরাধমের এতদূর স্পর্দ্ধা—আমাকে এরূপ ভাবে উপেক্ষা করে, উপহাস করে!—মন্ত্রি! জল্লাদকে ডাক। এই নরপ্রেতের চক্ষু উৎপাটিত ক'রে একে বুঝিয়ে দাও যে এটা বিচারালয়—রঙ্গমঞ্চ নয়!

মন্ত্রী। জল্লাদ প্রস্তুত আছে।

রাজা। এখানেই তাকে ডাক, প্রকাশ্য রাজসভায় সকলের সম্মুখে এর চক্ষু উৎপাটিত কর।

মন্ত্রী। জল্লাদ!

জল্লাদের প্রবেশ

রাজা। অগ্রে এই নরাধমের একটী চক্ষু অন্ধ ক'রে দাও।

গোবিন্দ। হে রঙ্গনাথ! নশ্বর চক্ষু বহুবস্তু দর্শনে আকৃষ্ট হয়, আশীর্ব্বাদ কর, মানসচক্ষু যেন প্রতিনিয়ত তোমার রূপই দেখে!

(জল্লাদ কর্ত্তৃক একটী চক্ষু উৎপাটন)

রাজা। দাঁড়াও।—(গোবিন্দের প্রতি) এখনও এক চক্ষু আছে, এখনও নিজের ভ্রম স্বীকার কর।

গোবিন্দ। কৈ, সে কাগজটা দিন্। সেবারে কালী দিয়ে লিখে-ছিলেম, এবারে এই চক্ষের শোণিত দিয়ে লিখে রাখি—"আমি বৈষ্ণব, নারায়ণ ভিন্ন অন্য দেবতা জানি না।"

রাজা। তুই নিতান্তই দয়ার অযোগ্য। জল্লাদ, তোমার কার্য্য কর।

(জল্লাদ কর্ত্তৃক দ্বিতীয় চক্ষু উৎপাটন)

গোবিন্দ। নারায়ণ! এ হৃদয়ে যেন নিয়ত তোমারি পাদপদ্ম দেখি।

রাজা। (কুরেশের প্রতি) তুমি দাঁড়িয়ে সব দেখলে? তুমি কি চাও? তোমার গুরুর প্রাণদণ্ড করতেম, শুদ্ধ পূর্ব্ব উপকার স্মরণ ক'রে তা করিনি। তুমি যদি আপনাকে শৈব বলে স্বীকার কর, তাহ'লে তোমাকে আমি মুক্তিদান করতে পারি।

কুরেশ। মহারাজ! এক বৃক্ষে কখনও দু'রকম ফল হয় না। আমিও গুরুর শিষ্য, মহারাজের দণ্ড ও মুক্তি আমার নিকট দুই সমান।

রাজা। উত্তম।

কুরেশ। তবে, মহারাজ কিংবা রাজকর্ম্মচারীকে কষ্ট পেতে হবে না; আমার এই দুই চক্ষু মহারাজকে আমি নিজেই দান করে যাচ্ছি এবং কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করছি মহারাজ যেন দিব্যচক্ষু লাভ করেন। (চক্ষুর্দ্বয় নিজে উৎপাটন করিলেন)

সকলে। এরা কি উন্মাদ?

রাজা। উন্মাদ! উন্মাদ!—এই উন্মাদদ্বয়কে রাজসভা থেকে বহিষ্কৃত করে দাও।

গোবিন্দ। }
কুরেশ। }

"নমো নমো বাঙ্‌মনসাতিভূময়ে
নমো নমো বাঙ্‌মনসৈকভূময়ে
নমো নমোঽনন্ত মহাবিভূতয়ে
নমো নমোঽনন্ত দয়ৈকসিন্ধবে!!"

পঞ্চম দৃশ্য

সম্রাটের অন্তঃপুর

সম্রাট্‌ ও রামানুজ

সম্রাট্‌। দেখুন সন্ন্যাসী, আমার কোন দোষ নাই; আমি ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান তীর্থ হ'তে যে সমস্ত দেবমূর্ত্তি এনেছি, সমস্তই আপনাকে দেখিয়েছি।

রামা। আপনার কোন দোষ নাই, আমি মন্দভাগ্য, তাই আমি যে মূর্ত্তির অন্বেষণ করছি তাঁকে পেলেম না।

সম্রাট্‌। আর একটীমাত্র মূর্ত্তি আমার কন্যার নিকটে আছে, সেটী আমার কন্যার পরম প্রিয়, খেলার সাথী; আমি শুনেছি সে দিনরাত সেই পুতুলটীকে আপনার কাছে রাখে।

রামা। আপনি সদাশয়, আমার প্রতি আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ, নইলে নিজে এত পরিশ্রম ক'রে আমার ভিক্ষাদানে আগ্রহ কেন? আপনার কন্যার প্রিয় মূর্ত্তিটী দর্শন করেই আমি বিদায় গ্রহণ ক'রব এই আমার শেষ ভিক্ষা।

সম্রাট্। আমি তো বলেছি, আপনি যে বিগ্রহ চান আপনি অনায়াসে তা এখান থেকে নিয়ে যেতে পারেন, আমার তাতে কোন বাধা নাই। তবে একটী কথা—যে বিগ্রহটী আমার কন্যার নিকট আছে, সেটী তার বড়ই প্রিয়; তাকে বল্লে সে কখনও তাকে দেবে না। ঐ কক্ষে সে ঘুমুচ্ছে, এই সময় তার অজ্ঞাতে আপনি মূর্ত্তিটী লয়ে যেতে পারেন। কিন্তু এক বাধা—কক্ষাভ্যন্তরে তো আপনাকে লয়ে যেতে পারব না। সম্রাট্-দুহিতা যখন নিদ্রিতা, তখন কোন পুরুষের সে গৃহে প্রবেশাধিকার নাই—এমন কি, আমারও নাই।

রামা। সম্রাট্, তা হ'লে দেখছি আপনার এত দয়া সত্ত্বেও আমার আশা পূর্ণ হ'ল না। আমি শ্রীভগবানের আদেশে তাঁর রমাপ্রিয় মূর্ত্তি লয়ে যেতে এসেছিলেম। তিনি আমায় স্বপ্নে বলেছিলেন যে সম্রাটের গৃহে তিনি আছেন। যদি কোন দাসীকে অনুমতি করেন—

সম্রাট্। আপনাদের ঠাকুর স্বপ্নে কথা কন্? আপনারা যে পাথরের মূর্ত্তি পূজা করেন, সে মূর্ত্তি বুঝি কেবল কথা কইতে পারেন না! নচেৎ দাসীর প্রয়োজন হ'ত না, আপনার ঠাকুরকে—অবশ্য যদি তিনি আপনার কথামত ঠাকুর হন—আপনি এখান থেকে ডাকলেই তো উত্তর দিতেন, কিংবা হয়তো বা হেঁটেও আপনার কাছে আসতে পারতেন। হোঃ হোঃ! সেইটী বুঝি কেবল হবার উপায় নাই? নোড়ানুড়ী কেবল আপনাদের স্বপ্নে আদেশ দিতে আর অষ্টপ্রহর পূজা খেতেই মজবুত্?

রামা। সম্রাট্, আপনি বিজ্ঞ হয়ে এ কি কথা বলছেন? আমার ঠাকুর কি প্রস্তর? আমার ঠাকুর কি প্রাণহীন? আমার ঠাকুর কি জড় লোষ্ট্রপিণ্ড?

হে রাজন্! জড় চক্ষু হেরে জড়,
জ্ঞানহীন দেখে প্রস্তরে গঠিত মূর্ত্তি,

কারুকার্য্য মাত্র ভাস্করের।
কিন্তু সত্য নহে তাহা ;
প্রাণময় পরম পুরুষ আদি অন্ত এ বিশ্বের,
প্রতিভাত যাঁর শুদ্ধ সত্বা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে এই,
ক্ষুদ্র হ'তে অতি ক্ষুদ্র,
বিরাট্ হইতে কল্পনার অতীত বিরাট্—
চির-চৈতন্য-আধার!
জড় বলি' উপহাস তাঁরে কেমনে বা কর ?
নহে জড়, নহেক প্রস্তর—
প্রাণময় আমার ঠাকুর—জীবন্ত জাগ্রত সদা !

সম্রাট্। বেশ, তাই যদি আপনার বিশ্বাস, তাহ'লে তো কোন গোলই নাই। আপনি এখান থেকেই আপনার ঠাকুরকে ডাকুন না, তিনি যদি সত্যই প্রাণময় হন্, আপনার কথা শুনবেন। এখানে হেঁটেও আসতে পারেন! বিশ্বের আদি অন্ত যখন, তখন হেঁটেই আপনার কাছে আসবেন!

রামা। এস এস দীননাথ!
দীন কণ্ঠে ডাকিহে তোমারে,
জড় বলি' তোমা করে উপহাস—
বেদনা বারিতে নারি!
এস দয়াময়, কোথা আছ—
কোন্ রত্ন কক্ষে—সুবর্ণ পালঙ্কে
মণিময় বিচিত্র মন্দিরে
আদরে সেবিত সদা নৃপ-দুহিতার,—
এস রসহীন শুষ্ক বক্ষে মোর !

প্রহ্লাদ-বচনে

স্তম্ভ-মাঝে প্রকাশিলে স্বরূপ তোমার,

আজি বিরূপ হয়োনা মোরে,

এস কুতূহলে, বনমালা গলে

তুলি' রোল নূপুর-নিক্কণে,

জড়ে জাগাইয়া প্রাণ এস করুণানিদান,

নহে লুপ্ত কর চৈতন্য আমার,

জড় দেহ মিশে যাক্ জড়ে।

(নূপুর ধ্বনি করিতে করিতে শ্রীরমাপ্রিয় মূর্ত্তির আবির্ভাব)

এস এস প্রিয় ধন হৃদয়ের নিধি,

শূন্য হৃদে কর দেব চরণ স্থাপন !

এতদিনে কার্য্য সাঙ্গ মোর।

হে ভূপাল ! কৃতজ্ঞতা কেমনে জানাব ?

আজি পূর্ণকাম তোমারি কৃপায়,

করি আশীর্ব্বাদ,

ঈশ্বর প্রসাদে

নিত্য সুখভোগে তুমি হও অধিকারী।

লয়ে হারানিধি ভিখারী মেলানি মাগে। [প্রস্থান।

সম্রাট্। আশ্চর্য্য ! একি যাদুকর ? নইলে প্রস্তর মূর্ত্তি হেঁটে এল কি ক'রে !

নেপথ্যে লচিমার। কই, কই, কোথায় তুমি ! আর তো দেখতে পাচ্ছি না ! কোথায় গেলে ?

সম্রাট্। জাগরিতা বুঝি নন্দিনী আমার,

পুতলীর করে অন্বেষণ !

বালিকা-সুলভ এই আকুলতা
ভুলে যাবে ক্রমে—
যাই, সখীগণে দিই পাঠাইয়ে। [প্রস্থান।

লচিমারের প্রবেশ

লচি। কই কোথা গেলে!
দুখিনীর নিধি কেবা হরে নিলে!
কেন কর ছল, কথা কও, বল আছ কোথা,
দেখা দাও—দেখা দাও মোরে!
তোমাহারা দিশেহারা অভাগিনী!
বল কি দোষ দেখিলে, আমারে তেজিলে,
কখনো কি করিয়াছি অযতন?
তুমি সর্ব্বস্ব আমার জীবন-আধার—
বিরহে তোমার আমি কি বাঁচিব প্রাণে!
যাবে যদি কেন এসেছিলে
আসিতে হেথায় আমিত সাধিনি কভু,
কেন দেখা দিলে, কেন হে মজালে,
কেন বল অকূলে ভাসালে শেষে!
কোথা যাব, কোথা দেখা পাব!
বল কোথা আছ,
নহে নারীবধ লাগিবে তোমারে! [প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

চোলরাজের কক্ষ

মন্ত্রী ও সভাসদ্

সভা। তা হ'লেত বড়ই ভাবনার কথা।

মন্ত্রী। বৈদ্যেরা বলেন এ রোগ দুঃসাধ্য। মহারাজও দিন দিন ব্যাধির তাড়নায় শীর্ণ হয়ে যাচ্ছেন। বোধ হয় বুঝতে পেরেছেন, তাঁর সময় আগত।

সভা। প্রজারা ত প্রকাশ্যেই বলছে বৈষ্ণব-নিগ্রহ করার শাস্তি এইখানেই মহারাজের ভোগ হ'ল।

মন্ত্রী। কণ্ঠে ক্ষত, সে ক্ষতে আবার অসংখ্য ক্রিমি। যন্ত্রণায় আত্ম-হত্যা করতে উদ্যত হন, অনেক কষ্টে আমরা নিবারণ করি।

সভা। লোকে ত এরই মধ্যে নাম দিয়েছে ক্রিমিকণ্ঠ। আর প্রকৃতপক্ষে কাজটাও বড় অন্যায় হয়েছে। তেজঃপুঞ্জ ব্রাহ্মণদ্বয় নিরীহ, নিষ্ঠাবান্, তাঁদের প্রতি এ অত্যাচার! উঃ এখনও মনে করলে বুক শুকিয়ে যায়। একজন ত নিজেই নিজের চোখ দু'টো উপড়ে দিলে।

মন্ত্রী। তার পর প্রকাশ হয়েছে, তাদের দু'জনের কেউ রামানুজ নয়। মহারাজও তা শুনেছেন। সেই অবধি ব্যাধির যন্ত্রণা অপেক্ষা অনুতাপের যন্ত্রণা প্রবল হয়েছে।

সভা। আশ্চর্য্য এই রামানুজ সম্প্রদায়ের গুরুভক্তি! এ দেহটা তাদের কাছে যেন কিছুই নয়।

মন্ত্রী। ঐ দেখুন মহারাজ আসছেন। যখন অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়, একস্থানে স্থির হয়ে থাকতে পারেন না। অনুমান হয়, ইদানীং মস্তিষ্কও বিকৃত হয়েছে।

রাজার প্রবেশ

রাজা। এই চক্ষু—যতক্ষণ দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, ততক্ষণই সুন্দর। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নাও—কি বীভৎস! রক্তের উপর ভাসছিল—কোমল মাংসপিণ্ড। কিন্তু দেখেছ দেখেছ? জ্যোতিহীন—স্পন্দনহীন। কিন্তু তার সেই রক্তাক্ত, নীল অসাড় অক্ষিগোলকের মধ্যে কি তীব্র ব্যঙ্গ অঙ্কিত! স্নায়ুস্থান-ভ্রষ্ট প্রতি শিরামুখে রক্তের স্রোত! দেখেছ দেখেছ? সেই কঠোর ব্যঙ্গ দৃষ্টিকে ঢাকতে পারেনি।

মন্ত্রী। মহারাজ, বিশ্রাম করুন।

রাজা। চোখ দু'টো উপড়ে দিলে! এই এমনি করে, এমনি করে! কই আমি ত পারিনা। উঃ কি যন্ত্রণা কি যন্ত্রণা! কণ্ঠে ক্ষত, অসংখ্য কীটের দংশন। বৈদ্যেরা কি বলে?

মন্ত্রী। মহারাজ ক্রমে আরাম হবেন।

রাজা। বৈদ্যদের শূলে দাও, না হয় তাদের চক্ষু উৎপাটন করে দাও, আর যেন তারা চিকিৎসা করতে না পারে।

সভা। মহারাজ!

রাজা। আদেশপত্র নিয়ে এস, আমি আদেশ দিচ্ছি। হয় তারা স্বীকার করুক তারা শৈব, নচেৎ তাদের অন্ধ করে দাও।

মন্ত্রী। মহারাজ, আপনাকে প্রকৃতিস্থ না দেখে সকলেই ম্রিয়মাণ।

রাজা। কে? মন্ত্রী? উঃ কি দুঃস্বপ্ন! আসে—কিছুতেই তার গতিরোধ করতে পারি না। জীবন্ত চিত্র! বাতাসে ফুটে ওঠে—আর সব ভুলে যাই। কেন এসেছি আমি জান? তোমাকেই বলতে এসেছিলেম, তারা রামানুজ নয়—তাদের দু'জনের কেউ রামানুজ নয়—আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে।

মন্ত্রী। বিগত ঘটনার আলোচনায় কোন লাভ নাই।

রাজা। ঠিকই বলেছ, কোন লাভ নাই। কিন্তু এ যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবারও কোন উপায় নাই। আমি কি বলতে এসেছিলেম জান?

মন্ত্রী। অনুমতি করুন।

রাজা। আমি তীর্থ পর্য্যটনে যাব, তুমি তার আয়োজন কর।

মন্ত্রী। রাজ্য?

রাজা। সঙ্গে যাবে না?

মন্ত্রী। আজ্ঞে—

রাজা। মৃত্যুর পরে কোথায় থাকবে? সঙ্গে যাবে না? এই ঐশ্বর্য্য, এই দম্ভ, এই অহঙ্কার? আয়োজন কর, তীর্থে যাব। [প্রস্থান।

মন্ত্রী। কিছু ভাব বুঝলেন?

সভা। অনুতাপে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়েছেন। তীর্থ পর্য্যটন মন্দ নয়। বৈদ্যেরাও ত বলেন, বায়ু-পরিবর্ত্তনেও অনেক সময় রোগের উপশম হয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

যাদবাদ্রি পার্ব্বত্য প্রদেশ

রামানুজ, কুরেশ, গোবিন্দ ও শিষ্যবর্গ

রামা। অদ্ভুত এ আত্মত্যাগ
চমৎকৃত করেছে আমারে!
গোবিন্দ কুরেশ, নয়নের নয়ন আমার
অন্ধ দোঁহে আমা হেতু!
নরাধম চোলাধিপ—এত দম্ভ তার
করে বৈষ্ণব পীড়ন!
আজি সৃষ্টি দিব রসাতলে,
রেণু রেণু করি' বিশাল ব্রহ্মাণ্ড
ডুবাইব প্রলয় সাগরে!
হে অনন্ত! অনন্ত শয়নে কোথা আছ
যোগনিদ্রা অভিভূত?
ধরণীর ভিত্তিমূল করিয়া ধারণ,
উঠ গর্জ্জি' প্রলয় হুঙ্কারে
কোটী ফণা করিয়া বিস্তার
জাগ ক্ষণেকের তরে
স্তম্ভচ্যুত হ'ক্ পাপ ধরা!
অকারণ বৈষ্ণব নিগ্রহ,
অমানুষী অত্যাচার এই,
আর না সহিতে পারি!

কুরেশ। সম্বর সম্বর দেব মূরতি ভীষণ,
কম্পিতা মেদিনী বুঝি হয় কক্ষচ্যুতা,
কালগর্ভে এখনি হইবে লয়!
ভয়াকুল জীবকুল
আসন্ন মরণ হেরি' করে আর্ত্তনাদ,
সর্ব্বভয় বিমোচন!
তুমি না অভয় দিলে সৃষ্টি লোপ হইবে এখনি!

গোবিন্দ। তোমারি রচিত বিশ্ব
তুমি না রাখিলে নাথ
কার পদে লইব আশ্রয়?
সম্বর সম্বর ক্রোধ
প্রপন্নে প্রসন্ন হও হে চির-প্রসন্ন দেব
চির-কল্যাণ-আকর!

রাজা রাজেন্দ্রভূপের প্রবেশ

রাজা। প্রসীদ প্রপন্নে তাত,
হের সভীত সন্তান পদতলে তব;
আর জ্বালা সহিতে না পারি,
হেরি চারিভিতে শয়নে স্বপনে
গর্জ্জে ক্রুদ্ধ অহি
বিশ্বগ্রাসী জিহ্বা লকলকি'
আতঙ্কে শিহরে প্রাণ—
নাহি স্থান পলায়নে!
নাগপাশে বদ্ধ হস্ত পদ

মহা আকর্ষণে যেন এসেছি হেথায় !
করিয়াছি বৈষ্ণব পীড়ন,
বুঝি নাই ফল তার হেন বিষময় !
রক্ষ রক্ষ দেব,
মোহান্ধ তনয়ে দেহ পদাশ্রয় তব।

রামা। হে প্রকৃতি লীলাময়ী
লীলায় বিহর পুনঃ আছিলে যেমন !
ক্ষুব্ধ সিন্ধু হও স্থির,—
নয়ন-আনন্দ বিশ্ব
ধর পুনঃ নয়ন-আনন্দ চিত্র চিত্ত-বিমোহন !
হে রাজন্, নাহি জান কত তাপ দিয়াছ আমারে
আজীবন যত করিয়াছ বৈষ্ণব নিগ্রহ—
দেখ জ্বালা অঙ্কিত হৃদয়ে ;
নাহি জান বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য—
অংশে বিষ্ণু বিরাজিত মানব-আকারে
তৃণ হ'তে হীন, তরু হ'তে সহিষ্ণু বৈষ্ণব,
হৃদি বৃন্দাবনে যার ব্রজেশ্বর চির বিরাজিত,
সুখ দুঃখ রঙ্গিণী সঙ্গিনী
বিরহ-মিলন-রস করাতে আস্বাদ,
স্বইচ্ছায় উদয় বিলয়,
কৃষ্ণপ্রেম-রস-সিন্ধু মাঝে করিতে বিহার,
নির্ব্বিকার—সত্ত্বা মাত্র আনন্দ যাহার—
পীড়নে তাহার পীড়ন আমার !
দেখ ভেবে কত ব্যথা দিয়াছ আমারে ;

কত জ্বালা সহ ?
শত গুণ জ্বালা তার নিত্য সহি আমি !

কুরেশ। দেব, পদে ধরি’ সাধি, জন্ম জন্ম রহি অন্ধ,
নাহি ক্ষোভ তাহে,
অনুতপ্ত রাজা ক্ষমা ভিক্ষা চায়,
ক্ষম তারে ক্ষমার ঈশ্বর !

গোবিন্দ। অন্ধ মোরা—কাতর হে তাহে তুমি ?
কিন্তু দেখ মোহ-অন্ধ ভূপ—
নয়ন থাকিতে অন্ধ—
ক্ষম দেব কৃপা করি’ তারে।

সম্রাটের প্রবেশ

সম্রাট্। এই যে সন্ন্যাসী !—সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসী, আমায় রক্ষা কর। আমি বুঝতে পারিনি, আমি তোমার প্রার্থিত দেবমূর্ত্তি তোমায় ফিরিয়ে দিয়েছি, ভুল করেছি। আমি পুনরায় তোমার নিকট ভিক্ষা চাচ্ছি, আমায় সে মূর্ত্তি ফিরিয়ে দাও। আমার প্রাণ রক্ষা কর, আমার কন্যার প্রাণ রক্ষা কর।

রামা। হে সম্রাট্ !
ভিখারীর সনে কেন কর ছল ?
নিজ হাতে ভিক্ষা তুমি করিয়াছ দান
স্বমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি তাঁরে—
আজি কেমনে ফিরায়ে দিব ?
তুমি বিধি বিধায়ক
হেন অনুচিত নীতি
তোমারে না সাজে হে ভূপাল !

সম্রাট্‌। হে সন্ন্যাসি, কি কব অধিক,
রীতি নীতি বিধান নিয়ম
সকলি ভুলেছি আজি ;
হেরি' উন্মাদিনী নন্দিনী আমার
জ্ঞানহারা আমি ;
পুতলীর শোকে মৃতপ্রায়—
তাপদগ্ধ স্বর্ণ-নলিনী—
দু' নয়নে বহে ধারা,
পরিহরি' সুখের আবাস
আসে ধেয়ে মনোব্যথা জানাতে তোমায়,
না মানে বারণ
নাহি শুনে কোন কথা।
হেরি' তনয়ার দশা মনে হয়
যাদুকর কেহ করেছে আচ্ছন্ন তারে !
আমি কন্যা-গত প্রাণ
সম্ভ্রম মর্য্যাদা দিয়া জলাঞ্জলি,
সবিনয়ে কহি—
ফিরে দেহ পুতলী আমায়
রক্ষা কর দুহিতার প্রাণ।

লচিমারের প্রবেশ

লচি। কই, কোথা সে নিষ্ঠুর
বাদী হ'য়ে হ'রে নিল প্রাণনিধি মোর।
দাও ফিরে দাও দুখিনীর ধন,

আমি অভাগিনী সে বিনে না জানি
দিবস-যামিনী ক্রীড়াসাথী মোর,
কি দোষ দেখিলে, ছলে ছিনাইলে,
অকূলে ভাসালে মোরে!
হে কপট! কোথা আছ ভুলে—
সকাতরে এত ডাকি
কেন নাহি দেহ হে উত্তর?
কোথা আছ?
জীবিত যদ্যপি থাক,
কথা কও, কথা কও, জুড়াও জীবন।
তোমার বিরহ নাথ,
নারী আমি—আর না সহিতে পারি।

রামা। একি অনুরাগ!
একি ভক্তি কামনাবিহীন!
স্বামি-বোধ ইষ্টদেবে—দুর্লভ এ প্রেম
জগতে কি সম্ভব কখনো?
মর্ত্ত্যে আজি হেরি ব্রজলীলা,
প্রেম-মন্দাকিনী বহে শুষ্ক বক্ষে মোর—
শুনি যেন রাধিকার করুণ বিলাপ—
কৃষ্ণসঙ্গ-আশে ছুটে উন্মাদিনী
লুটে ভূমিতলে,
নব জলধরে হেরি' চেতনা হারায়—
কভু কৃষ্ণ বলি তমালে আদরে বেড়ে,
কুঞ্জে কুঞ্জে বিটপীর শ্রেণী—

সারিবদ্ধ শ্যামচাঁদ,
পদতলে তার
পড়ে বিবশা কিশোরী সতী—
অতীতের স্মৃতি,
খুলি কনক দুয়ার তার—
দেখায় সে চিত্র আজি মধুর—মধুর!
কৃষ্ণনাম সুধাপানে মত্ত জ্যেষ্ঠ রাম
পলকবিহীন চক্ষে আজি দেখি সেই লীলা!
কহ কৃষ্ণ-আমোদিনি,
বঞ্চিত করিয়া ধরা
একাকিনী চাহ কৃষ্ণপ্রেম--
তাও কি সম্ভব কভু?

লচি। তুমি হরিয়াছ প্রাণনিধি মোর?
তুমি! তুমি!
সত্য কি জাগ্রত আমি?
উন্মীলিত আঁখি—সত্য কি নেহারে তোমা?
জন্মজন্মান্তের দুর্ভেদ্য প্রাচীর
সত্যই কি দেখি ধূলিসাৎ চক্ষের পলকে?
নহে কেন অভিমানে আকুল পরাণ,
নিহিত বেদনা যত সঞ্চিত হৃদয়ে
সহসা জাগিয়া উঠি' শতমুখে করে হাহাকার!
তাই বুঝি সাধিয়াছ বাদ?
তব অভিশাপে ফিরি অন্তদেহে
অনার্য্য সম্রাট্ গৃহে,

তুমি কৃষ্ণ জানিয়া অভেদ
পাষাণের পায়ে আমি স'পেছিনু প্রাণ,
তোমারে পাষাণ জানি'
ভুলেছিনু জগতের জ্বালা—
হে নিষ্ঠুর, তাও বুঝি সহিল না আজি ?
তাই কাঙালিনী সনে সাধিলে এ বাদ ?
ভাল, সয় স'ক্, আমারে হে স'ক্,
নারী আমি নিতান্ত দুর্ভাগা,
যুগে যুগে সহি নাথ বিরহ তোমার !
কৃষ্ণে হ'রে নিলে—নাহি খেদ,
নাহি দেহ মোরে,
পুরিয়াছে অভীষ্ট আমার
স্বামিপদ নেহারি' সম্মুখে,
কৃষ্ণপদ বিরাজে অন্তরে—
গঙ্গাযমুনার ধারা মিশে এক সাথে
যে অপূর্ব্ব যুক্ত বেণী করিল সৃজন
পবিত্র সলিলে তার—হ'ক্ লয়—
ভঙ্গুর এ দেহ ।
হে পাষাণ ! অধিষ্ঠিত প্রস্তর মন্দিরে,
পাষাণ করিয়া মোরে রাখ পদতলে
অন্তিমের এ ভিক্ষায় কোরোনা বঞ্চিত !

(অন্তর্দ্ধান)

সম্রাট্ । একি ! আমার কন্যা কোথায় গেল ?

গোবিন্দ । দাদা, দাদা ! এ কার কণ্ঠস্বর শুনলুম ? একবার চো

হয় তো দেখি, আমার মা কিনা। প্রায়োপবেশনে দেহত্যাগ করেছিলেন, তোমার উপর অভিমান ক'রে—ঠিক সেই কণ্ঠস্বর!

রামা। ত্রেতায় উর্ম্মিলা সতী নব বধূ
বিরহ বিধুরা,
বনচারী আমি,
ধনুর্ধারী জ্যেষ্ঠ অনুগামী
চীরবাসে হেরি' নারায়ণে
ভুলেছিনু গৃহসুখ।
দ্বাপরে রেবতী
কৃষ্ণনাম সুধাপানে মত্ত দিবানিশি,
আমি আনন্দে বিভোর,
কৃষ্ণময় নেহারি' জগৎ
ভুলেছিনু মান অভিমান
বনিতার আদর বিলাস!
"সুরামত্ত বলরাম"—
কি মধুর অভিধান মোর!
আজি ভিন্ন দেহে বিহরি ভুবনে
পরিহরি' সংসার আবাস
জগতের তাপ কুড়াইয়া লই হৃদিপরে!
কার্য্যে আগমন—কার্য্যে পুনঃ লয়—
কার্য্যে পুনঃ আসিব্ সংসারে,
দ্বারে দ্বারে বিলাইব কৃষ্ণনাম,
মোক্ষধাম—কৃষ্ণ মুগ্ধ স্বয়ং যে নামে!
ত্যজি' গৈরিক বসন হব গৃহী,

এ জন্মের ঋণভার করিতে মোচন,
নবদ্বীপে নিত্যানন্দ নাম—
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য সাথী!

সম্রাট্। হায় হায়! এ কি যাদুর দেশে এসে পড়লেম!—সন্ন্যাসী! সন্ন্যাসী! আমার কন্যা কোথায়?

রামা। হে সম্রাট্! অতি ভাগ্যবান্ তুমি,
তাই এই দুহিতার পিতা;
কন্যা তব নহে সাধারণ।
অসীম ব্রহ্মাণ্ডে এই কোটী জন্ম ভ্রমিতে ভ্রমিতে
ভাগ্যবশে কৃষ্ণের কৃপায়
কৃষ্ণভক্তি-লতা-বীজ লভে কোন ভাগ্যবান্!
কন্যা তব সেই ভাগ্যে ভাগ্যবতী,
অহেতুকী কৃষ্ণপ্রেম করিয়াছে লাভ,
ভক্তি-লতা ভেদি' নশ্বর জগৎ
অভয় কৃষ্ণের পদে লয়েছে আশ্রয়—
এ জগতে কোথা আর পাইবে হে তারে!

সম্রাট্। এ কি প্রলাপ বলছ? আমার কন্যা এই এখানে ছিল, কোথায় গেল? তোমরা যাদু জান? আমার কন্যাকে ফিরিয়ে দাও—মিথ্যা কথায় আর আমায় ভুলিও না।

রামা। নহে মিথ্যা—নহেক অলীক!
জড় বলি উপহাস করেছিলে ঠাকুরে আমার
প্রত্যক্ষ করেছ তুমি—নহে জড়—
চৈতন্য-আধার!
কহ পুনঃ মিথ্যাবাদী মোরে?

নহে মিথ্যাবাণী
কৃষ্ণের সঙ্গিনী—কৃষ্ণপ্রেম-কাঙালিনী নন্দিনী তোমার
কৃষ্ণলোকে করেছে গমন!
দুহিতার পুণ্যে আজি তুমি পুণ্যবান্
সে দৃশ্য দেখাব তোমা।
চোলাধিপ! হে রাজন্!
বহুপূর্ব্বে তোমারে করেছি ক্ষমা।
গোবিন্দ কুরেশ জীবনের জীবন আমার
করিয়াছে ক্ষমা তোমা।
কুরেশের আশীর্ব্বাদে দিব্যচক্ষে আজি
কৃষ্ণলীলা করহ দর্শন।
গোবিন্দ কুরেশ! প্রাণাধিক প্রিয় মম,
বাড়াইতে গৌরব আমার,
যে অদ্ভুত আত্মত্যাগ দেখায়েছ ভবে,
তুলনা নাহিক তার।
মম বরে হও দোঁহে চক্ষুষ্মান্ পুনঃ।
নরচক্ষে হের কৃষ্ণলীলা।

গোবিন্দ। } দেব! আবার আপনার পাদপদ্ম দর্শনের ভাগ্য হ'ল
কুরেশ। } কি আনন্দ কি আনন্দ!

রামা। কোথা কেবা আছ পাপী তাপী পতিত কাঙাল
কোথা ভক্তবৃন্দ মোর
এস সবে—
প্রত্যক্ষ করহ আজি—কৃষ্ণময় এ জগৎ—
সর্ব্বভূতে পুরুষপ্রকৃতি লীলা—

রাধাকৃষ্ণ অপূর্ব্ব মিলন—
অভিন্ন জগৎ ব্রহ্ম নিত্য বিরাজিত !
ওই দেখ দিল্লীশ্বর
কন্যা তব কৃষ্ণপদে চামর ঢুলায় !
আজি হ'তে দাক্ষিণাত্যে প্রতি বিষ্ণুর মন্দিরে
কন্যার বিগ্রহ তব হইয়া পূজিত
সার্ব্বভৌম হিন্দুধর্ম্ম করিবে প্রচার।
ওই দেখ অখিলের স্বামী
জগতের প্রভু কৃষ্ণ চিরবিদ্যমান
জগতের যত প্রাণী কিঙ্কর তাঁহার।
জানিহ নিশ্চয় একমাত্র কৈঙ্কর্য্যই সাধনার সার !

সকলে। জয় লক্ষ্মী জনার্দ্দন ! জয় লক্ষ্মী জনার্দ্দন !

পট পরিবর্ত্তন

লক্ষ্মী-জনার্দ্দন

[সমবেত সঙ্গীত]

পু।—চিদ্‌ঘন রূপ সুন্দর জয় জনার্দ্দন জগজ্জীবন।

স্ত্রী।—ক্ষীরোদবাসিনী বামা বিরাজে বামে

জয় কমলা কমলাসন।

সকলে।—জয় লক্ষ্মী-জনার্দ্দন! জয় লক্ষ্মী-জনার্দ্দন!!

পু।—নব জলধর শ্যামশোভন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী,

স্ত্রী।—দামিনী ঝলকে কনক-অঙ্গে রমা মাধব-নারী,

সকলে।—জয় লক্ষ্মী-জনার্দ্দন! জয় লক্ষ্মী-জনার্দ্দন!

যবনিকা